হিন্দুর জ্ঞাতব্য কি ?

(প্রথম খণ্ড)।

শ্রীমার্কণ্ডেয় প্রসাদ ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত

প্রথম সংস্করণ।

বেলেঘাটা ক্যাল্কৌরি প্রেসে

শ্রীহরিশ্চন্দ্র রাহুত কর্ত্তক মুদ্রিত।
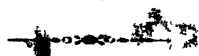
কলিকাতা।

পরম পূজনীয়

পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী এম, এ,

মহাশয় শ্রীচরণেষু।

মহাত্মন্।

আপনারই বিশেষ সাহায্যে আমি এ পুস্তকের প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছি। সুতরাং কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ আপনার পবিত্র নামে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি উৎসর্গ করিলাম। আশা করি এই ভক্তি প্রসূনাঞ্জলি আপনার নিকট অনাদৃত হইবে না।

কৃতজ্ঞ

শ্রীমার্কণ্ডেয় প্রসাদ ভট্টাচার্য্য

ভূমিকা।

ঈশ্বরানুগ্রহে অদ্য পুস্তকের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হইল। পূর্ব্বে এমন আশা ছিল না যে ইহার মুদ্রাঙ্কণ করিতে পারিব। সকলই ভগবানের লীলা। এ পুস্তক সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ পুস্তক না হইলেও এক প্রকারে বটে। ইহাতে হিন্দুদিগের ধার্ম্মিক ও সামাজিক জীবনের আভাস প্রত্যেক নর নারী পাইবেন। অন্য খণ্ডে হিন্দুর পারিবারিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি বিষয়গুলি বিবৃত হইবে। যতদূর পারিয়াছি ততদূর পুস্তকখানিকে হিন্দু সমাজের উপযোগী করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। সে চেষ্টায় কতদূর সফল হইয়াছি তাহার বিচার পাঠকের। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এই পুস্তক প্রণয়ন সম্বন্ধে আমার প্রবর্ত্তক। সুতরাং তিনি আমার ধন্যবাদার্হ কিন্তু পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী এম, এ, মহাশয়ের সাহায্য না পাইলে আদৌ এ পুস্তকের প্রণয়ন হইত না। তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞ রহিলাম। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু সতীশ চন্দ্র রায়ের নিকট হইতে ও সময়ে সময়ে পুস্তক সম্বন্ধে সৎপরামর্শাদি প্রাপ্ত হইয়াছি। তজ্জন্য তিনি আমার ধন্যবাদার্হ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় প্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা।	লাইন।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
২	১২	নিসেবিত	নিষেবিত
২	২৫	তথন	তথন
৪	২৭	কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং	কর্ম্মণামনারম্ভা
৭	৯	প্রভূত্ব	প্রভুত্ব
১১	১৯	বিজেতেন্দ্রিয়	বিজিতেন্দ্রিয়
১৫	২৯	Vlde	Vide
১৫	২৯	Wards	Ward's
১৬	১৫	আলেকিত	আলোকিত
১৬	২৬	ভুরিতৃষ্ণ	ভূরিতৃষ্ণ
২০	১৮	মণ্ডুকাঃ	মণ্ডূকাঃ
২১	৩	অসুস্থ্য	অসুস্থ
২১	২১	নামুত্র	নামুত্র
২৭	১৪	যন্ত্রনা	যন্ত্রণা
২৭	১৬	কর্ম্মভুমিরিয়ং	কর্ম্মভূমিরিয়ং
৩১	১৩	সমাবর্ত্তনান্তর	সমাবর্ত্তনানন্তর
৩১	২৬	ব্রহ্মচর্য্যনস্থয়কঃ	ব্রহ্মচার্য্যনস্থয়ক
৩২	২১	শমাবৃত্তো	সমাবৃত্তো
৩২	২৩	ব্রাহ্মণকে	,,
৩৪	১	উপনয়নান্তর	উপনয়নানন্তর
৩৪	১৪	সম্যকরূপে	সম্যক্‌রূপে
৩৪	১৮	পৃথক	পৃথক্
৩৫	৭	সম্মুখীন	সম্মুখীন
৩৫	১২	পরক্ষে	পরোক্ষে
৩৫	২৬	বতি	যদি

পৃষ্ঠা।	লাইন।	অশুদ্ধ	
৩৬	২৫	পাদয়োশ্চাবনেজ্জন্‌ম্	পাদয়োশ্চাবনেজনম্
৩৬	৩১	পূর্ণবিংয়তিবর্যেনগুণদোষৌ	পূর্ণবিংশতিবর্ষেণগুণদোষৌ
৩৬	৩৩	সর্ব্বানি	সর্ব্বাণি
৩৭	১৫	বলবান	বলবান্
৩৮	৫	ঘনিভূত	ঘনীভূত
৩৮	১৬	সম্প্রাদায়ের	সম্প্রদায়ের
৩৮	১৯	তাম্বুলাদি	তাম্বূলাদি
৩৮	২৩	বিবিধা	বিবিধ
৩৯	১৮	মনরঞ্জন	মনোরঞ্জন
৩৯	১৯	কনাদ	কণাদ
৩৯	২৯	সংযোগ	সংযোগং
৩৯	৩১	বাজাসনেয়	বাজসনেয়
৪০	২৬	অর্দ্ধাঙ্গভাগিণী	অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী
৪৩	১৬	পতিতা	পতিত
৪৫	৫	বর্ষীয়সী	বর্ষীয়া
৪৬	১৩	দ্বাদশবর্ষীসী	দ্বাদশবর্ষীয়া
৪৬	২৫	দ্বাদশাদূর্দ্ধঃ	দ্বাদশাদূর্দ্ধং
৪৬	২৭	হওয়ার	হওয়ায়
৫০	২৪	কালজম্	কাঞ্চনম্
৫৩	২৮	off spring	off springs
৫৪	২৬	দেহেহস্মিন	দেহেহস্মিন্
৫৭	৮	কন্যা এবং বর	কন্যার এবং বরের
৫৯	৮	সামর্থানুসারে	সামর্থ্যানুসারে
৫৯	১০	তাহাকে	তাহাকে,
৬১	৬	দুরারোগ্য।	দুরারোগ্য
৬২	৭	সাধ্বী	সাধ্বীং
৬২	৮	দণ্ডেণ	দণ্ডেন

পৃষ্ঠা।	লাইন।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৬৩	১২	ভগমান	ভগবান
৬৪	২৭	নিস্কৃতির্ন	নিষ্কৃতির্ন
৬৪	২৮	কারয়োন্মোহাৎ	কারয়েন্মোহাৎ
৬৫	২২	হইলেই	হইবেই
৭০	১৫	দ্ব্যতে	দ্যূতে
৭১	৩০	প্রাক্‌চরণাত্তু	প্রাক্‌চরণাহি
৭৫	১৭	বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমান্
৭৭	২৬	পর্ব্বাণ্যতানি	পর্ব্বাণ্যেতানি
৭৯	২৬	তাম্বুল	তাম্বূল
৮০	৮	নিষিন্ধ	নিষিদ্ধ
৮২	২৮	স্ফূ্রণঞ্চ	স্ফুরণঞ্চ
৮২	৩১	মদনঞ্চাপি	সদনঞ্চাপি
৮৩	১০	সম্ভোগের	সম্ভোগের
৮৩	২২	সংশ্রবণ	সংস্রবণ
৮৩	২২	স্থর্দ্দিবোরাচকো	ছর্দ্দিররোচকো
৮৩	২৫	বীবল্লোমরাজ্যা	রীবল্লোমরাজ্যা
৮৩	৩২	পুত্রগর্ভষুতায়াস্তু	পুত্রগর্ভষুতায়াস্তু
৮৪	২	চমৎকারা	চমৎকার।
৮৪	২০	প্রাক	প্রাক্
৮৪	২৭	পুনস্তাতুদ্বরং	পুরস্তাদুদরং
৮৫	১৭	মুহুর্মুহু	মুহুর্মুহুঃ
৮৭	২৭	পুরীষাণী	পুরীষাণি
৮৭	২৮	কফবেষ্টিতে	কফবেষ্টিতে
৮৯	২৮	ভুঞ্জীত	ভুঞ্জীত
৮৯	৩১	নোচ্চৈব্রয়াৎ	নোচ্চৈর্ব্রূয়াৎ
৯০	২৮	যোম্মত্তং	চোম্মত্তং
৯০	৩০	স্তেনাম্বায়াসবহুল	স্তেন,ত্যায়াসবহুল

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।	লাইন।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৯০	৩০	স্বয়ক্যাং	স্বয়কং
৯১	৩০	detvelopment	development
৯২	৬*	চুড়ান্ত	চূড়ান্ত
৯২	১৬	আশাসীতে	আশাসীত
৯২	১৭	বিহরোপচার	বিহারোপচার
৯২	১৭	অনুবিধীয়শ্চ	অনুবিধীয়স্ব
৯২	১৭	দাক্যাস্তাৎ	বাচ্যাস্তাৎ
৯৩	৯	বর্জ্জণীয়	বর্জ্জনীয়
৯৪	৮	উরু	উরু
৯৪	২৬	কটৃ	কটু
৯৪	২৮	গর্ব্ভৈঃ	গর্ভৈঃ
৯৫	৩২	সুশ্রূত	সুশ্রুত
১০১	১৮	সর্কিথ	সকিথ
১০২	২৫	মধৃ	মধু
১০৩	২৪	রুক্ষোঘ্ন	রুক্ষঘ্ন
১১২	২৩	স্বার্থকতা	সার্থকতা
১১২	২৫	স্থূল	স্থূল
১১৫	২	ধুলি	ধূলি
১১৫	২৮	বর্দ্ধতে	বর্দ্ধতে
১১৬	১৩	স্ফুর্ত্তি	স্ফূর্ত্তি
১১৭	২৭	দূঃখের	দুঃখের
১১৯	৫	কার্য্যদোষে	কার্য্যদোষে

হিন্দুর জ্ঞাতব্য কি ?

প্রথম অধ্যায়।

ধর্ম্ম।

মনুষ্য জন্ম অতীব দুর্ল্লভ। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন :—

জন্তূনাং নরজন্ম দুর্ল্লভমতঃ পুংস্ত্বং ততো বিপ্রতা।
তস্মাদ্বৈদিকধর্ম্মমার্গপরতা বিদ্বত্ত্বমস্মাৎ পরম্
আত্মানাত্মবিবেচনং স্বনুভবো ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতি
র্ম্মুক্তির্নো শতজন্মকোটিসুকৃতৈঃ পুণ্যৈর্ব্বিনা লভ্যতে।

জীবগণ বহু চেষ্টা, যত্ন ও ক্লেশ করিয়া যতই দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পাদন করুক না, মনুষ্যজন্ম লাভ করিতে হইলে তদপেক্ষা অধিকতর প্রযত্ন করিতে হয়। সংসারের অনেক কার্য্য সাধন করিবার সময় কেবল কায়িক পরিশ্রম, মানসিক আগ্রহ ও আবশ্যকমত উপায় সকল অবলম্বন করিতে হয়, কিন্তু মনুষ্য দেহ লাভ করা সাতিশয় যত্ন, প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও অটল সংকল্প সাপেক্ষ। একটী দৈহিক প্রকৃতি পরিত্যাগ করা ও তৎপরে প্রকৃতির মনুষ্যোচিত বৃত্তির দিকে একান্ত আগ্রহপূর্ব্বক প্রধাবিত হওয়া স্বল্লায়াস সাধ্য নহে। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মনের ঐকান্তিকী ইচ্ছা যাদৃশ বিষয় ও ব্যাপার আশ্রয় করিয়া থাকে, মরণান্তে জীব তাদৃশ প্রকৃতিতে উপগত হয়। কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশ্বাদি-দেহ হইতে প্রকৃতি স্ফুরণ পূর্ব্বক নরাকৃতি লাভ অত্যন্ত দুর্ল্লভ ও সুকঠিন। কিন্তু এই দুর্ল্লভ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া লোকে প্রায়ই ভোগ বিলাসে রত থাকে। পারলৌকিক পরিণামের দিকে একবার ভ্রমেও চাহিয়া দেখে না। পারলৌকিক

উন্নতি করিতে হইলে সংযম আবশ্যক এবং সেই সংযমগুণে আয়ুরারোগ্য, বলবীর্য্য, চিত্ত স্থৈর্য্য, মানসিক সুখ, আন্তরিক পবিত্রতা এবং আত্মজ্ঞানে মতি সমুৎপন্ন হয়। কিন্তু আমরা মর্ত্ত্যের জীব, নরকের কীট, ভোগবিলাসের লীলা-পট, অজ্ঞানের গুরু ভাণ্ডার তাই অকলঙ্ক পূর্ণিমার চাঁদ আত্মজ্ঞানে কলঙ্ক রেখা আঁকি, তাই অনাবিল বৈরাগ্যের মধ্যে পাষণ্ডতার অভিনয় দেখি, তাই ধর্ম্ম জীবনে জ্ঞানালোকের বিনিময়ে ঘোর অন্ধকার দেখি, ঈশ্বর প্রেমের বিনিময়ে কঠোরতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি দেখি ও অমৃতময়ী শান্তির বিনিময়ে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড পর্য্যবেক্ষণ করি। বস্তুতঃ যাহারা ধর্ম্মনীতির চর্চ্চা করে নাই, বৈরাগ্য বিপিনে বিহার করিতে যাহার প্রাণ উতলা হয় নাই, এই কোলাহল-ময় ভব ভূমি পরিহার করিয়া নিস্তব্ধ ক্ষেত্রে স্তিমিত ভাবে সাধনা করিবার বাসনার উন্মেষ যাহার হয় নাই, তাহার পক্ষে এরূপ ধারণা কিছুই অসম্ভবপর নহে। যত দিন মানব হৃদয় অপবিত্রতা পরিপূরিত, কৌটিল্য নিসেবিত, বিষয়-তৃষ্ণা সমাচ্ছাদিত, ইন্দ্রিয় বাত্যাঘাতে বিঘূর্ণিত, গর্ব্বান্ধতমসে সমাবৃত থাকিবে, যত দিন হৃদয়কন্দরে সারল্য-বিবস্বান্ বিভাসিত না হইবে, যতদিন না এ মলীমস হৃদয় হইতে অবিশ্বাসকলঙ্ক অন্তর্হিত হইবে, যত দিন না অজ্ঞান-কালুষ্য বিদূরিত হইবে তত দিন আত্মজ্ঞানের উন্মেষ হইবে না। মনুষ্য সমাজ একবার তন্ন তন্ন করিয়া দেখ দেখিবে আধ্যাত্মিক উন্নতিই সকল উন্নতির সার। সমাজ যখন নিতান্ত আদিমাবস্থায় থাকে, অশিক্ষা ও অসভ্যতায় বিভোর হইয়া অজ্ঞান আঁধারে ডুবিয়া থাকে, তখন দৈহিক বলেরই বিজয় বার্ত্তা সর্ব্বত্র বিঘোষিত হয়, তখন "জোর যার মুলুক তার"। তার পর সমাজ যখন তদপেক্ষা কিছু উন্নত হয় তখন ধনের সম্মান বাড়িতে থাকে, ধন-বল দৈহিক বলের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। তখন কিসে অর্থাগম হয় মানব সেই চিন্তাতে নিমগ্ন থাকে; বিলাসিতা, বাবুয়ানার শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠে। ইহাই সামাজিক ভিত্তির দ্বিতীয় স্তর। তার পর তদপেক্ষা সমাজ যখন কিছু উন্নত হয়, তখন মনুষ্যগণ বিদ্যার সম্মান, উচ্চ চিন্তার সম্মান করিতে শিখে। লক্ষ্মী তখন সরস্বতী কর্ত্তৃক পরাভূত হন। ইহা সামাজিক উন্নতির তৃতীয়াবস্থা। এই অবস্থার পরই সামাজিক উন্নতির তুরীয়াবস্থা বা চরমাবস্থা। এ অবস্থায় মনুষ্য দেহ, ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি হইতে অতীব চিন্ময় আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করিতে শিখে। সামাজিক উন্নতির চরমাবস্থার সময় আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনার্থ যে সমস্ত

উপায়, রীতি, নীতি, পদ্ধতি অবলম্বিত হয় তাহারই নাম "ধর্ম্মানুষ্ঠান"। এই ধর্ম্মানুষ্ঠান গুণেই মানব প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করে। ইন্দ্রিয় সকলের বেগ সম্বরণ, রিপুবর্গের বশীকরণ, অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি সাধন, সর্ব্বভূতে সম দর্শন, অভিমানের পরিহার আদি মনুষ্যত্ব লাভের প্রধান উপাদান। এইগুলি আয়ত্ত করিতে পারিলেই ব্রহ্মজ্ঞান স্বতঃই উদ্ভাসিত হয়। তখন জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, জীবে, মৃত্তিকায়, পাষাণে, বৃক্ষে, গ্রহে, তারায়, চন্দ্রে, সূর্য্যে, পর্ব্বতে, প্রান্তরে, গহ্বরে, পাথারে, জাগরণে, স্বপ্নে, সুষুপ্তিতে সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় ভগবানের বিভূতি দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশ্বর জ্ঞান লাভ করিতে শাস্ত্রে ত্রিবিধ মার্গ প্রদর্শিত হইয়াছে যথা, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। কর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে। কর্ম্ম না করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না এবং চিত্তশুদ্ধি না হইলে ঈশ্বর প্রাপ্তির আশা কোথায়? জ্ঞানও কর্ম্ম ব্যতীত হইতে পারে না। কিন্তু কেহ কেহ বলেন কর্ম্ম পরিত্যাগ কর, জ্ঞানের আশ্রয় লও, মুক্তি সহজে আসিয়া যাইবে। আবার কেহ কেহ ভক্তি মার্গ অবলম্বন করিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও জ্ঞানের অপলাপ করিয়া "হরের্নামৈব কেবলম্" বলিয়া উপদেশ দেন। হিন্দুর নিকটে যেমন হরির নাম আদরের বস্তু তেমনই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও জ্ঞান আদরণীয়; ইহার কোনটীই পরিত্যাজ্য নহে। তবে যাঁহারা মনগড়া-ধর্ম্মের উপদেশ দেন তাঁহারা যেন বিশেষ করিয়া মনে রাখেন যে হিন্দুর পক্ষে বেদ শাস্ত্রই প্রধান আপ্তোপদেশ ও তন্মূলক স্মৃত্যাদি শাস্ত্রই ধর্ম্ম বিষয়ে অবলম্বিত হইবে; কপোলকল্পিত ধর্ম্ম গ্রহণীয় হইবে না। বেদ ও তন্মূলক স্মৃতি শাস্ত্র ঈশ্বরের আজ্ঞা স্বরূপ। উহা উল্লঙ্ঘন করিয়া যে ব্যক্তি প্রবৃত্ত হয়, সেই ঈশ্বর-আজ্ঞা-লঙ্ঘন কর্ত্তা ঈশ্বরের প্রতিই দ্বেষ করিয়া থাকে ও শাস্ত্রমত নরক প্রাপ্ত হইয়া থাকে (১)। যাহার যেরূপ ধর্ম্ম শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে তাহাকে তাহাই করিতে হইবে ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অগ্রাহ্য করিলে হিন্দুর ধর্ম্ম সাধন হয় না। ভগবদ্গীতাতে উক্ত হইয়াছে :—

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
যতঃ প্রবৃত্তিভূর্তানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।

---

(১) শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে। আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী নরকং প্রতিপদ্যতে!
বরাহ পুরাণং

পরমেশ্বর যাহার যে ধর্ম্ম কহিয়াছেন ঐ ব্যক্তি সে ধর্ম্মেই আসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে পরম পদ প্রাপ্ত হয়, যাহা হইতে সকল ভূতের সৃষ্টি, যদ্দারা এ সকল জগৎ ব্যাপ্ত হইয়াছে, এমত বিশ্বকর্ত্তা ও বিশ্বব্যাপক পরমেশ্বরকে তাঁহার আজ্ঞানুসারি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সম্মানিত করিলে পরম পদ প্রাপ্ত হয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যে পরিত্যাজ্য নহে তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইবার জন্য ভগবদ্-গীতায় স্থানান্তরে ও উক্ত আছে।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

আপন আপন ধর্ম্মে পরম দুঃখ হইলেও চরমে পরম সুখ হয়। এবং পরধর্ম্মানুষ্ঠানে যাতনা ভোগ হয়।

এই সকল শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা অধিকারভেদে ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধ আছে। ঐ সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন। ব্রাহ্মণাদি-বর্ণ স্ব স্ব কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ঈশ্বর আজ্ঞা পালন করিলে পরমেশ্বর সম্মানিত হইয়া তাহাদের অভীষ্ট ও পরমপদ দেন। তাহাও ভগবদ্গীতাতে উক্ত আছে। যথা,—

যোযো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্।
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্।

যে যে উপাসক যে যে স্বধর্ম্মানুসারে যেমত পরমেশ্বরকে আরাধনা করিতে ইচ্ছা করে আমি তাহার ঐ ধর্ম্ম বিষয়ে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করিয়া থাকি। ঐ শ্রদ্ধা সমন্বিত ভক্ত স্বধর্ম্মানুসারে ঐ ঈশ্বরের আরাধনা করে ঐ আরাধনা হেতুক আমি তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি করি।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম্ম করিতে গিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করা ঠিক নহে। তাহার পর কর্ম্মকাণ্ডের কথা। কর্ম্মই ঈশ্বরজ্ঞানের মূল ভিত্তি। এক কর্ম্ম আয়ত্ত করিলে জ্ঞান ও ভক্তি প্রভৃতি যাহা কিছু বল সবই আসিয়া যাইবে। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন :—

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥

অর্থাৎ কর্ম্ম না করিলে জ্ঞান লাভ হয় না, এবং কর্ম্মত্যাগ করিয়াও সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায় না। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে তাদৃশ জ্ঞানের জন্য কর্ম্মই সাধন। সত্য বটে "জ্ঞানাগ্নি সকল কর্ম্ম দগ্ধ করে" কিন্তু জ্ঞান হইতে না হইতেই কর্ম্ম ত্যাগ কর গীতার এমত অভিপ্রায় হইলে "শরীর ধারী মাত্রে কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকাল ও থাকিতে পারে না," "ভ্রম-বশে কর্ম্ম ত্যাগ করিলে প্রকৃতি বলে জাতি কুল স্বভাবগুণে পুনর্ব্বার সেই কর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইতে হইবে;" "কর্ম্ম সন্ন্যাসীই জ্ঞান সন্ন্যাসী হইতে পারেন" "কর্ম্মত্যাগী চোরের ন্যায় অপরাধী হয়" ইত্যাদি গীতার সত্যাখ্যানে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে কর্ম্ম আমাদের পরিত্যাজ্য নহে। অপিচ, "লোক রক্ষার্থে জ্ঞানিগণ এবং চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত যোগিগণও কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, কর্ম্মফলত্যাগকেই ত্যাগ বলা যায়" ইত্যাদি প্রমাণে কর্ম্মযোগী ও জ্ঞানযোগী উভয়ের পক্ষেও যখন কর্ম্ম ত্যাগের বিধি নাই, তখন কর্ম্মত্যাগ করাটা সুবন্দোবস্তের পরিচায়ক নহে। কর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিলে উপাসনার অধিকার জন্মে না। বিধি পূর্ব্বক উপাসনা না করিলে চিত্তের শুদ্ধি হয় না, এবং তাহা ব্যতীতও জ্ঞানোদয়ের সম্ভাবনা নাই। এবং এতাবতের বেদ স্মৃতি আদির অনুগত বিধানানুসারে অনুষ্ঠান না করিলে ভগবল্লাভ বা মুক্তি হইবার আশা কোথায়? আর যদিও ধরা যায় যে কর্ম্ম না করিয়া ও তদ্দ্বারা বিগতকল্মষ না হইয়াই লোক জ্ঞানমার্গে উন্নীত হইয়াছে তাহা হইলেই বা তাহাতে ফল কি? শ্রুতি বলেন :—

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্ত মানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।

কঠঃ॥ বল্লী ২ মং ২৩॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুকর্ম্ম ত্যাগ না করিয়াছে, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য যে ব্যক্তি শান্ত না করিয়াছে, ফল কামনা হইতে যাহার চিত্ত স্থির না হইতে পারিয়াছে, সে ব্যক্তি কেবল মাত্র জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

তাহার পর ভক্তিমার্গের কথা। "হরের্নামৈব কেবলম্" এই মন্ত্রটী জীবনের সার করিতে হইলে আত্মসংযম আবশ্যক। গীতা বলেন :—

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্তআসীত মৎপরঃ॥

২য় অধ্যায় ৬১ শ্লোক।

অর্থাৎ সর্ব্বইন্দ্রিয় সংযমন পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবে। যদি ঈশ্বর পরায়ণতা ভক্তি হয় তবে তাহা কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় সংযমন সাধ্য। সেটীও বড় সহজ নহে। তাহাও কর্ম্ম সাপেক্ষ।

ব্রহ্ম জ্ঞান বড় সহজ নহে। ইহা পরমহংসেরই ধর্ম্ম। ঋগ্‌বেদের অনুক্রমণিকাতে আছে :—

ব্রহ্মানুষ্ঠানং পরমহংসস্যৈব ধর্ম্মঃ।

ব্রহ্মজ্ঞানের অনুষ্ঠান পরম হংসেরই ধর্ম্ম। এহেন বিষয়বিরক্ত ব্যক্তির ধর্ম্মটা সংসার-দোষ-সংস্পৃষ্ট ব্যক্তির সহজ প্রাপ্য করিতে যাওয়া অজ্ঞতার পরিচায়ক। ব্রহ্ম ক্রীড়া বিলাসেরসামগ্রী নহেন, যে তুমি তাহা বক্তৃতা ও গান করিয়া লাভ করিতে পারিবে। বহু যুগ যুগান্তর নিবিড় বনে ঘোর কঠোর তপস্যা পরায়ণ যোগীদিগের দুর্জ্জেয়, দুরারাধ্য দুষ্প্রাপ্য নিত্য জীবনময় পরম পরাৎপর পরমরত্ন পরমাত্মা কথনই কথায় কথায় পাইবে না, বৃথা বিড়ম্বিত ও প্রতারিত হইয়া কল্পিত ধর্ম্মকূপে পড়িয়া বহু মূল্য মানব জন্ম বিফল করিও না। অনায়াসে ব্রহ্ম লাভ হইলে যোগিগণ কখনই গিরি গুহায় শীত বাত আতপের অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিয়া যুগ যুগান্তর তপস্যা করিতেন না। যদি বিনা শ্রমে লাভ হইত তাহার জন্য জীবনোৎসর্গ করিতেন না। সকাম সাধনার নাম "ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা"। নিষ্কাম সাধনার নাম "ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা"। অতএব সাংসারিক ব্যক্তির পুর্ব্বে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসাই শ্রেয়। বেদান্ত দর্শনের প্রথম সূত্র কহিতেছেন :—

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। ১। বেদান্ত।

কর্ম্মকাণ্ডানন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিবে।

বেদের মর্ম্ম এই যে যাবৎ কর্ম্মকাণ্ড রাখিবে তাবৎ গৃহস্থ ধর্ম্মে থাকিয়া কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইলে অর্থাৎ জগৎকে অনিত্য দেখিলে অনন্তর সংসার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠান করিবে। ব্রহ্ম জ্ঞানানুষ্ঠানের জন্য শূন্য মন্দিরে সমবেত হইয়া ঐশকরুণাকর্ষণে প্রার্থনা করিয়া ধর্ম্ম জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য প্রয়াস পাইতে হয় না অথবা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনাদি করিতে হয় না। অধুনাতন ব্রহ্মোপাসনা পাশ্চাত্য ভজনার অনুকল্প বা অনুকরণ মাত্র। সত্য বটে ব্রহ্মজ্ঞান সকল জ্ঞান অপেক্ষা

শ্রেষ্ঠ তবে বাচনিক ব্রহ্মজ্ঞান আত্ম প্রবঞ্চনামূলক বলিয়া আর্য্য মহর্ষিগণ সেরূপ জ্ঞানের পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী দেশ কাল পাত্রাদির অনপেক্ষ, বাতবর্ষাশীতাতপের অধৃষ্য, কাম ক্রোধ লোভাদির অনধীন। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইত্যাকার ধারণা যাঁহার বিশ্বাস ভূমিতে বদ্ধমূল, তিনি সংসারে সম্মান লাভের জন্য লালায়িত হন না, আত্ম পর বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া আত্ম-পরিজনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য সতত চেষ্টিত থাকেন না, সুখ, দুঃখ, হর্ষামর্ষ, মানাপমান প্রভৃতির দ্বারা উদ্বেজিত হইয়া অসন্তুষ্ট বা ব্যথিত হন না। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি স্থিত প্রজ্ঞ (১) এবং স্থিতধী (২)। কিন্তু সুখ সম্মান প্রভুত্ব লালসার প্রতিনিঃশ্বাসে যাঁহাদের মন সতত বিক্ষোভিত, স্বজন কুটুম্বভরণ চিন্তায় যাঁহাদের মন সতত অস্থির, যাঁহারা ইন্দ্রিয় সুখ সাধনের জন্য বিলাসিতার নিত্যনবতরঙ্গভঙ্গে ভাসমান, যাঁহাদের বাসনাসমুদ্গত নিবিড়ধূমপুঞ্জে আত্মমন অন্ধীভূত, যাঁহারা আশাভঙ্গে ব্যথিত, অপমানে অতিক্রুদ্ধ, বৈরনির্য্যাতনে ধৃতব্রত, সেই অসমদর্শী অসংযতাত্ম ভোগবিমূঢ় জনগণের ব্রহ্মজ্ঞান বাচালতা ভিন্ন কি বলিব? যে তীব্র সাধনা বলে মানব এই দেবদুর্ল্লভ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে, সে সাধনার পথ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বজনসুখসাধ্য ব্রহ্মবিষয়ক কতিপয় বাক্যোচ্চারণ ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তিবিষয়ে পর্য্যাপ্ত নহে, আর্য্য মহর্ষিগণ এরূপ উদ্ভট ব্রহ্মজ্ঞানীকে উপেক্ষার চক্ষেই দেখিতেন। এমন কি কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহকে সংযত করিয়া যে ব্যক্তি মনে মনেও ইন্দ্রিয়সুখ সাধন বিষয়ের স্মরণ করেন তিনিও কপটাচারী বলিয়া ঘৃণিত হইয়া থাকেন (৩)। তথাপি তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহকে সংযত করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহাদিগের কোন ইন্দ্রিয়ই সংযত হয় নাই, বরং ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করিয়াই যাঁহারা সুখানুভব করেন, তাঁহাদের বদনকুহরবিনির্গত ব্রহ্মবাদ সান্নিপাতিক বিকারগ্রস্ত রোগীর প্রলাপ ভিন্ন আর কি বলিব? এরূপ ব্রহ্মবাদ লোকশিক্ষার প্রতিকূল, সংযম শিক্ষার বাধক এবং স্বেচ্ছাচারিতার জনক।

---

(১) প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥ গীতা।

(২) দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ গীতা।

(৩) কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ গীতা।

ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইতে হইলে কর্ম্মব্যতীত হিন্দুর অন্য গতি নাই। সিদ্ধ হাত্মাগণের নিরূপিত নিয়ম নিষেধ রাশির মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিলে আর্য্য জাতির ধর্ম্মসাধন হয় না। তত্ত্ববেত্তাদিগের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করা ধর্ম্মার্থী-দিগের পক্ষে মহাপাপ। আর্য্য জাতির অস্থি মজ্জাতে এই সুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাংগতিং।
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥

ভঃ গীতা ১৬শ অঃ।

যে ব্যক্তি শাস্ত্র বিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচার ধর্ম্মের সাধন করে, সে ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, ইহলোকে সুখ বা পরলোকে মুক্তি পদ প্রাপ্ত হয় না। অতএব শাস্ত্র প্রমাণানুরূপ কার্য্যাকার্য্য বিদিত হইয়া শাস্ত্র বিধানোক্ত কর্ম্মেরই অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও॥

যজ্ঞ, দান তপ অথবা আমাদের দশবিধ সংস্কার এবং দেব পিতৃ উৎসব মাত্রই কর্ম্মশব্দে গৃহীত হয়। যদি গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত দশটী সংস্কার আর জলসত্র দান হইতে নীলোৎসব এবং নিত্যকর্ম্ম শৌচ, স্নান, সন্ধ্যোপাসনা, জপ, হোম, অতিথিসেবা প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করা যায়, তবে সমাজে নাস্তিকতা এবং নৈমিত্তিক কর্ম্মত্যাগ জন্য জাতিকুল আশ্রম ত্যাগ দোষে বর্ণ সঙ্করতা প্রাপ্তি অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে ও হিন্দু নাম লোপ হইয়া যাইবে। এই কারণেই গীতায় উক্ত হইয়াছে ঃ—

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥

আমাদের চিরাচরিত প্রণালী আমাদের অপেক্ষা বিদ্যা বুদ্ধি বল, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও তেজ সম্পন্ন মহাত্মা জনকাদিরাও অনুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া-ছিলেন (১)। সে চিরাচরিত প্রণালীর উল্লঙ্ঘন করা যুক্তিযুক্ত নহে।

(১) কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি। গীতা

মানব দেহাভিমান বর্জ্জিত হইলে কর্ম্ম পরিত্যাগের অধিকারী হয়, কিন্তু যে পর্য্যন্ত আত্মদেহে অহংবুদ্ধি থাকিবে সে পর্য্যন্ত বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেই হইবে (২)। যে পর্য্যন্ত নদীর পর পারে যাইতে না পারে মানুষ ততক্ষণই নৌকা খুজিয়া থাকে, কিন্তু নদীপারে গমন করিলে নৌকার আর প্রয়োজন থাকে না; সেইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সংযম, মানসিক শান্তি প্রভৃতির অধিকারী হইলে কর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাজ্য হইতে পারে (৩) নতুবা নহে।

একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে যেমন বাল্য-জীবনে আমাদের শিক্ষা আছে তেমনি ধর্ম্ম জীবনেরও শিক্ষা আছে, যাহাতে চিত্তশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সংযম, ধারণা, অনালস্য, অনুসন্ধিৎসা প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। সে শিক্ষা কি তাহা পরে বলিতেছি। মানব যেমন বিশ্বস্রষ্টার একটি চমৎকারিণী সৃষ্টি—চিজ্জড়ের এক অপূর্ব্ব সমন্বয় তেমনই তাহার ধর্ম্ম জীবনের শিক্ষাও অতি চমৎকার। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, রাগ দ্বেষ প্রভৃতি ত সকল প্রাণীতেই আছে। এই গুলির আধিক্য যে মানুষে যত পরিমাণে অধিক সে সেই পরিমাণে পশুতুল্য কিন্তু এই গুলির সংযম যাঁহার যত অধিক সে সেই পরিমাণে মনুষ্যের মধ্যে মনুষ্য। এই চিজ্জড় সমন্বিত দ্বিপ্রকৃতিক মানব সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট। সে সপ্তদশ অবয়ব আবার পাঁচটি কোষে বিভক্ত। যথা—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ। প্রাণময় কোষ পঞ্চ প্রাণ বায়ু এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সমন্বয়। পঞ্চ—কর্ম্মেন্দ্রিয় বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ; পঞ্চ প্রাণবায়ু প্রাণ, সমান, উদান, অপান ও ব্যান অথবা নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ও ধনঞ্জয়। প্রাণময় কোষ ক্রিয়াশক্তিমান্ এবং কার্য্যরূপ। মনোময় কোষ মন এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের সমন্বয়ে সৃষ্ট। মনসঙ্কল্প বিকল্পাত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তি এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; মনোময় কোষ—ইচ্ছা শক্তিমান্ এবং কার্য্যোৎপাদনের কারণ। বিজ্ঞানময়

---

(২) যাবচ্ছরীরাদিষু মায়য়াত্মধী
স্তাবদ্ বিধেয়োবিধিবাদ কর্ম্মণাং।
নেতীতিবাক্যৈরখিলং নিষিধ্য তৎ
আত্মা পরাত্মানমথ ত্যজেৎ ক্রিয়াঃ॥ শ্রীমদ্রামগীতা

(৩) নাবর্থী হি ভবেৎ তাবৎ যাবৎপারং ন গচ্ছতি।
উত্তীর্ণে তু সরিৎপারে নাবা বা কিং প্রয়োজনং॥ উত্তর গীতা

ক্তোর পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির সমন্বয়ে উৎপন্ন। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃ-করণবৃত্তি এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষুঃ, কর্ণ, জিহ্বা, নাসা ও ত্বক্। এই বিজ্ঞানময় কোষই জ্ঞান শক্তিমান্ এবং কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অভিমানের জনক। সংক্ষে-পতঃ মানবের এই শারীরিক উপাদান। মানব সাধারণতঃ আহারাদি দ্বারা অন্নময় ও প্রাণময় কোষটীকে সবল ও ক্রিয়াশীল করে। আহারেরও আবার বিশেষত্ব আছে। যাহা দ্বারা সাত্বিক প্রবৃত্তির উদয় হয় তাহাই সুভক্ষ্য। মনোময় কোষটীর অধিষ্ঠাতা মনের বিকল্প বিভ্রম আছে; কিন্তু সংকল্প বিকল্প ভাব থাকিলে প্রকৃত জ্ঞান অসম্ভব। তজ্জন্যই হিন্দুদিগের ধর্ম্মজীবনের বিরাট আয়োজন। ধৈর্য্য, উপপত্তি, স্মরণ, ভ্রান্তি, কল্পনা, ক্ষমা, বৈরাগ্যাদি সৎ, রাগদ্বেষাদি অসৎ, এবং অস্থিরত্ব (১) প্রভৃতি মানসিক গুণগুলি সকলেই অবিসম্বাদিত ভাবে স্বীকার করেন। ভ্রান্তি, অস্থিরতা প্রভৃতি অসৎ গুণ গুলিকে নিস্তেজ করিতে না পারিলে ক্ষমা, ধৈর্য্য, বৈরাগ্যাদির পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব। মন অরশ্মিসংযত অশ্বের ন্যায় বিষয়াভিমুখে ধাবিত হয় বলিয়াই মানবের বন্ধমোক্ষের কারণ হইয়া থাকে (২) এই হেতু মনের বৃত্তিকে নিস্তেজ করিবার জন্য কতকগুলি ক্রিয়ার আবশ্যক হয়। সে ক্রিয়াগুলি এই—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসন ও সমাধি। ক্রোধাদি বর্জ্জন পূর্ব্বক অহিংসাদির আশ্রয়ই যম নামে কথিত হয়। নিয়মও দ্বিবিধ, বাহ্য এবং আভ্যন্তর। (৩) উপবাস স্নানাদি বাহ্য নিয়মের অন্তর্ভূত, শৌচসন্তোষাদি আভ্যন্তর নিয়মের অন্তর্ভূত। উপবাসাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ দুর্ব্বল হয়, স্নানানুলেপন প্রভৃতি দ্বারা রুক্ষতা দূরীভূত হয়, এবং শৌচ, সন্তোষ প্রভৃতির দ্বারা চিত্ত স্থৈর্য্য এবং চিত্তশুদ্ধি উৎপন্ন হয়। আসন করচরণাদির সংস্থান বিশেষ। যেরূপ ভাবে উপবেশন করিলে দীর্ঘকাল স্থিরভাবে থাকিতে পারা যায় তাহাই প্রশস্ত আসন। যেরূপ হস্তপদাদির পরিচালনা বিশেষে

(১) ধৈর্য্যোপপত্তি ব্যক্তিশ্চ বিসর্পঃ কল্পনা ক্ষমা।
সদসচ্চাশুতা চৈব মনসোনবধৈগুণাঃ ॥

(২) মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধস্য বিষয়াসঙ্গি মুক্তি নির্ব্বিষয়ং তথা ॥

(৩) নিয়মা পঞ্চ সত্যাদ্যা বাহ্যমাভ্যন্তরং দ্বিধা।
শৌচং তুষ্টিশ্চ সন্তোষস্তপশ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ॥
স্নান মৌনোপবাসেজ্যা স্বাধ্যায়োপস্থনিগ্রহ ঃ ॥ গরুড় পুরাণ

দেহের পুষ্টি এবং কান্তি সাধিত হয়, সেইরূপ আসন বিশেষে উপবেশনে দেহের স্থৈর্য্য এবং মনের শান্তি সম্পাদিত হয়। অন্তশ্চর বায়ুই ইন্দ্রিয়াদির বিকারের মূল। অন্তশ্চর বায়ুর নিরোধের নামই প্রাণায়াম। বায়ুর নিরোধে ইন্দ্রিয়াদির শক্তি হ্রাস হয়। অগ্নিপরিশুদ্ধ পার্ব্বত্য ধাতুর ন্যায় দেহ মল বিনির্মুক্ত হয় (৪) চিত্তের স্থৈর্য্য উৎপাদিত হয়, এবং মন ধ্যান ধারণার উপযোগী হয়। নিরোধের দ্বারা বায়ু শরীরাভ্যন্তরে পুঞ্জীকৃত হয়; এই রুদ্ধ বায়ু হইতে অগ্নি উৎপাদিত হয় এবং সেই অগ্নি হইতে জল উৎপন্ন হয়। এই ত্রিবিধ উপায়ে সর্ব্ব শরীরের বিশুদ্ধি সাধিত হয় (৫)। বায়ু হইতে অগ্নির, অগ্নি হইতে জলের উৎপত্তি দেখিয়া কেহ যেন কথা গুলিকে কল্পনার ক্রীড়া মনে না করেন। ইহাতে কবিত্ব নাই, ইহাতে কর্ম্মানুষ্ঠান জনিত অভিজ্ঞতাই দেদীপ্যমান। কৃতকর্ম্মা ব্যক্তিই একথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অন্তশ্চর বায়ু সমূহের নিরোধে রক্তের গতিও নিরুদ্ধ হয়। যে স্বাভাবিক তাপে রক্তের গতি নিয়ন্ত্রিত হইতে ছিল শোণিতগতি সংরোধে সেই তাপ শরীরাভ্যন্তরে অবরুদ্ধ হইয়া বাষ্প উৎপাদন করে। পরে প্রাকৃতিক নিয়মে তাপ বিকিরণ দ্বারা সেই বাষ্প জলীয় আকার ধারণ করিয়া শরীর এবং মনকে শান্ত ও শীতল করে। প্রাণায়াম ও দ্বিবিধ সবীজ এবং অবীজ। প্রাণ বায়ুকে বশীভূত করিয়া ভগবন্মূর্ত্তি ধ্যান ও মন্ত্র জপ সহিত যে প্রাণায়াম তাহাকে সালম্বন সবীজ প্রাণায়াম কহে (৬)। সবীজ সালম্বন প্রাণায়ামই আধ্যাত্মিকী শিক্ষার পক্ষে উপাদেয় এবং শুভকর। সংস্থিতচিত্ত বিজেতেন্দ্রিয় যোগী অবীজ অনন্তালম্বী প্রাণায়ামের পরে ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া অন্তরাভিমুখে আকর্ষণ করিতে হইবে। ইহাই প্রত্যাহার নামে

---

(৪) যথা পর্ব্বতধাতূনাং দোষা দহ্যন্তে ধাম্যতাম্।
তথেন্দ্রিয়কৃতাদোষা দহ্যন্তে প্রাণনিগ্রহাৎ॥ মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

(৫) নিরোধাজ্জায়তে বায়ুস্তস্মাদগ্নিস্ততোজলং।
ত্রিভিঃ শরীরং সকলং প্রাণায়ামেন শুধ্যতি॥ অগ্নি পুরাণ।

(৬) প্রাণাখ্যমনিলং বশ্যমভ্যাসাৎ কুরুতে হি যৎ।
প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সবীজোঽবীজ এব চ॥
তস্য চালম্বনবতঃ স্থূলরূপং দ্বিজোত্তম।
আলম্বন মনন্তস্য যোগিনোঽভ্যাসতঃ স্মৃতং॥ বিষ্ণু পুরাণ

সাধনার প্রসিদ্ধ অঙ্গ (১)। ঈশ্বরের রূপ চিন্তনের জন্য ধ্যান ধ্যেয় বিষয়ে মনের স্থির বন্ধনের জন্য ধারণা। দুষ্প্রধর্ষ ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ হেতু এরূপ বিরাট আয়োজন। এইরূপে মহারথী আত্মা বুদ্ধিরূপ সারথির সাহায্যে মনোরূপ রশ্মি দ্বারা ইন্দ্রিয় ঘোটকগণকে সংযত করিয়া জড় প্রকৃতি বিজয়ে সমর্থ হয়, এবং সংসার কারাগারের বন্ধনভীতি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সান্দ্রানন্দ উপভোগ করে (২)। সাকারোপাসকেরও এই পথ, যোগীরও এই পথ। এই পথেই যথার্থ আন্তরিক বল অর্জ্জন করা যায় যে আন্তরিক বলের অভাবে মনুষ্য মনুষ্য ভাব ধারণ করিতেই অসমর্থ হয় বা সামান্য পশুনিবহের ধর্ম্মপালন করিতে প্রস্তুত হয়। এ পথ পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতামতে এক অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়া আন্তরিক বল অর্জ্জন কখনই হইবে না বরং জীব জগতের দুরপণেয় অনাদি ইন্দ্রিয়জাল সুখে আবদ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয় নিচয়ের পূর্ণ প্রাবল্যে মানবজাতিকে পশুজাতি অপেক্ষা অধিকতর অজ্ঞানময়, অবসাদময়, দুঃখময় না জানি কি দুরন্ত অবস্থায় লইয়া যাইবে তাহা কল্পনা করিলেও হৃদয় সিহরিয়া উঠে। পারলৌকিক সুখাশা বা নির্ব্বাণ সম্পত্তির বলবতী প্রত্যাশা যে সভ্যতার মূল ভিত্তি নহে, সে সভ্যতার দ্বারা মানসিক বল মানবজাতির বাড়িতে পারে ইহা সম্ভবপর নহে। কারণ যাহার নাম আন্তরিক সামর্থ্য, যাহার সাহায্যে মনুষ্য মনুষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকিয়াও দেবতার বরণীয় সিংহাসনে অনায়াসে সমুপবিষ্ট হইতে পারে, যাহার প্রসাদে সংসারে দ্বিষ্ট দ্বেষকভাব একেবারে বিলীন হইয়া যায়, যে সম্পদের অধিকারী ইহলোকে প্রকৃত স্বাধীনতার সুখানুভব করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারে, তাহারই নাম যদি আন্তরিক বল হয় তাহা হইলে মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারা যায় এই দৃশ্যমান পাশ্চাত্য সভ্যতা সে আন্তরিক বল সাধন করিতে একান্ত অক্ষম বরং

---

১ শব্দাদিষনুরক্তানি নিগৃহ্যাক্ষাণি যোগবিৎ।
কুর্য্যাচ্চিত্তানুকারীণি প্রত্যাহারপরায়ণঃ॥ বিষ্ণুপুরাণ।

অপিচ

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সমাহৃত্য স্থিতোহি সঃ।
মনসা সহ বুদ্ধ্যা চ প্রত্যাহারেষু সংস্থিতঃ॥ গরুড় পুরাণ।
আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুঃ বিষয়া স্তেষু গোচরাঃ।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তো ভোক্তেত্যাহুর্ম্মণীষিণঃ॥ গরুড় পুরাণ

সে আন্তরিক বলের একটী দুরপণেয় অন্তরায়, একথা বলিলে ও অত্যুক্তি হয় না। যে সভ্যতার সুখে প্রিয়ত্ব বুদ্ধি প্রতিদিন বাড়িতে থাকে, বিষয়ের আসক্তি যে সভ্যতার সাহায্যে বর্দ্ধিতাবয়ব হইয়া মনুষ্য জাতিকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইতেছে, সে সভ্যতা যে মনুষ্যের আন্তরিক শক্তি প্রশস্ততর করিবে সে আশা সুদূরপরাহত বরং মনুষ্য জাতির অধঃপতনের পথ প্রতিদিন প্রশস্ততর করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অনন্ত বৎসরের অনন্ত অধ্যবসায়ের সাহায্যে যুগযুগান্তর ব্যাপি কঠোর ক্লেশে সংসারের সকল জীবের প্রিয়সুহৃদ, সংসারে দুঃখব্যাকুল হৃদয় সেই সকল পবিত্র ও স্পৃহণীয় চরিত্র আর্য্যঋষিগণ এই অজ্ঞান সমুদ্রের দুঃখময় তরঙ্গাবলিতে ব্যাকুলিতপ্রাণ মানব জাতীর প্রকৃত লক্ষ্য ও বাস্তব স্বাধীনতা দেখাইয়া, সেই ধনে প্রকৃত অধিকারী হইবার জন্য যে সকল অব্যভিচরিত উপায় রাশির আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, উৎপ্লাবক যুগধর্ম্মের অপ্রতিহত প্রভাবে সেই সকল উপায় বিষয়ের অনুসন্ধিৎসাও আজ সভ্য জগতে উন্মত্তের বুদ্ধি বলিয়া উপহসিত হইতেছে। মানব জাতির প্রকৃত স্বাধীনতার পথে কণ্টক প্রদানকারী আসুরিক ভাবোন্মত্ত সভ্য নামমাত্রধারী বিপ্লাবক মনুষ্যগণের মধ্যে, সেই যুগসহস্রব্যাপী নিঃস্বার্থ লোকহিতৈষণা প্রযুক্ত তীব্র তপস্যার ফলে আবিষ্কৃত মানবের যথার্থ স্বাধীনতারক্ষিণী সভ্যতার প্রতি, বিদ্বেষ বুদ্ধি দিন দিন অধিক ভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে বলিয়া প্রকৃত চিন্তাশীল মানবের হৃদয়ের বিষময়ী জ্বালা উৎপন্ন হউক বা না হউক তাহাতে আমরা তত ক্লেশ অনুভব করি না! কিন্তু যখন দেখি, সেই সভ্যতার জন্মভূমি, সেই আর্য্য সভ্যতার পরম পবিত্র লীলাক্ষেত্র, সেই আর্য্যসভ্যতার আবিষ্কারক আর্য্য ঋষিগণের হৃদয়ের ধন এই পবিত্র ভূমি ভারতবর্ষে—বলিতে লজ্জা করে সেই আর্য্য জাতির পবিত্র শোণিত এখনও যাহাদের শিরায় বহিতেছে সেই আর্য্যজাতিরই আবিষ্কৃত সভ্যতারই অবলম্বনে আজও যাহারা জগতে সমাজ বন্ধনে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইতেছে, সেই আর্য্যজাতির সন্তান বলিয়া পরিচয় দেয় বলিয়াই যাহারা অদ্য সভ্য সমাজে বন্য জাতির মধ্যে পরিগণিত হয় না; তাহারাই সেই জগৎপূজ্য কুলে জন্মগ্রহণকারী অথচ নিজ কুলমাহাত্ম্যানভিজ্ঞ পূর্ব্বপুরুষদ্বেষী অধম অজ্ঞান অকৃতী ভারতীয় আর্য্য সন্তানগণ আজ উন্মত্ত প্রায় হইয়া প্রকৃত কুলাঙ্গারের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছে, পিতৃপুরুষগণের অনন্ত তপস্যা সঞ্চিত, সভ্যতার উচ্ছেদে সর্ব্বাপেক্ষা নিজেই অগ্রসর হইতেছে! বলিতে

হৃদয় বিদীর্ণ হয় ! আর্য্য সভ্যতা কাহাকে বলে, তাহা না বুঝিয়া, আর্য্য সভ্যতা বুঝিতে হইলে কোন উপায়ের অনুষ্ঠান করিতে হয় তাহারও অনুসন্ধান না করিয়া, আর্য্য সভ্যতার অধিকারী প্রাচীন মানবগণের কার্য্যস্রোত, উৎসাহ, প্রবাহ চিন্তার বেগ কোন পথে কিরূপ ভাবে প্রধাবিত হইত, অল্প মাত্রায়ও তাহা না জানিয়া, অকাতর ভাবে সাধারণ সমক্ষে নির্লজ্জ হইয়া আর্য্য সন্তান, অদ্য পিতৃপুরুষগণের রীতি নীতি ও ব্যবহারনিচয়ের প্রতি অজস্র গালিবর্ষণ করিয়া বিদেশীয়গণের নিকটে নিজের সুপুত্রতা প্রকটিত করিতে যত্নবান্ হইতেছে তখন সত্য সত্যই ইচ্ছা হয়, পৃথিবি ! তুমি দ্বিধা হও জ্ঞানালোকের সর্ব্বপ্রথম উৎপত্তি ভূমি এই পবিত্র ভারতবর্ষে পিশাচগণের এ বিকট ব্যবহার আর দেখিতে পারা যায় না !

পশুগণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিচয়ের সহিত মানব জাতির যে সকল প্রবৃত্তি নিচয় সমান ভাবে মানব জাতির মধ্যে উৎপন্ন হইয়া মানবীয় আত্মাকে দুঃখের আধার করিয়া তুলে, সেই সকল প্রবৃত্তির দমন যতক্ষণ মনুষ্যজাতি না করিতে পারিবে সে পর্য্যন্ত মানব, প্রকৃত পশুভাব দূর করিয়া যথার্থ মানবীয় স্বাধীনতার সুখাস্বাদন করিতে পারিবে না। একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য, এই কয়েকটী বৃত্তি প্রকৃত পশুভাবব্যঞ্জক। রজোগুণ সমুদ্ভূত এই বৃত্তিগুলি সমাসক্ত মনুষ্যের পক্ষে শান্তি সুখ মরুভূমির নৈদাঘমরীচিকা মাত্র। রাজস প্রবৃত্তি গুলির পূর্ণ দমন করিতে না পারিলে জীবনে শান্তিলাভ একান্ত অসম্ভব। বিশুদ্ধ আহার, পবিত্র সংসর্গ, পারলৌকিক চিন্তা, অনিন্দিত আলাপ, নিয়মিত ইন্দ্রিয়সেবা ও মানসিক বেগদমন এই সকল ব্যাপারের সাহায্য ব্যতিরেকে সকল প্রকার বৃত্তি নিচয়ের দমন কিছুতেই হইতে পারে না। এবং এই রাজস বৃত্তি পূর্ণ রূপে দলিত না হইলে অনন্ত দুঃখপ্রদ অশান্তিময় অবস্থা হইতে মনুষ্য জাতির পরিত্রাণ পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তসত্বে যাঁহাদের বুদ্ধি বিশেষ প্রবিষ্ট, আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্রমিক অবস্থা প্রণালী যাঁহাদের মানস পথে সর্ব্বদা অঙ্কিত রহিয়াছে, পবিত্র সত্যের অবিসম্বাদি সম্মান রক্ষা করিয়া সভ্যতার প্রকাণ্ড বাজারে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলুন. দেখি পাশ্চাত্য সভ্যতার সাহায্যে এই দুঃখদায়ক রাজস প্রবৃত্তির দমন কি হইতে পারে ? কাম

ক্রোধ প্রভৃতি মানসিক দুর্জ্জয় শত্রুনিচয়কে দমন করিবার জন্য পাশ্চাত্য সভ্যতা অদ্য পর্য্যন্ত জগতে কোন নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে? যদি তাহা না হইল জীবনের প্রথম শ্বাস হইতে শেষ শ্বাস পর্য্যন্ত যদি অশান্তির তীব্র যন্ত্রণা হইতে ক্ষণকালের জন্য উদ্ধার পাইবার আশাই পাইলাম না, সাংসারিক দুঃখমিশ্রিত তুচ্ছ সুখ লাভের জন্যই যদি জীবনের সমস্ত সময় দুঃসহ কার্য্য করিতে করিতেই অতিবাহিত হইল, সামান্য পশুর ন্যায় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য বৃত্তির দাস হইয়া সমগ্র জীবন যদি হাহাকার করিয়াই কাটিয়া গেল, তবে বল দেখি এ বাহ্যচটকমাথা পাশ্চাত্য সভ্যতা লইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বাভিলাষী মানবের কি উপকার লাভ হইবে? অনন্ত যন্ত্রণাময় কার্য্যভার বহন করিতে করিতেই যদি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিতে হইল, নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা, নিরবচ্ছিন্ন শমসুখানুভব, পরলোকের পবিত্র বিশ্বাস জন্য সুখময় উৎসাহ যদি একদিনের জন্যও হৃদয়ে স্থান পাইল না! তবে বল দেখি পাশ্চাত্য সভ্যতার চিরোপাসকগণ! তোমাদের এ সভ্যতার এত প্রশংসাধ্বনি শান্তি প্রয়াসী প্রকৃত সভ্যসন্তানগণের কর্ণে তীব্রজ্বালা কেন উৎপাদন না করিবে? তোমাদের ঐ সভ্যতার নামে কেন তাহাদের হৃদয়, কাঁপিয়া না উঠিবে!!!

একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিচিত্র বিশ্বসংসারের অন্তর্বাহ্য উভয়স্তরস্থ পদার্থ নিচয়ের সার-নিষ্কর্ষ আদর্শ একমাত্র ভারত ক্ষেত্রেই একাধারে বিরাজিত। ভারত প্রকৃতিই জগৎ প্রকৃতির আদর্শ, ভারতীয় মানবই সমগ্র মানবজাতির আদর্শ ভারতের জ্ঞান নিখিল জ্ঞানের আদর্শ। অনন্ত তত্ত্ব, অনন্ত ভাব ও অনন্ত পদার্থ-বৈচিত্র নিত্য বিচিত্রতাময়ী ধরণীর চিত্র শালিকা ("যাদুঘর") এই ভারত ভুবন। একথা বলিলে বোধ করি অত্যুক্তি হইবে না যে পৃথিবীর মধ্যে একা ভারতই জীবের অমৃতত্ব ও পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধীয় উজ্জ্বল সিদ্ধান্তের আকর স্থান। এখানকার ঋষিদিগের গভীর জ্ঞান হইতে পারলৌকিক সত্য বিকসিত হইয়াছে এবং পুরাকালে এক ভারতই উক্ত গভীর সিদ্ধান্ত বিবিধ ধর্ম্ম ও দর্শন শাস্ত্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া পূর্ব্বদিকের গগনমণ্ডলকে আলোকময় করিয়াছিল। এখনও জ্ঞানস্পর্দ্ধিত ইউরোপ ভক্তি বিনম্র মস্তকে ভারতকে অভিবাদন করে।*

* General Stuart এর Vindication of the Hindus, Revd Maurice on Indian Antiquities vide page 307 এবং Wards Account of the Hindus vol I P. 1811.

কিন্তু যখনই ভারতের পূর্ব্ব কীর্ত্তি আমাদের স্মৃতিপটে উদিত হয় তখন বস্তুতঃ আমাদের মনে এই প্রশ্ন উঠে যে এই কি সেই ভারত ভূমি যেখানে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বাল্মীকি, যেখানে বৃহস্পতি, বেদব্যাস, শুকদেব, যেখানে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, যেখানে কপিল, কণাদ গৌতম, যেখানে আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য, জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন? এই কি সেই ভারত যেখানে বেদ ও দর্শন শাস্ত্রের তত্ব সকল জ্ঞানী ব্যক্তিদিগেরই অবলম্বনীয় ছিল। এই কি সেই ভারত যেখানে ধ্রুব প্রহ্লাদের উচ্চ ধর্ম্মভাব, সতী সাবিত্রী ও সীতার পাতিব্রত্য রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরের সত্যানুরাগ, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা সংরক্ষণে অটলভাব এবং ভরত, লক্ষণ ও ভীমার্জ্জুনের ভ্রাতৃভক্তি ধর্ম্ম ও নীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, আমাদের সমাজকে এরূপ উন্নত করিয়াছিল, যে তাহার প্রতিরূপ পৃথিবীর অপর কোন স্থানে দেখা যায় না। এই কি সেই ভারতভূমি, যেখানে জাহ্নবীতীরে বসিয়া, সরস্বতী তীরে বসিয়া, আর্যগণ প্রাণের প্রাণ খুলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে বেদগান করিতেন? এই কি সেই ভারতভূমি যাহার ধর্ম্ম ও বাহুবলে জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল? এই কি সেই ভারতভূমি যেখান হইতে সভ্যতাজ্যোতি নিঃসৃত হইয়া জগৎ আলেকিত করিয়াছিল? এই কি সেই ভারতভূমি যেখানে মাতা স্বদেশের ও স্বধর্ম্মের জন্য পুত্র বলিদান দেয়? এই কি সেই ভূমি, যাহা ধর্ম্মই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বুঝিয়া ধর্ম্মসাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল? কিন্তু হায়! কালের কি কুটিল গতি। আর্য্যজাতির যেরূপ অনন্ত উন্নতি ছিল, সেইরূপ অসীম অধোগতি ঘটিয়াছে। যাঁহাদিগের যশঃজ্যোতি জগতে বিকীর্ণ ছিল, তাঁহারাই এখন অপকীর্ত্তি অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। আজ কিনা হিন্দুজাতি ঘৃণিত কলুষিত, স্বৈরাচারনিরতরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে। কিছুদিন পরে আবার প্রেতত্ব পরিগ্রহ করিতে দেখিতে হইবে। ক্রমে হিন্দু-সত্তা জগৎ হইতে বিলীন হইয়া যাইবে। বেদ বিধি বিলুপ্ত প্রায় হইয়া পড়িয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য কেবল নাম মাত্র রহিয়া গিয়াছে, সদাচার শঠগণ দ্বারা কপটাচারে পরিণত হইয়াছে। কলিকলুষ প্রভাবে লোক সকল অযথোচিত লুব্ধ, দুরাচার, নির্দ্দয়, বৃথা বিবাদপ্রিয়, দুর্ভাগ্য, ভূরিতৃষ্ণ হইয়া উঠিতেছে; সদাচার, 'সদনুষ্ঠান, সৎকার্য্য বা সৎকথার প্রসঙ্গে লোকের অভিরুচি দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে; অসন্তোষ, অভিমান, দম্ভ, মাৎসর্য্যের অধিকার লোকসমাজে বিস্তৃত হইয়া উঠিতেছে; নির্ম্মমতা মিথ্যাভাষণ, আলস্য, ঔদাস্য, নিদ্রা, দ্বেষ, বিষাদ,. শোক, রোগ, দরিদ্রতা দুর্ভিক্ষ আদিতে

ভারতভূমি জর্জ্জরিত হইতেছে। লোক সমাজ ক্ষুদ্র দৃষ্টি, সংকীর্ণমনা, বহুভোজী, বহুপুত্র, বহুকাম এবং নারীরা স্বেচ্ছাচারিণী ও অপ্রিয়বাদিনী হইয়া উঠিতেছে। তপস্বিগণ বনবাস ত্যাগ করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিতেছে; সন্ন্যাসিগণ অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইতেছে; লোক সকল অদীর্ঘকায়, অসৎপুত্রবান্, নির্লজ্জ, কটুভাষী ও দুঃসাহস হইয়া উঠিতেছে; ধূর্ত্ততা কপটতা লোক হৃদয়ের ভূষণ হইতেছে; স্বার্থশূন্য পরোপকার কামনা মানবের মন হইতে তিরোহিত হইতেছে। আয়ু, বল, স্মৃতি, শৌচ, সত্য, দিন দিন ক্ষীণভাবাপন্ন এবং সৌভাগ্য, সুখ ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি তিরোহিত হইতেছে। শাস্ত্র মর্য্যাদা লঙ্ঘন পূর্ব্বক জনগণ নিজ রুচির প্রাধান্য স্বীকার করিতেছে, সাধুবিগর্হিত পথ সাধারণের জন্য প্রসারিত। শিক্ষিতাভিমানী লোক সকল পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, সুহৃদ্ ও জ্ঞাতিবর্গকে পরিত্যাগ করিতেছে। কোন কোন কুলপাবন পুত্র ধর্ম্মান্তর অবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় জন্মদাতা পিতা এবং গর্ভধারিণী মাতাকে তাঁহাদিগের প্রশস্ত হৃদয়ের প্রেমের অনুপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অপরিচিত ব্যক্তিদিগকে আত্মীয় বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদিগের ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবার উচ্চ আদর্শ জগৎকে প্রদর্শন করিতেছেন। স্পষ্ট কথায় যে ভারতীয় সমাজে ধর্ম্ম সূত্রকে অবলম্বন না করিয়া অত্রস্থ দৈনন্দিন কার্য্যের একটী ও আচরিত হয় নাই আজ সেই পূণ্যভূমি আর্য্যক্ষেত্রে ধর্ম্ম অনাদৃত, পদবিদলিত ও তিরস্কৃত হইতেছে। স্বেচ্ছাচারই আজ কাল ধর্ম্মের পবিত্র আসন অধিকার করিয়াছে। বহুদিন ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত রাজগণের শাসনাধীনতা, আর্য্য শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যার অভাব, বালক কাল হইতে আর্য্যধর্ম্মানুকূল রীতি নীতি শিক্ষা দানে ত্রুটি, সময়ে সময়ে আর্য্যধর্ম্মের প্রচুর প্রচারাভাব, গুরু পুরোহিতবর্গের অকৃতবিদ্যতা, চিত্তের অপ্রশস্ততা, স্বার্থপরতা ও ধর্ম্মজ্ঞানবিহীনতা, সংস্কৃত ভাষার প্রতি অযথাবিরাগ আদি বিবিধ কারণ ভারতের ধর্ম্ম জীবনে ঘোর বিপ্লব আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। মিশনরিগণ সময় দেখিয়া শাস্ত্রের মর্ম্ম না বুঝিয়া আর্য্য ধর্ম্মের বৃথা নিন্দাবাদ করিয়া অশিক্ষিত লোকের মন আরও কলুষিত করিতেছে, শাস্ত্রজ্ঞান বর্জিত বালকদিগের কপালে আগুন লাগিতেছে। নাস্তিকতা তাহাদিগের স্কন্ধে আশ্রয় করিতেছে, কুকর্ম্ম তাঁহাদিগের কণ্ঠমালা হইতেছে, মনুষ্যের জীবনের উদ্দেশ্য কেবল ভোগেচ্ছায় পরিসমাপ্ত হইতেছে। বারুণী, বারাঙ্গণার সেবায়

তাহার আর লজ্জা নাই, রাক্ষসাচার, পশ্বাচার, ব্যভিচার, যথেচ্ছাচার আর তাহার চক্ষে দূষণীয় নহে। যে সভ্যতা সমাজে অনিবার্য্য ব্যভিচার, স্বার্থপরতা, স্বতন্ত্রতা বিশৃঙ্খলা, অনৈক্য আদি পুঞ্জায়মান আবর্জ্জনা রাশি আনিয়া ফেলিয়াছে, যে মায়াবিনী সভ্যতা লোক সকলকে শিশ্নোদরপরায়ণতার বীজ মন্ত্রে দীক্ষিত করিতেছে আমরা তাহাকে সভ্যতা বলিতে চাহি না। যে সভ্যতা কেবল বিষয়স্পৃহাকেই বলবতী করিতেছে, যে সভ্যতা ধর্ম্মকে হৃদয় হইতে টানিয়া রসনার বিলাস বস্তু করিয়া দিয়াছে যে সভ্যতা বিকট হাস্য বিকাশে সত্য স্বরূপ পরমাত্মাকেও উড়াইয়া দিতে চায় আমরা তাদৃশী সভ্যতার পক্ষপাতী নহি আর্য্যেরা যাহা জানিতেন, তাহাই আমরা জানিতে চাই, তাঁহারা যাহা করিতেন আমরা তাহাই করিতে চাই। এখন আর উপেক্ষার সময় নহে। উপেক্ষার অত্যাচারে হিন্দুজাতির সর্ব্বনাশ হইয়াছে, ধন সম্পত্তি গিয়াছে, জ্ঞানগরিমা গিয়াছে, বলবীর্য্য বিনাশ পাইয়াছে, স্বাধীনতা রত্নে বঞ্চিত হইয়াছে। এখনও যে একটী জাতীয় সত্তা আছে, জাতীয় পবিত্রতা আছে, উপেক্ষা করিয়া সে টুকু আবার না যায়। এখনও পথ আছে, এখনও আর্য্যঋষিগণের কৃত শাস্ত্র সমূহ বিদ্যমান আছে, এখনও সেই পথে চল। সেই পথে চলিলে অনন্ত শান্তি পাইবে, অনন্ত উন্নতি লাভ করিবে। অতএব আইস, ধর্ম্মকে মাথায় করিয়া আর্য্যঋষিকে পথ প্রদর্শক করিয়া, অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া, হিন্দুসদাচারকে জীবনের মূল মন্ত্র করিয়া সেই পথে যাই।

শাস্ত্রকারগণ অর্থ বা যশ কামনায় শাস্ত্র সকল প্রণয়ন করেন নাই। ভ্রম প্রমাদ শূন্য রাগদ্বেষ-বিরহিত তপস্তোদ্ভাসিতমনা না হইলে আর্য্যের মতে কেহই ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা হইতে পারে না। এ সকল পুরুষের লেখার উপর অবিশ্বাসের কারণ কি? তাঁহারা শুদ্ধসত্ত্বমানসে ফল মূল আহারে চির জীবন সত্য কি এই জানিবার জন্য তপস্যা করিতেন; বিধাতার এরূপ পক্ষপাত, যে তাঁহারা সত্যের সন্ধান পাইলেন না, পরন্তু ঘোর বিষয়ী, মদ্যাহারে সদা চঞ্চলমনা দুই এক ঘণ্টা কাল একত্র ধ্যানাভিনিবেশে অক্ষম এমন সব পুরুষেরা একটু চিন্তা করিয়াই সত্য লাভ করিলেন এই বা কিরূপে বিশ্বাস হয়? আমরা হিন্দু, সুতরাং আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র সকল ধর্ম্ম সম্বন্ধে অতিশয় প্রমাণ। এইরূপ পূজনীয় ঋষি মহর্ষিগণের প্রতি সংশয় থাকিলে "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" গীতার এই বাক্য চরমে বিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইবেক। অতএব আসুন আমরা

সংশয়চ্ছেদ করিয়া শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শাস্ত্র প্রদর্শিত পথে ধর্ম্মের অনুগমন করি। ধর্ম্মের ন্যায় মধুরতম পদার্থ জগতে আর নাই, মানব আত্মার চিরদিনের অক্ষয় ধন এমন নাই এবং অনন্তকালের সুহৃদও এমন নাই। এক ধর্ম্ম আয়ত্তে আসিলে অর্থ, কাম ও মোক্ষ আপনা আপনিই আসিয়া যায়। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে ঃ—

বিদ্যা বিত্তং বপুঃ শৌর্য্যং কুলে জন্ম বিরোগিতা।
সংসারোচ্ছিত্তিহেতুশ্চ ধর্ম্মাদেব প্রবর্ত্ততে ॥ ১ ॥
শব্দে স্পর্শে চ রূপে চ রসে গন্ধে চ ভারত!।
প্রভুত্বং লভতে জন্তুর্ধর্ম্মস্যৈতৎ ফলং মতম্ ॥ ২ ॥
অর্থসিদ্ধিং পরামিচ্ছন্ ধর্ম্মমেব সমাচরেৎ।
ন হি ধর্ম্মাদপৈত্যর্থঃ স্বর্গলোকাদিবামৃতম্ ॥ ৩ ॥
ধর্ম্মং চিন্তয়মানোঽপি যদি প্রাণৈর্বিযুজ্যতে।
ততঃ স্বর্গমবাপ্নোতি ধর্ম্মস্যৈতৎ ফলং বিদুঃ ॥ ৪ ॥
যেঽর্থা ধর্ম্মেণ তে সত্যাযেঽধর্ম্মেণ ধিগস্তুতান্।
ধর্ম্মং বৈ শাশ্বতং লোকে ন জহ্যাদ্ধনকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৫ ॥
ধর্ম্মাধর্ম্মশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেব্যতে ॥ ৬ ॥
উৎসবাদুৎসবং যান্তি স্বর্গাৎ স্বর্গং সুখাৎ সুখম্।
শ্রদ্ধধানাশ্চ শান্তাশ্চ ধনাঢ্যা ধর্ম্মকারিণঃ ॥ ৭ ॥
ধর্ম্মঃ প্রজ্ঞাং বর্দ্ধয়তি ক্রিয়মাণঃ পুনঃপুনঃ।
বৃদ্ধপ্রজ্ঞস্ততো নিত্যং পুণ্যমারভতে পরম্ ॥ ৮ ॥

মহাভারতে নানা স্থানে।

বিদ্যা, ধন, শৌর্য্য, কৌলীন্য, আরোগ্য এবং সংসার নিবৃত্তির উপায় তত্ত্বজ্ঞানও ধর্ম্ম হইতে হয়। ১॥ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বিষয়ে প্রভুতা ধর্ম্মের ফল। ২॥ পরম অর্থসিদ্ধি ইচ্ছা করিয়া ধর্ম্ম আচরণ করিবে। স্বর্গলোক হইতে অমৃতের ন্যায় ধর্ম্ম হইতে অর্থ অপগত হয় না। ৩॥ ধর্ম্ম চিন্তা করত যদি দৈবাৎ চিন্তক ব্যক্তি মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় তথাপি ঐ চিন্তাফলে স্বর্গ প্রাপ্ত হয় এই মত ধর্ম্মের মাহাত্ম্য পণ্ডিতেরা জানেন॥ ৪॥ ধর্ম্মদ্বারা যে অর্থ হয়

তাহাই সত্য (প্রশংসনীয়) অধর্ম্ম দ্বারা যে অর্থ তাহা নিন্দিত। এই নিমিত্তে ধনাশয়ে শাশ্বতিক ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে না॥ ৫॥ ধর্ম্ম হইতে অর্থ ও কাম হয় অতএব ঐ ধর্ম্ম কি হেতু সেব্য না হইবে॥ ৬॥ ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট উৎসব, স্বর্গ ও উত্তরোত্তর সুখ প্রাপ্ত হয় এবং শ্রদ্ধান্বিত শান্তস্বভাব ও ধনাঢ্য হয়॥ ৭ ॥ ধর্ম্ম প্রজ্ঞা বৃদ্ধি করে, প্রজ্ঞা বৃদ্ধি হইলে পরম পুণ্য মুক্তিমার্গও প্রাপ্ত হয়॥ ৮॥

ধর্ম্মাৎ সুখঞ্চ জ্ঞানঞ্চ ধর্ম্মাদুভয়মাপ্নুয়াৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য বিদ্বান্ ধর্ম্মং সমাচরেৎ॥ ১॥
ধর্ম্মাৎ সঞ্জায়তে হ্যর্থো ধর্ম্মাৎকামোঽভিজায়তে।
ধর্ম্মাদেব পরং ব্রহ্ম তস্মাদ্ধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ॥ ২॥

স্কন্দ পুরাণে॥

ধর্ম্ম হইতে সুখ ও জ্ঞান হয়, ধর্ম্ম হইতে লৌকিক ও পারত্রিক সকল ফল হয় এই হেতু বিদ্বান্ জন অন্য সকল ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মই আচরণ করিবেন॥ ১॥ ধর্ম্ম হইতে ক্রমশঃ জ্ঞান, অর্থ ও কাম প্রাপ্তি হয় এবং ধর্ম্ম হইতে পরব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় এই হেতু সর্ব্বথা ধর্ম্মই আশ্রয় করিবে॥ ২॥

ব্যাসঃ—কামার্থৌ লিপ্সমানস্তু ধর্ম্মমেবাদিতশ্চরেৎ।
ন হি ধর্ম্মাদ্ভবেৎ কিঞ্চিদ্দুষ্প্রাপমিতি মে মতিঃ॥ ১॥
নিপানমিব মণ্ডুকাঃ সরঃ পূর্ণমিবাণ্ডজাঃ।
ধর্ম্মকর্ম্মাণমায়ান্তি বিবশাঃ সর্ব্বসম্পদঃ॥ ২॥

ধর্ম্ম ও অর্থ ইচ্ছু ব্যক্তি আদৌ ধর্ম্মাচরণ করিবে। ধর্ম্ম দ্বারা কোন বস্তু দুষ্প্রাপ্য থাকে না ইহা আমার (ব্যাসের) সম্মত। ১॥ ভেক যেমত কূপ-সন্নিকৃষ্ট-জলাশয়কে, পক্ষিগণ যেমত জলপূর্ণ সরোবরকে প্রাপ্ত হয় ঐ মত সকল সম্পত্তি ধর্ম্মকারী ব্যক্তির বশীভূত হইয়া তাহাকে প্রাপ্ত হয়॥ ২॥

আদিত্য পুরাণে আছে :—

মানুষ্যং যঃ সমাসাদ্য স্বর্গমোক্ষপ্রদায়কম্।
দ্বয়োর্ন সাধয়ত্যেকং স মৃতস্তপ্যতে চিরম্॥
যাবৎ স্বস্থ শরীরস্তাবদ্ধর্ম্মং সমাচরেৎ।
অস্বাস্থশ্চোদিতোনান্যং কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং সমুৎসহেৎ॥

স্বর্গ মোক্ষ প্রদায়ক মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া যে দুয়ের একটীকেও সাধনা না করিল, সে মৃত্যুর পর দারুণ অনুতাপগ্রস্ত হয়। অতএব যতদিন শরীরের স্বাস্থ্য থাকে তত দিন ধর্ম্মাচরণ কর। বৃদ্ধ অবস্থায় অসুস্থ্য শরীরে কোন কর্ম্ম করিতেই মনের উৎসাহ হইবে না।

বিষ্ণু বলিতেছেন ;—

যুবৈব ধর্ম্ম মন্বিচ্ছেদনিত্যং জীবিতং যতঃ।
কৃতে ধর্ম্মে ভবেৎ কীর্ত্তিরিহ প্রেত্য চ বৈ সুখম্॥
যথেক্ষুহেতোরপি সেবিতং পয়।
তৃণানি বল্লীরপি চ প্রসিঞ্চতি॥
তথানরো ধর্ম্মপথেন সঞ্চরন্।
সুখঞ্চ কামাংশ্চ বসূনি চাশ্নুতে॥

যুবাকালেই ধর্ম্মকে অনুসরণ করিবে, যে হেতু জীবন অনিত্য। ধর্ম্মকে সাধনা করিলে ইহকালে কীর্ত্তি ও পরকালে সুখভোগ করা যায়। ধর্ম্ম সেবন করিলে অর্থলাভ হয় না ইহা মূঢ়েরা বলে। যে ব্যক্তি ইক্ষুমূলে জল সেচন করে, তাহার সেই জলে যেমন তৃণ ও লতা সকলও সিক্ত হয় তদ্রূপ ধর্ম্মসাধনের সঙ্গে সঙ্গেই সুখ, কাম ও অর্থ সাধনও হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মের গুণের পরিচয় অধিক আর কি বলিবঃ—

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি॥ ১৭॥

মনু ৮ম অধ্যায়।

নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতির্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ॥ ২৩৯

মনু ৪র্থ অধ্যায়।

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি॥ ২৪১॥
তস্মার্দ্ধমং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরম্॥ ২৪২॥

মনু ৪র্থ অধ্যায়।

ধর্ম্মই জীবনের একমাত্র সুহৃৎ, কেননা মৃত্যুর পরেও ধর্ম্ম অনুগামী হয়, অপর সকলই দেহের সহিতই তিরোহিত হয়॥ ১৭॥ পরলোকে সহায়তা করিবার জন্য পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র ও জ্ঞাতিরা কেহই বর্ত্তমান থাকেন না, কেবল একমাত্র ধর্ম্মই সেই স্থানের সহায় হয়। ২৩৯॥ কাষ্ঠ লোষ্ট্রের ন্যায় মৃত-শরীরকে ভূমিতলে পরিত্যাগ করিয়া বান্ধবগণ যখন বিমুখ হইয়া গৃহে গমন করেন, তখন কেবল ধর্ম্মই সেই জীবের অনুগমন করিয়া থাকে; অতএব সেই লোকের সহায়তার জন্য প্রতিদিন অল্পে অল্পে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে; ধর্ম্মের সাহায্যে দুস্তর নরকাদি হইতে নিস্তার পাওয়া যায়॥ ২৪১। ২৪২॥

এইরূপে বেদ স্মৃতি পুরাণ, তন্ত্র সকলেই ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম দ্বারে অর্থ, কাম মোক্ষ নিশ্চয় জানিয়া ধর্ম্মের সেবন করিবার জন্য সকলকে উপদেশ দিতেছে আর এই যে দুঃখীর একমাত্র বন্ধু, নিরাশ্রয়ের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা অনাথের একমাত্র সহায় ধর্ম্ম যাহা ভিন্ন পৃথিবীতে আর কিছুই অবলম্বনীয় নহে তাহা কি ? শিক্ষা করিতে হইলে পাঁচটীমাত্র স্থান অন্বেষণ করিতে হয়। মনুর গ্রন্থে সেই অন্বেষ্টব্য বা আদর্শভূত স্থান পঞ্চক বর্ণিত আছে। যথা ;—

বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলেষু তদ্বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধূনাং আত্মনস্তুষ্টিরেব চ॥”

সমুদায় বেদ, বেদজ্ঞ ঋষিদিগের স্মৃতি ও শীল, সাধুগণের আচার ও আপনার চিত্ত প্রসাদ। এই স্থান পঞ্চক বা বস্তু পঞ্চক ধর্ম্মমূল অর্থাৎ ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিবার স্থান, বা ধর্ম্মনির্ণয় করিবার প্রমাণ। বেদে সনাতন ধর্ম্মের অভ্যুদয়, বেদান্তে তাহার সৌষ্ঠব প্রকাশ, দর্শনে তাহার স্বরূপ বিস্তার, স্মৃতিতে বা পুরাণাদিতে তাহার মহিমা প্রচার ও সরল আভাস ব্যাখ্যাত হইয়াছে মাত্র। এক সনাতন ধর্ম্মের গূঢ়ার্থই বিবিধ বেশে বিবিধ সম্প্রদায়ে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। এইজন্য ধর্ম্ম কি তাহা জানিতে হইলে শাস্ত্র অবশ্য পঠনীয়। শাস্ত্র সকল পাঠ না করিলে, ধর্ম্মজ্ঞান হয় না, চিত্ত শুদ্ধি হয় না, সাধু সহবাস করা যায় না, একারণ প্রতিদিন দেহ মন পবিত্র করিয়া সকলকেই শাস্ত্র পাঠ বা শ্রবণ করিতে হইবেক, আর্য্যের এই একটী ধর্ম্ম বিধান। অর্থলোভে নয় পরন্তু ধর্ম্মার্জ্জন কামনায়, পুণ্যপ্রসাদ লাভ করিবার জন্য সকলকেই প্রতিদিন শাস্ত্র পাঠ করিতে হইবেক, জাতীয় উন্নতির পক্ষে, জাতীয় ধর্ম্মরক্ষার পক্ষে, সমুদায় শ্রেয়ের পক্ষে ইহা কেমন সুন্দর বিধান! খ্রীষ্টান, মুসলমান, হিন্দু

ইত্যাদি সমুদায় প্রতিষ্ঠিত জাতিগণের বিশ্বাস এই যে তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে জগৎ স্রষ্টা মানবগণের প্রতি যে যে বিধান বিহিত করিয়াছেন, তদনুসারে চলাই ধর্ম্ম। পরন্তু দুঃখের বিষয় ধর্ম্মের মূল, চিত্ত শুদ্ধির মূল, দৃষ্টাদৃষ্ট ফল সমূহের মূল, চতুর্বর্গ সাধনের উপায় স্বরূপ শাস্ত্র সকলের পঠন পাঠন আমাদের দেশে লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে।

তারপর বেদবাদিমহর্ষিগণের কি প্রকার শীলতা ছিল তাহা দেখিবে। কোন কোন সদ্‌গুণকে তাঁহারা শীল বলিয়া উল্লেখ করিতেন? মহর্ষি হারীত তাহা একটীমাত্র সূত্রের দ্বারা উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। যথা—

ব্রহ্মণ্যতা দেবপিতৃভক্ততা সৌম্যতা অ-পরোপতাপিতা অনসূয়তা মৃদুতা অপারুষ্যং মৈত্রতা প্রিয়বাদিত্বং কৃতজ্ঞতা শরণ্যতা কারুণ্যং প্রশান্তিশ্চেতি ত্রয়োদশবিধং শীলম্॥

শীল ১৩ প্রকার; ১৩ প্রকার শীল অভ্যস্ত হইলে—স্বভাবগত হইলে তদ্দারা আত্মা নির্ম্মল হয়, নিষ্পাপ হয়, ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে সর্ব্বহৃদয় অধিকার করে। এক্ষণে শীলবোধক ত্রয়োদশ শব্দের প্রত্যেকটীর অর্থ কি তাহা শুনুন।

১। ব্রহ্মণ্যতা। ব্রহ্মণ্যতা আর ব্রহ্মনিষ্ঠতা তুল্য কথা। ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধান, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য শাস্ত্রীয় উপায়াবলম্বন, প্রভৃতিকে ব্রহ্মণ্যতা বলে ব্রহ্মণ্যতা থাকিলে, চিত্তবৃত্তি যেরূপ হয়, বাক্‌বৃত্তি যে প্রকার হয়, শারীরিক কার্য যেরূপে সম্পাদিত হয়, সে সমস্তই ব্রহ্মণ্যতা বলিয়া গণ্য।

২। দেব পিতৃভক্ততা। দেবভক্তি ও পিতৃভক্তি, দেবারাধনা ও পিতৃসেবা; এক যোগে এই দ্বিবিধ অনুষ্ঠানে রত থাকার নামও শীল। যাহার দেবভক্তি নাই, পিতৃভক্তি নাই; তাহার ধর্ম্ম হয় না। বিশ্বাস না থাকিলে ভক্তি থাকে না, ভক্তি না থাকিলে আরাধ্যতা জ্ঞান বিকশিত হয় না, সুতরাং তাদৃশ লোকে দেবপূজা করে না, প্রত্যুত সে দেবদ্বেষীই হয়। পরলোকগত পিতৃগণের অস্তিত্বে যাহার বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না, পিতৃভক্তি তাহার নিকট স্থান প্রাপ্ত হয় না; সে ব্যক্তি কোন ক্রমেই পিতৃপূজক হইতে পারেনা। বরং সে পিতৃদ্বেষীই হয়, দেবদ্বেষীও পিতৃদ্বেষী হইলে শীল বৃত্তির অভাব হেতু সে নিশ্চয় ধর্ম্মাধিকার হইতে চ্যুতহয়।

৩। সৌম্যতা। প্রসন্ন ভাবের নাম সৌম্যতা। হৃদয়ে প্রসন্নভাব

না থাকিলে লোকে সৌম্য হইতে পারে না; সৌম্যতার অভাব হইলে ধর্ম্মজনক প্রধান শীলতার অভাব হেতু ধর্ম্মাধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইতে থাকে।

৪। অপরোপতাপিতা। পরকে উপতপ্ত না করার নাম অপরোপতাপিতা। এই অপরোপতাপিতা গুণ যদি অভ্যস্ত হয়, স্বভাবগত হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার একটি প্রধান ধর্ম্মমূল বজায় থাকে। বাক্যের দ্বারা, শরীরের দ্বারা, মনের দ্বারা, কার্য্যের দ্বারা, অন্য ব্যক্তি যাহাতে ব্যথা প্রাপ্ত না হয়, এরূপ ভাবে চলিতে পারিলে অবশ্যই ধর্ম্ম সঞ্চয় হইতে পারে।

৫। অনসূয়তা। পরের উৎকর্ষ সহ্য করিতে না পারার নাম অসূয়া। এই অত্যন্ত অপকারী অসূয়াকে যদি এককালে পরিত্যাগ করা যায়, উন্মূলিত করা যায়, তাহা হইলে, অনসূয়তা-নামক শীলটী প্রতিষ্ঠিত হয়, হইলে নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মোপার্জ্জন করা যায়। অসূয়া বর্জন করিতে না পারিলে ধার্ম্মিক হওয়া যায় না ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ সিদ্ধান্ত।

৬। মৃদুতা। ক্রূরতার বিপরীত গুণের নাম মৃদুতা। মৃদুতা বা কোমলতা একটী প্রধান গুণ বা প্রধানতম শীল। মৃদু না হইলে, ক্রূরতা পরিত্যাগ না করিলে, সুশীল হওয়া যায় না; সুশীল না হইলেও ধর্ম্মতৎপর থাকা যায় না।

৭। অপারুষ্য। পরুষ ব্যবহার বা কর্কশ স্বভাব পরিত্যাগ করিলে অপারুষ্য নামক শীল সঞ্চিত হয়। এই অপারুষ্য যদি প্রতিষ্ঠিত হয়—আয়ত্ত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই ধর্ম্মাধিকার লাভ করা যয়। পারুষ্য পরিত্যাগ না করিলে বিবাদ বিসম্বাদ প্রবৃত্তি থাকিলে কোন ক্রমেই ধর্ম্ম প্রবৃত্তি উদিত হইতে পারে না, ইহা সকল লোকেই জানেন।

৮। মৈত্রতা। মিত্রভাব আর মৈত্রতা তুল্য কথা। পরের সুখে সুখী হওয়া ও পরের দুঃখে দুঃখী হওয়ার নাম মৈত্রতা। এই মৈত্রতা নামক সৎশীল অভ্যস্ত হইলে তাহার ধর্ম্ম প্রবৃত্তি উদিত হইবে।

৯। প্রিয়বাদিত্ব। সত্য ও হিতকথা বলার নাম প্রিয়বাদিত্ব। এই প্রিয় বাদিত্ব নামক সদ্‌গুণ বা শীলটী ধর্ম্মের বিশেষরূপ সহায়তা করে।

১০। কৃতজ্ঞতা। পরকৃত উপকার মনে রাখার নাম কৃতজ্ঞতা। কৃতজ্ঞতা গুণ থাকিলে, পরকৃত উপকার মনে থাকিলে, স্মরণ থাকিলে, বিশেষ ধর্ম্ম হইতে পারে এবং তাদৃশ ব্যক্তির দ্বারা গুরুভক্তি, পিতৃভক্তি, পরোপকার ও দাক্ষিণ্য অনেক সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া তাহা ধর্ম্ম বৃদ্ধির কারণ হইতে পারে।

১১। শরণ্যতা। রক্ষিতার নাম শরণ্য; তাহার ধর্ম্ম রক্ষা করার নাম শরণ্যতা। কেহ শরণাগত হইলে তাহাকে রক্ষা করা, ভীত ব্যক্তিকে ভয় হইতে উদ্ধার করা, ব্যথিত ব্যক্তির ব্যথা দূর করা, এ সমস্তই শরণ্যতা শীলের কার্য্য।

১২। কারুণ্য। কারুণ্য বা দয়া তুল্যার্থ বলিয়া জানিবে। করুণা-কার্য্যের নাম কারুণ্য, ইহা সকলেই বিদিত আছেন।

১৩। প্রশান্তি। প্রশান্তি নামক শীলের কার্য্য অনেক। ধৈর্য্য প্রভৃতি সদ্গুণ ইহার অন্তর্ভূত। রিপুবেগধারণ করার নাম শান্তি, তাহাও এই প্রশান্তি নামক শীলের অন্তর্গত। যাহার শান্তিগুণ আছে, সেই ব্যক্তিই যথার্থত সুশীল, সচ্চরিত্র, ধার্ম্মিক ও সাধু বলিয়া গণ্য। প্রশান্তি নামক শেষ শীলটী ধর্ম্মোপার্জ্জনের প্রধান সহায়।

বর্ণিত ১৩ প্রকার শীল বা আচার কেবল মাত্র ধার্ম্মিকেরই থাকে অন্যের থাকে কি না সন্দেহ। মহাত্মা মনু স্পষ্ট করিয়া আর দশ প্রকার আচার গণিয়াছেন যথা, ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকঃ ধর্ম্মলক্ষণম্ (১)। এখানকার ধর্ম্ম শব্দে আচার ধর্ম্ম।

(ধৃতি) সন্তোষ, (ক্ষমা) নিন্দা, স্তুতি, মানাপমান, হানি ও লাভাদি দুঃখ সহিষ্ণুতা, (দম) মনকে সর্ব্বদা ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করা এবং অধর্ম্ম হইতে নিবারণ করা অর্থাৎ অধর্ম্মের ইচ্ছাও হইতে না দেওয়া। (অস্তেয়) চৌর্য্য ত্যাগ অর্থাৎ অনুমতি ব্যতিরেকে ছল, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা অথবা অন্য কোন ব্যবহার দ্বারা পর পদার্থের গ্রহণ করাকে চৌর্য্য কহে; উহা পরিহার করাকে সাধু কার্য্য কহে। (শৌচ) রাগ, দ্বেষ ও পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া আন্তরিক এবং জল ও মৃত্তিকা মার্জ্জনাদি দ্বারা বাহ্য পবিত্রতা সাধন করা। (ইন্দ্রিয় নিগ্রহ) অধর্ম্মাচরণ হইতে নিবারণ করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে প্রবৃত্ত করা। (ধী) মাদক দ্রব্য, বুদ্ধি নাশক অন্য পদার্থ, দুষ্টের সংসর্গ, আলস্য ও প্রমাদাদি ত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠ পদার্থের সেবন, সাধু পুরুষের সংসর্গ এবং যোগা-ভ্যাস দ্বারা বুদ্ধির বৃদ্ধিসম্পাদন। (বিদ্যা) পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান, উহাদিগের হইতে যথাযোগ্য উপকার গ্রহণ করা এবং সত্যভাবে অর্থাৎ আত্মায় যেরূপ মনে সেইরূপ, মনে যেরূপ বাক্যে সেইরূপ এবং

(১) মনু ৬ অধ্যায় ৯২ শ্লোক।

বাক্যে যেরূপ কার্য্যেও সেইরূপ ব্যবহার করাকে বিদ্যা কহে এবং তাহার বিপরীতকে অবিদ্যা কহে। (সত্য) যে পদার্থ যেরূপ উহাকে তদ্রূপ বুঝা, তদ্রূপ বলা এবং তদ্রূপ কার্য্য করাই সত্য। এবং (অক্রোধ) ক্রোধাদি দোষ পরিত্যাগ করিয়া শান্তি আদি গুণ গ্রহণ করা ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

অতএব সভ্যগণ! এক্ষণে ইহা স্থির জানিবেন আমাদিগকে ব্রহ্মণ্যতা প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতি প্রকার সদাচার রূপ ধর্ম্মের যাজন করিতে হইবে। ইহার যাজনে আমাদিগের দশবিধ পাপ নাশ হইবে। দশবিধ পাপ নাশ হইলে আমারা কর্ম্মধর্ম্মের বা কর্ম্মযোগের প্রকৃত অধিকারী হইব। অধিকারী হইয়া কর্ম্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহার সাফল্য হয়। যাহা হউক এক্ষণে দশবিধ পাপ কি তাহা বলি। কায়িক বাচিক ও মানস ভেদে পাপ ত্রিবিধ। তন্মধ্যে মানস ও কায়িক তিন তিনটি। এবং বাচিক চারিটি এই দশ। যথা "পর দ্রব্যেষভিধ্যানং মনসানিষ্ট চিন্তনং বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসং" অর্থাৎ কিরূপে পরের দ্রব্য আপন গৃহে প্রবেশ করাইব এই চিন্তা। দ্বিতীয় মনে মনে সর্ব্বদা পরের অনিষ্ট চিন্তা। তৃতীয় পরলোক নাই, দেব দেবী নাই, যাগযজ্ঞ সন্ধ্যাবন্দনাদি নিষ্ফল, এইরূপ মিথ্যাবুদ্ধি এই তিন মানস পাপ। "পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ! অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্‌ময়ং স্যা চ্চতুর্ব্বিধম্।" কঠোর বাক্য, মিথ্যা বাক্য, পরোক্ষে পরের দোষ কথন এবং রাজার বা দেশের বা গ্রামের সম্বন্ধে নিষ্প্রয়োজন "আষাঢ়ে" গল্প। এই চারি প্রকার পাপ বাচিক। "অদত্তানামুপাদানং হিংসাচৈবাবিধানতঃ। পর-দারোপসেবাচ শারীরং ত্রিবিধং স্মৃতং।" অদত্তবস্তুর ছলে বলে কৌশলে গ্রহণ, অবিহিত বৃথা হিংসা, পরস্ত্রী সম্ভোগ, এই ত্রিবিধ কায়িক পাপ।

এইগুলিই পূর্ব্বোক্ত আচার দ্বারা নির্দ্ধূত হইয়া যায়। এইজন্যই শাস্ত্র বলেন যে "সদাচার বিহীন ত্রিবেদজ্ঞ ও কোন কার্য্যের নয়। সদাচারযুক্ত কেবল গায়ত্রীজ্ঞ ও ভাল (১)।" "আচার বিহীন পুরুষ দুরাচার পদবাচ্য। এই দুরাচার পুরুষ লোকে নিন্দিত হয়। সতত মানস দুঃখে অভিভূত হয়। সতত ব্যাধিতে জড়িত হয়। শেষে অল্পায়ু হইয়া অকালে কাল কবলিত হয়।

---

(১) সাবিত্রী মাত্র সারোঽপি বরং বিপ্রঃ সুযন্ত্রিতঃ।
নাযন্ত্রিতস্ত্রিবেদোঽপি সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী॥

কিন্তু সদাচারযুক্ত পুরুষ সৌভাগ্য লক্ষণ হীন হইলেও সকলসৌভাগ্যশালী হয়। এবং শ্রদ্দধান ও অসূয়াবর্জ্জিত হইয়া পূর্ণায়ু লাভ করে" (২)। আচার-যুক্ত হইয়াই কর্ম্ম করাই ঋষিগণ বিহিত করিয়াছেন। যথা

এবমাচরতো দৃষ্ট্বা ধৰ্ম্মস্য মুনয়োগতিং।
সর্ব্বস্য তপসো মূলমাচারং জগৃহুঃ পরং

মুনিগণ বলেন আচারই সকল তপস্যার সাধন, যেহেতু কর্ম্ম ধর্ম্মের ফল ভাল আচার দ্বারাই হইয়া থাকে। অতএব হে ভারতীয় আর্য্যকুলগৌরবাকাঙ্ক্ষিগণ! আসুন আমরা সকলে সদাচার ধর্ম্মযুক্ত হই। আজ না হউক, সমাজের ক্রোড়ে মৃত্যু শয্যায় শয়ন নিয়ত। "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ" ইত্যাদি শাস্ত্রের উপদেশ অজ্ঞাত থাকিলেও, অহরহ পরিদৃশ্যমান মানবের অনিত্যতা দর্শন করিয়া মনে মনে আপনারাও বোঝেন, আমিও বুঝি—সকলেই বোঝে, একদিন মরিতে হইবে। অতএব মুমূর্ষুর পাপাচরণ জনিত দুর্ব্বিষহ অনুতাপ-বৃশ্চিকের তীব্র দংশনের যন্ত্রনা হইতে নিস্তার পাইবার জন্য সুস্থ শরীরে সময় বিভাগে ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হই। শাস্ত্র বলেন,—

ভোগভূমিঃ স্মৃতঃ স্বর্গঃ কর্ম্মভূমিরিয়ং মতা।
ইহ যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম স্বর্গে তদুপভুজ্যতে।
যাবৎ সুস্থশরীরস্ত্বং তাবদ্ধর্ম্মং সমাচর! বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর।

এই আর্য্যভূমি কর্ম্মভূমি, এবং স্বর্গ ভোগভূমি বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত আছে। এখানে যে কার্য্য কৃত হয়, স্বর্গে তাহার ফলভোগ করিতে হয়। অতএব শরীর সুস্থ থাকিতে থাকিতে ধর্ম্মাচরণ কর।

হিন্দুর ধর্ম্ম আচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। সদাচার-বর্জ্জিত হইলে পরলোকে আত্মার অসদগতি হয়; সদাচারে শরীর মন ও ইন্দ্রিয়াদির চেষ্টা আদি বিশুদ্ধ ভাবাপন্ন হইবেই হইবে তখন আমরা বলে ও কৌশলে, নিষ্ঠায় ও প্রতিষ্ঠায়, কর্ম্মে ও ধর্ম্মে, ধ্যানে ও জ্ঞানে, জীবনে ও মরণে, বাহিরে ও ভিতরে অমোঘ

(২) দুরাচারোহি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।
দুঃখভাগীচ সততং ব্যাধিতোঽল্পায়ুরেবচ।
সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি যঃ সদাচারবান্নরঃ
শ্রদ্ধধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি॥

ব্রহ্মতেজের পূর্ণ পরিচয় দিতে সক্ষম হইব। অতএব আসুন! যে ধর্ম্ম আর্য্যগণকে ধৃতি ক্ষমা দম আদি গুণে অলঙ্কৃত করিত, যে ধর্ম্ম শীলতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, মিত্রতা অনুরাগ, প্রেম শিক্ষা দিত, যে ধর্ম্ম আর্য্যদিগের নির্ম্মল হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়া তাঁহাদিগকে তেজস্বী, যশস্বী, শৌর্য্য বীর্য্যশালী, বিনয়ী, স্বাধীন, সত্যপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় করিয়াছিল সেই ধর্ম্মের আমরা অনুগমন করি।

ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রহ্মচর্য্য।

ব্রহ্মচর্য্যই হিন্দুদিগের প্রথম আশ্রম। এই আশ্রম সমাধানান্তে মানব গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার কর্ত্তব্যনিচয়ের সম্যক্ পালন করিতে সক্ষম হয়। ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় আমাদিগের যথার্থরূপে চরিত্র গঠন হইয়া থাকে। চরিত্রই জীবনের সার বস্তু, সে ধনে বঞ্চিত হইলে মানবের মনুষ্যত্ব থাকে কি না তাহা সন্দেহ। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম এখন আর নাই; কাল প্রভাবে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। আধুনিক সময়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার উপাসনাই অপ্রতিহত ভাবে চলিতেছে কিন্তু তাহাতে আমাদিগের কি উন্নতি হইল। মানিলাম পিতামাতা বাল্যকাল হইতে সৎশিক্ষা দিয়া আসিতেছেন, আত্মীয় বন্ধু ও গুরুজন চিরদিনই সাধু ব্যবহার, উপদেশ ও উদাহরণেও তাহাই দেখাইতেছেন; মানিলাম সৎশাস্ত্রেরও অধ্যয়ন হইতেছে এবং আবশ্যক হইলে অনেক সময়ে পাণ্ডিত্যাভিমানে অন্যকে অনেক কথা বুঝাইয়া দিতেও পশ্চাৎপদ নহি। বাক্যে প্রলাপোক্তির ন্যায় উন্নতির আলোচনায় নিতান্ত ত্রুটি নাই কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে বলিলে প্রায় সকলেই পৃষ্ঠভঙ্গ দি। স্পষ্ট কথা বলিতে কি কর্ত্তব্যের কণামাত্রও করিতে প্রবৃত্তি হয় না। বাস্তবিক তাহা করিতে যে আদৌ প্রবৃত্তি নাই তাহা নহে—অভাব কেবল প্রবৃত্তির

দৃঢ়তা। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে দিন হইতে নীতি ও ধর্ম্ম-জ্ঞান শূন্য শুষ্ক শিক্ষা বৈজ্ঞানিক পরিচ্ছদে অঙ্গ আবরণ করিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে তরুণ বালকদিগের হৃদয়ের মর্ম্মদেশ অধিকার করিয়াছে সেই দিন হইতে ধর্ম্ম ভয় দূরে পলায়ন করিয়াছে এবং মদ্য পান, বেশ্যাসমাগম, অমিতাচার, মিথ্যাভাষণ, কপট ব্যবহার, প্রবঞ্চনাদি দুর্নীতিরাশি সমাজে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে প্রশ্রয় পাইয়াছে। ক্রিয়াগত শিক্ষা দ্বারা শৈশবের সংস্কার শাস্ত্রানুগত করিতে পারিলে প্রত্যক্ষ উন্নতি হইতে পারে ; নতুবা বাল্যকাল হইতে অসংযত থাকিয়া যৌবনে বা বার্দ্ধকে শাস্ত্রোপদেশ বর্ষণ পূর্ব্বক সদ্বৃত্তির উদ্বোধন করিতে যাওয়া আর অপার মরুভূমিতে জল প্রত্যাশা করা একই কথা। নিজের গৃহে বালকেরা উচ্চ দৃষ্টান্ত দেখিতে পায় না, কেননা পিতাদি কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ ব্রহ্মচর্য্য বিহীন হইয়া গৃহস্থাশ্রমে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন ; মাতা, ভগিনী আদি বিষয় ব্যবহারের উপদেশ ব্যতীত গৃহস্থের সাধন ধর্ম্মের উপদেশ পান না, বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয় না, সুতরাং সমাজ কিরূপে উন্নত হইবে ? দেশোন্নতির যে কোন প্রকারই বল, সমস্তই চরিত্র বল সাপেক্ষ। চরিত্রবান্ না হইলে কেহই কোন কার্য্যে দৃঢ়সংকল্প হইতে পারে না, এবং এই বল একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যের ধর্ম্ম সাধন হইতেই লাভ হইয়া থাকে। এক চরিত্র বলের অভাবেই আমাদের দেশের রাজকীয়, ধর্ম্ম বা সামাজিক সকল আন্দোলনই বাক্যে পর্য্যবসিত হইয়া বৃথা গণ্ডগোল হইতেছে। চরিত্রবান্ পুরুষ বিরল, সুতরাং সমাজে বিশৃঙ্খলা।

দুর্ব্বল অবস্থায় সংসারে বিচরণ করিলে পদস্খলিত হইবার সম্ভাবনা সেই জন্য হিন্দুগণ পূর্ব্ব হইতেই নিজ নিজ সন্তানদিগকে অতি শিশু অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবার জন্য গুরুকুলে পাঠাইয়া দিতেন। বালকগণ অল্প বয়সেই পিতার স্নেহময় নিকেতনে জননীর চিরকরুণা প্রীতিময় অঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া, গুরুকুলে গিয়া বাস করিত—সুধু বাস করা নয় অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতে হইত! কোথায় জনকের স্নেহপূর্ণ সম্ভাষণ! আর কোথায় বা জননীর হর্ষাশ্রুপ্লাবিত করুণাময় দৃষ্টি! আর কোথায় আত্মীয় স্বজনের সস্নেহ ব্যবহার!! গুরুগৃহে অপরিচিত ব্যক্তিনিচয়ের মধ্যে সেই বালকের দীর্ঘকাল অবস্থান, ক্ষুধার সময় প্রীতিকর আহার নাই, নিদ্রার সময় সুকোমল শয্যা নাই, দারুণ শীতে ভাল রকম শীতবস্ত্র নাই ; পায়ে

পাদুকা নাই; নিদাঘে ছত্র নাই; কেবল কঠোরতা! সেই কঠোরতার মধ্যে বিরাম নাই;——অবিরত উত্তরোত্তর কেবল তাহারই পরিমাণ-বৃদ্ধি।

যৌবনের ভীম মরীচিকাময় ক্ষেত্রে যে পদে বিচরণ করিতে হইবে, সে পদে চিরদিন পাদুকা ধরিলে চলিবে কেন? অনন্ত ভাবতরঙ্গের আবর্ত্তময় হৃদয় ভবিষ্যতে যাহার চির আধার হইবে, বাল্যকাল হইতে সে হৃদয় কোমল ভাবনিচয়ের বিলাসময় অঙ্কে লালিত হইলে চলিবে কেন? অনন্ত তৃষ্ণার তীব্র উত্তাপে এক দিবস যে হৃদয় শুষ্ক হইতে পারে, বালকের কতিপয় দিবস মাত্র তাহাকে স্নেহরসে লালিত করিলে কোন ফল নাই; বরঞ্চ সুখাবস্থা হইতে যদি কোন হঠাৎ যন্ত্রণাময় ঘটনা আসিয়া উপনীত হয় তখন অসহিষ্ণু হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়, জীবনের মহৎ উদ্দেশ্যনিচয় হতাশের খরস্রোতে কোথায় ভাসিয়া যায়। আজ যাহাদিগকে দুগ্ধপোষ্য শিশু দেখা যাইতেছে, ইহাদেরই হস্তে এক দিন সংসারের গুরুভার অর্পণ করিয়া, আমাদের কার্য্য-ক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব পূর্ব্ব হইতেই ইহাদিগকে ভার-বহনক্ষম করা একান্ত আবশ্যক। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়াই হিন্দুর প্রাচীন ব্যবস্থাপক-সম্প্রদায় বালকগণকে অতি শিশু অবস্থাতেই নাচ তামাসা, আমোদ উপহাস, কলহ কুৎসা, প্রভৃতির সমাজের সর্ব্বপ্রকার বিক্ষেপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য লোকালয়ের দূরে গুরুগৃহে বাস করিবার জন্য পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন। শিশুকাল হইতে ঐ সকল ভাব হৃদয়ে অধিকার না পাইলে যৌবনে উহারা আর প্রবল হইতে বা অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারে না। কেবল যে অসৎ সঙ্গের অভাব হইল তাহাই নহে, গুরু সেবায় রত থাকিলে দীনতা, মৃদুতা, সন্তোষ, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি কোমল ভাব সমুদয় আবির্ভূত হইয়া থাকে। গুরুর সৎশিক্ষা ও শুভ দৃষ্টান্তে চরিত্র গঠিত হইতে থাকে। আশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে বুদ্ধি শাস্ত্রানুসারিণী হইয়া শাস্ত্র তাৎপর্য্যে বিশ্বাস ও ভগবানে স্বতঃই ভক্তির উদ্রেক হয়। এইরূপ শুভ সংযোগে শাস্ত্র অভ্যাস করিতে করিতে জীবনের উদ্দেশ্য ও জীবনের কর্ত্তব্যের অববোধ হয়, বিলাস ও বিবাদ বিসম্বাদে অনাস্থা আপনিই হইয়া উঠে।

বালকদিগের ৮।৯ বৎসর বয়সে গুরুগৃহে অধ্যয়ন আরম্ভ হইত; আর অধ্যয়ন শেষ হইলে, শিক্ষকেরা অনুমতি করিলে, বিদ্যালয় হইতে বাহির হইতে পারিত। কিন্তু যাবৎ বিদ্যাভ্যাস না হয়, তাবৎ শিক্ষকেরা বাহির হইতে অনুমতি

দিতেন না। এই নিয়মে ৪৮ বৎসর, ৩৬ বৎসর, ২৪ বৎসর, বা তাহার ন্যূনকাল গুরুকুলে বাস করিতে হইত। ৪৮ বৎসরে ব্রহ্মচর্য্য সর্ব্বোত্তম, ৩৬ বৎসরের উত্তম, ২৪ বৎসরের মধ্যম এবং ইহার ন্যূন কনিষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইত (১)। কিন্তু অধুনা যেরূপ কাল পড়িয়াছে, রোগ শোক প্রভৃতিতে মানবগণ যেরূপ জর্জ্জরিত হইতেছে তাহাতে বোধ হয় যে মহাভারতোক্ত ন্যূনাদপি ন্যূন জীবনের চতুর্থাংশ ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় অতিবাহিত করিলেই যথেষ্ট হইবে (২) মানবের আয়ু সাধারণতঃ শতবর্ষ অন্ততঃ বেদ এইরূপ বলিয়া থাকেন। ইহার চতুর্থাংশ ২৫ বৎসর কাল। এই সময় পর্য্যন্ত অধ্যাপকের গৃহে বাস করিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করা অযৌক্তিক হইবে না। ২৫ বৎসর বয়সে পুরুষের বীর্য্য পক্কতা প্রাপ্ত হয় ও আয়ুর্ব্বেদ মতে এই কালে মানব পুত্র উৎপাদনের যোগ্য হইয়া থাকে। এই সময়েই বিবাহ করিতে সুশ্রুতাচার্য্য আদেশ দিয়াছেন (৩)। ২৫ বৎসর গুরুগৃহে যাপন করিয়া সমাবর্ত্তনান্তর গৃহস্থ ধর্ম্মে প্রবেশ করিবে।

পুরাকালে বিদ্যালয় একটী প্রকাণ্ড স্থান হইত। চতুষ্পার্শ্ব পরিখা বেষ্টিত উচ্চ প্রাচীরে আবৃত, মধ্যে উদ্যান, সরোবর, অশ্বারোহণে ভ্রমণোপযোগী ভূভাগ এবং বৃহৎ প্রাসাদ। নানাবিধ পুস্তক, চিত্র কর্ম্মোপযোগী যন্ত্রাদি এবং অন্যান্য শিল্পের সমগ্র উপকরণ এই প্রাসাদে এক একটী প্রকোষ্ঠ থাকিত। প্রাসাদগৃহ দ্বিতল, ত্রিতল হইত, নিম্নতলে ব্যায়াম-চর্চ্চা স্থান সাধারণতঃ থাকিত। লৌহ-মুদ্গার লইয়া ব্যায়াম করার নিয়ম ছিল। সাধারণতঃ, ব্রাহ্মণের ছেলেরা টোলেই পড়িতেন। বিদেশী ছাত্রেরা সম্ভবতঃ আহারও পাইতেন। এইরূপ পরান্ন ভোজন করিয়াই বিদেশে বাণভট্ট অধিক বিদ্যাভ্যাস করেন। তবে এই আহার অধ্যাপক দিতেন বা অপরে দিতেন, তাহা বলা যায় না। এখনও যেমন বিদ্যালয় করিতে হইলে স্বাস্থ্যকর স্থানে করার বিধি আছে পুরাকালেও সেইরূপ ছিল। গ্রাম বা নগরের মধ্যে বিদ্যালয় নির্ম্মিত হইত না। মনুষ্যের

(১) অষ্টাচত্বারিংশদ্বর্ষাণি। পাদূনম্। অর্দ্ধেন। আপঃ ধর্ম্মসূ প্র১ প১ খং২

(২) আয়ুষস্তু চতুর্ভাগং ব্রহ্মচর্য্যানসূয়কঃ।
গুরৌ বা গুরুপুত্রে বা বসেদ্ধর্ম্মার্থকোবিদঃ।
মহা শাং পর্ব্ব মো ধ অ২৪১।

(৩) অথাস্মৈ পঞ্চবিংশতিবর্ষায় দ্বাদশবর্ষাং পত্নীমাবহেৎ। সুশ্রুত।

কোলাহল যে স্থানে থাকিত বা বিশুদ্ধ বায়ুর যেখানে অভাব হইত সে স্থানে বিদ্যালয় হইত না ইহা আমরা শাস্ত্র পাঠে অবগত হই। হিন্দুসমাজের প্রধান ব্যবস্থাপক ভগবান্ মনু বলেনঃ—

নিত্যানধ্যায় এব স্যাদ্‌গ্রামেষু নগরেষু চ।
ধর্ম্মনৈপুণ্যকামানাং পূতিগন্ধে চ সর্ব্বদা॥ মনু ৪।১০৭

অর্থ—ধর্ম্মনৈপুণ্যকামী জনের পক্ষে বহুজনাকীর্ণ গ্রাম, নগর এবং সর্ব্বদা দুর্গন্ধময় স্থানে নিত্য অনধ্যায় জানিবে।

বর্ত্তমানকালাপেক্ষা পুরাকালে বিদ্যাশিক্ষার নিয়ম অতি চমৎকার ছিল। এখন অর্থ না দিতে পারিলে বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হওয়া যায় না। পুরাকালে কিন্তু এরূপ কিছুই ছিলনা বালকগণ বিদ্যালয়েই আহার পাইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন ইহা কি কম সুবন্দোবস্তের বিষয়? তাহার উপর আবার অনাথ বালকগণ রাজার সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। তাহারা বিদ্যালয়ে গমন করিলে পাছে কেহ তাহাদিগের ধন সম্পত্তি অপহরণ করে এরূপ ভয় তাহাদিগকে করিতে হইত না। রাজা স্বয়ং সে সকল সম্পত্তি ও তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিতেন। এরূপ প্রথা পৃথিবীতে কুত্রাপি আছে কি না তাহা জানি না তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে এরূপ দৃষ্টান্ত কেবল একমাত্র ভারতেই দৃষ্ট হইত। ইহা কি আমাদিগের কম গৌরবের পরিচায়ক? ঐ দেখ! ভগবান্ মনু স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেনঃ—

বালদায়াদিকং রিক্থং তাবদ্রাজানুপালয়েৎ।
যাবৎ স স্যাৎ শমাবৃত্তো যাবচ্চাতীতশৈশবঃ॥ মনু ৮।২৭

পিতৃ মাতৃ বিহীন অনাথ বালকের ধন, বালক অতীত শৈশব হইয়া গুরুকুল হইতে গৃহাশ্রমে সমাবর্ত্তন করা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকে রাজা রক্ষা করিবেন। ষোড়শবর্ষ পরে অতীত শৈশব হয়॥

উক্ত শ্লোকে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে পুরাকালে গুরুগৃহে নিবাসের আজ্ঞা রাজাগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইত। গুরুকুলে ব্যাকরণ, কাব্য, মীমাংসা, দর্শন, তর্কশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড ব্রাহ্মণের প্রধানতঃ শিক্ষণীয় ছিল। সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইতে • হইলে, ঐ সকল বিদ্যা ত চাহিই; তদ্ভিন্ন রাজনীতি, ব্যায়ামশাস্ত্র, নৃত্যগীতবাদ্য, চিত্রকর্ম্ম,

গ্রহগণিত, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, ইন্দ্রজালবিদ্যা, মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ, ইতিহাস, ছন্দঃ, বাস্তুবিদ্যা, সর্ব্ববিধ ভাষা ও অক্ষর, শিল্প, সন্তরণ, লম্ফ, বৃক্ষারোহণ পর্য্যন্ত সকল বিষয় শিক্ষা করা হইত। খনিজ্ঞান, রত্ন পরীক্ষা, শকুন জ্ঞান অর্থাৎ কাকের এই প্রকার শব্দ ভাল, ঐ প্রকার শব্দ মন্দ ; মৃগের ডাক ভাল কি মন্দ এবং কোন্ প্রকার শব্দ কোন্ প্রকার ফলের সূচনা করে, তাহা জানা ; অশ্ববিদ্যা রথবিদ্যা, হস্তি শিক্ষা, মৃত্তিকার প্রতিমাদিগঠন, ছুতারের কর্ম্ম হস্তিদন্তাদির কারুকার্য্য, ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ খনন করা, বিষনাশিনী বিদ্যা এবং দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদি নানা বিষয় শিক্ষণীয় ছিল। কথা, আখ্যায়িকা ও নাটক গ্রন্থ তখনও বেশ প্রচলিত ছিল। কিন্তু সে সব প্রাচীন গ্রন্থ এক্ষণে অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে।

ধনীর ঘরের মেয়েরাও সকল "কলা" অর্থাৎ নৃত্যগীতাদি এবং বিবিধ শিল্প কার্য্য শিক্ষা পাইতেন ; বলা বাহুল্য, ভাষা ও লিপি-শিক্ষাও এই সঙ্গে হইত।

রাজা মহারাজেরা সর্ব্ব বিষয়ে এক এক জন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া একটী বিদ্যালয় করিয়া দিতেন ; আপনাদের ঘরের ছেলেরা দুই এক জন সহচর সমভিব্যাহারে অধ্যয়নে নিযুক্ত হইত। দ্বিজাতিগণের সাধারণ শিক্ষাস্থান ছিল টোল। টোলে পড়িতে বেতনাদি লাগিত না। সভার বিচার, বিচারে কলহ এখনকার ন্যায় তখনও ছিল। অনেক ব্রাহ্মণই সংসারী ; সংসারী পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা স্বগৃহে ছাত্রগণকে বিদ্যা দান করিতেন, সে নিয়ম অদ্যাপি অনেক স্থলে প্রতিপালিত হইতেছে।

শিক্ষক নিযুক্ত হওয়া সম্বন্ধে পুরাকালে একটী বিশেষ সুনিয়ম ছিল। যে সে ব্যক্তি শিক্ষক পদে নিযুক্ত হইত না। যিনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী, কার্য্যদক্ষ, শাস্ত্রের যথার্থ অর্থবেত্তা, সুভাষী, সুরূপ, অবিকলাঙ্গ, কুলীন, যাঁহাকে দর্শনে লোকের কল্যাণ হয় এবং যিনি জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, ব্রহ্মণ্যশীল ব্রাহ্মণ, শান্তচিত্ত, পিতৃমাতৃহিতনিরত, সর্ব্বকর্ত্তব্যানুষ্ঠানশীল, আশ্রমী ও দেশবাসী তাঁহাকেই গুরুপদে বরণ করা হইত (১)।

---

(১) সর্ব্বশাস্ত্রপারোদক্ষঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ সদা।
সুবচঃ সুন্দরঃ স্বঙ্গঃ কুলীনঃ শুভ দর্শনঃ ॥
জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রাহ্মণঃ শান্তমানসঃ।
পিতৃমাতৃহিতে যুক্তঃ সর্ব্ব-কর্ম্ম পরায়ণঃ।
আশ্রমী দেশ বাসী চ গুরুরেবং বিধীয়তে ॥

উপনয়নান্তর গুরুগৃহে প্রবেশ করিয়াই বালকেরা সর্ব্ব প্রথমেই শৌচ, আচার, অগ্নিকার্য্য ও সন্ধ্যোপাসন শিক্ষা করিত (২)। কারণ বিশুদ্ধ সত্ত্বের স্ফুরণ করিতে হইলে আন্তর ও বাহ্য শৌচ দ্বারা অন্তঃকরণকে নির্ম্মল করিতেই হইবে। অন্তঃকরণ নির্ম্মল না হইলে তাহাতে শুদ্ধ জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তি উৎপন্ন হইতে পারে না। মনের স্বচ্ছতা রাজসিক ও তামসিক বৃত্তি নিচয়ের পরিভাবক। তাই সর্ব্ব প্রথমেই বালকদিগের শৌচ শিক্ষার ব্যবস্থা। আর আজ শিক্ষার কি দুর্দ্দিন। শিক্ষক বা ছাত্র, শৌচ কাহাকে বলে তাহা জানেন না, জানিবার আবশ্যকতাও বিবেচনা করেন না; কারণ তাঁহাদের বুদ্ধিতেই এ বিষয়টা আসে না যে, জ্ঞান বৃত্তির সহিত শৌচের একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। শৌচ শিক্ষারপর বালকদিগকে গুরুর সহিত ও অন্যান্য সকলের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহা জানিতে হইত। পুরাকালে গুরু সর্ব্বাপেক্ষা মান্য ছিলেন। বাস্তবিকই যিনি জ্ঞানপ্রদীপ স্বরূপ হইয়া অজ্ঞ ব্যক্তির অজ্ঞানান্ধকার দূর করতঃ জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেন, তাঁহার অপেক্ষা বন্ধু আর কে হইতে পারে? (৩)। সেই জন্য বালকগণ সম্যকরূপে আচার্য্যের অধীন হইত, ও তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনে কখনও ইতস্ততঃ করিত না। পুরাকালে গুরুর সম্মান এত উচ্চ সীমা অধিকার করিয়া ছিল যে শিষ্য, গুরুর শয্যা, আসন, যান, পাদুকা, উপবেশনাধার, স্নানোদক, ও ছায়া (পর্য্যন্তও) লঙ্ঘন করিত না (৪) গুরু উপস্থিত থাকিলে পৃথক পূজা করিত না ও কোন রূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিত না। গুরুর নিকট দীক্ষা, শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও প্রভুত্ব পরিত্যাগ করিত (৫)। শয়ান বা উপবিষ্ট থাকিয়া ভোজন করিতে করিতে কিম্বা দণ্ডায়মান থাকিয়া অথচ অন্যদিকে মুখ করিয়া গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ

(২) উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং শিক্ষয়েচ্ছৌচমাদিতঃ।
আচারমগ্নিকার্য্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ। মনু ২।৬৯।

(৩) অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্নো জ্ঞানদীপং যতো লভেৎ।
লব্ধা চ নির্ম্মলং পশ্যেৎ কোবা বন্ধু স্ততঃ পরং॥ ব্র বৈ পু ৩।৪০।৯১

(৪) গুরুশয্যাসনং যানং পাদুকোপানাৎ পীঠকং।
স্নানোদকং তথাচ্ছায়াং লঙ্ঘনং নৈব কারয়েৎ॥ ত-সা।

(৫) গুরোরগ্রে পৃথক্ পূজামৌদ্ধত্যঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
দীক্ষাং ব্যাখ্যাং প্রভুত্বঞ্চ গুরোরগ্রে পবিত্যজেৎ॥ ত-সা॥

করিত না, কিম্বা তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিবার রীতি ছিল না (৬)। গুরু আসীন হইয়া আজ্ঞা করিলে, শিষ্য উত্থিত হইয়া এবং গুরু উত্থিত হইয়া আজ্ঞা করিলে শিষ্য তাঁহার অভিমুখে গমন করিয়া ও গুরু আগমন করিতে করিতে আজ্ঞা করিলে শিষ্য তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিয়া ও গুরু গমন করিতে করিতে আজ্ঞা করিলে শিষ্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করিত (৭)। গুরু অন্য মুখ হইয়া থাকিলে শিষ্য তাঁহার সম্মুখীন হইত, গুরু দূরস্থ থাকিলে শিষ্য তাঁহার নিকটস্থ হইয়া, গুরু শয়ান অথবা নিকটে অবস্থান করিলে অবনত মস্তকে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিগ্রহণ করিত (৮)। গুরু দণ্ডায়মান হইলে শিষ্য দণ্ডায়মান হইত, গমন করিলে অনুগমন করিত, উপবেশন করিলে নীচ ভাবে উপবেশন করিত, এবং কখনও গুরুর প্রতিকূলাচরণ করিত না (৯)। পরক্ষেও গুরুর উপাধি বর্জ্জিত নাম উচ্চারণ করিত না এবং পরিহাসচ্ছলে গুরুর গমন, কথন ও কর্ম্মের অনুকরণ করিত না (১০)। যথায় গুরুর পরীবাদ (প্রত্যক্ষ দোষ) কিম্বা নিন্দাবাদ (অপ্রত্যক্ষ দোষ) কীর্ত্তন হয় তথায় শিষ্য হস্তদ্বয় দ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিত, অথবা তথা হইতে স্থানান্তরে গমন করিত (১১)। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে শিষ্য গুরুর পরীবাদ করিলে জন্মান্তরে গর্দ্দভ হয়, নিন্দা করিলে কুক্কুর হয়, অন্যায়রূপে গুরুধন উপভোগ করিলে ক্রমি হয় এবং গুরুর প্রশংসা সহ্য করিতে অসমর্থ হইলে কীট হয় (১২)। গুরুও শিষ্যগণকে তাড়না সহকারে শিক্ষা দিতেন না।

(৬) প্রতিশ্রবণসম্ভাষে শয়ানো ন সমাচরেৎ।
নাসীনো নচ ভুঞ্জানো ন তিষ্ঠন্ ন পরাঙ্মুখঃ॥ মনু ২।১৯৫।

(৭) আসীনস্য স্থিতঃ কুর্য্যাদভিগচ্ছংস্তু তিষ্ঠতঃ।
প্রত্যুদ্গম্যত্বব্রজতঃ পশ্চাদ্ধাবংস্তুধাবতঃ॥ মনু ২।১৯৬।

(৮) পরাঙ্মুখস্যাভিমুখো দূরস্থস্যেত্য চান্তিকম্।
প্রণম্য তু শয়ানস্য নিদেশে চৈব তিষ্ঠতঃ॥ মনু ২।১৯৭।

(৯) স্থিতে তিষ্ঠেৎ ব্রজেদ্ যতি নীচৈরাসীৎ তথা সতি।
শিষ্যো গুরৌ নৃপ শ্রেষ্ঠ প্রতিকূলং ন সন্তজেৎ॥ বি-পু ৩।১৪।

(১০) নোদাহরেদস্য নাম পরোক্ষমপি কেবলং।
নচৈবাস্যানুকুর্ব্বীত গতিভাষিতচেষ্টিতং ম-সং ২।১৯৯।

(১১) গুরোর্যত্র পরীবাদো নিন্দা বাপি প্রবর্ত্ততে।
কর্ণৌতত্রপিধাতব্যৌগন্তব্যংবাততোঽন্যতঃ॥ ম সং২।২০০।

(১২) পরীবাদাৎ খরো ভবতি শ্বা বৈ ভবতি নিন্দকঃ।
পরিভোক্তা কৃমিভবতিকীটোভবতি মৎসরী। মনু ২।২০১।

ধর্ম্ম কামনায় শিষ্যের প্রতি তিনি মধুর এবং বিনম্র বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক শিক্ষা দান করিতেন (১)। তবে অসহ্য হইলে অতি মৃদু, দলশূন্য বংশ খণ্ড অথবা রজ্জু দ্বারা আঘাত করিতেন। কিন্তু অন্য বস্তু দ্বারা শিষ্যকে আঘাত করিলে রাজা দ্বারা গুরু দণ্ডনীয় হইতেন (২)। গুরুর সহিত শিষ্যের ঋণদান, ঋণগ্রহণ অথবা কোন বস্তুর ক্রয় বিক্রয়াদি নিষেধ ছিল (৩)। গুরুপুত্র গুরুর ন্যায় সম্মানার্হ বটে কিন্তু গুরুর ন্যায় গুরুপুত্রের গাত্র মর্দ্দন, স্নাপন, উচ্ছিষ্ট ভোজন অথবা তাঁহার পাদপ্রক্ষালন নিষিদ্ধ ছিল (৪)। গুরুর সবর্ণা স্ত্রীরা গুরুর ন্যায় পূজনীয়া; কিন্তু অসবর্ণা স্ত্রীরা কেবল প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন দ্বারাই সম্মানার্হা (৫)। গুরুপত্নীর গাত্রে তৈল ম্রক্ষণ, স্নাপন, তাঁহার গাত্র মর্দ্দন বা তাঁহার কেশ-সংস্কার শিষ্যের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল (৬)। এমন কি গুরুপত্নী তরুণী হইলে শিষ্য তাঁহার পদগ্রহণ দ্বারা অভিবাদন করিত না (৭)।

ব্রহ্মচারী যে কেবল মাত্র গুরু সেবা ও অধ্যয়ন করিয়াই নিষ্কৃতি পাইতেন তাহা নহে। তাঁহাদিগকে মধু মাংস, গন্ধদ্রব্য সেবন, মাল্যাদি ধারণ, গুড় প্রভৃতির রস গ্রহণ, স্ত্রী সম্ভোগ, যে সকল বস্তু স্বাভাবিক মধুর, কিন্তু কারণ বশে অম্ল—সেই সমুদয় শুক্ত দ্রব্য ও প্রাণি হিংসা পরিত্যাগ করিতে হইত (৮)। মস্তক ও সর্ব্বাঙ্গে তৈল দ্বারা মর্দ্দন, কজ্জলাদি দ্বারা চক্ষু রঞ্জন, পাদুকা বা ছত্র ধারণ, কাম, ক্রোধ, লোভ ও নৃত্য গীত বাদন, অক্ষাদি ক্রীড়া, লোকের সহিত

---

(১) অহিংসয়ৈব ভূতানাং কার্য্যং শ্রেয়োঽনুশাসনম্।
বাক্ চৈব মধুরা শ্লক্ষ্ণা প্রযোজ্যা ধর্ম্মমিচ্ছতা॥ মনু ২।১৫৯।

(২) শিষ্যশিষ্টিরবধেনাশক্তৌ রজ্জুবেণুবিদলাভ্যাং তনুভ্যামন্যেন ঘ্নন্ রাজ্ঞা শাস্যঃ।
গৌতম স্মৃতি ২ অ॥

(৩) ঋণদানং তথাদানং বস্তূনাং ক্রয়বিক্রয়ম্।
ন কুর্য্যাদ্গুরুণা সার্দ্ধং শিষ্যো ভূত্বা কদাচন॥ ঙ-সা।

(৪) উৎসাদনঞ্চ গাত্রাণাং স্নাপনোচ্ছিষ্টভোজনে।
ন কুর্য্যাদ্গুরুপুত্রস্য পাদয়োশ্চাবনেজনম্॥ মনু২।২০৯।

(৫) গুরুবৎ প্রতিপূজ্যাঃ স্যুঃ সবর্ণা গুরুযোষিতঃ।
অসবর্ণাস্তু সংপূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ॥ মনু ২।২১০।

(৬) অভ্যঞ্জনং স্নাপনঞ্চ গাত্রোৎসাদনমেব চ।
গুরুপত্ন্যা ন কার্য্যাণি কেশানাঞ্চ প্রসাধনম্॥ মনু ২।২১১।

(৭) গুরুপত্নী তু যুবতির্নাভিবাদ্যেহ পাদয়োঃ।
পূর্ণবিংশতিবর্ষেণ গুণদোষৌ বিজানতা॥ মনু ২।২১২।

( ) বর্জ্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্ব্বাণি প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনম্॥ মনু ২।১৭৭

বৃথা কলহ, দেশবার্ত্তাদির অন্বেষণ, মিথ্যাকথন, কুৎসিতাভিপ্রায়ে স্ত্রীলোকের প্রতি কটাক্ষ বা তাহাদিগকে আলিঙ্গন এবং পরের অনিষ্ঠাচরণ; এ সকল হইতে ব্রহ্মচারীকে নিবৃত্ত থাকিতে হইত (১)। ব্রহ্মচারীকে সর্ব্বত্র একাকী শয়ন করিতে হইত এবং তাহারা হস্তব্যাপারাদি দ্বারা কদাচ রেতঃপাত করিত না। কারণ তাহারা জানিত যে কাম বশতঃ রেতঃপাত করিলে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত নষ্ট হইয়া যায় (২)। এমন কি, যদি অকামতঃ ব্রহ্মচারীর স্বপ্ন-দোষে রেতঃস্খলন হইত, তাহাহইলে তাহাকে স্নান করিয়া সূর্য্য দেবের অর্চ্চনা করিতে হইত এবং আমার বীর্য্য পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করুক, ইত্যাদি বেদ মন্ত্র বারম্বার জপ করিতে হইত (৩)। এরূপ জপে তাহাদিগের স্খলিত বীর্য্য প্রত্যাবর্ত্তন করুক বা নাই করুক এটা তাহাদিগের বিশেষরূপ বোধগম্য হইত যে বীর্য্য স্খলনটা ব্রহ্মচারীর পক্ষে মহাপাপ এবং বীর্য্য রক্ষণই ব্রহ্মচর্য্য ধারণের অন্যতম উদ্দেশ্য (৪)। দুর্ব্বলকায় এবং দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি সংসারের কোন কাজ করিতেই সমর্থ হয় না, তাহার দ্বারা জগতে নিজের বা অন্যের কাহারও কোন মঙ্গল সাধিত হয় না। সুতরাং শরীরকে দৃঢ় ও বলবান করিতে হইলে বীর্য্য রক্ষা করিতেই হইবে। বীর্য্য রক্ষা না করিতে পারিলে তোমার অনিষ্ট ত ধ্রুবই এবং তোমার জীবনের সহিত বিশ্বের সংসৃষ্টতা নিবন্ধন তুমি বিশ্বেরও অনিষ্ট করিলে। শুক্রই মানবের সার বস্তু, তাহার ক্ষয় মহাপাপজনক। বহু কষ্টে শুক্র মানব শরীরে সঞ্চিত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ বলেন:—

রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্‌-মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জাতঃ শুক্রসম্ভবঃ॥

অর্থাৎ ভুক্ত বস্তু সম্যক্ পরিপাক হইলে উহা হইতে যে তরল সারভাগ বহির্গত হয়; তাহার নাম রস। রস যকৃতে গমন করিলে পিত্ত কর্ত্তৃক রঞ্জিত

(১) অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষ্ণোরুপানচ্ছত্রধারণম্।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীতবাদনম্॥
দ্যূতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরীবাদং তথানৃতম্।
স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্য চ॥ মনু ২।১৭৮।১৭৯।

(২) একঃ শয়ীত সর্ব্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎ ক্বচিৎ
কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ॥ মনু ২।১৮০।

(৩) স্বপ্নে সিক্ত্বা ব্রহ্মচারী দ্বিজঃ শুক্রমকামতঃ।
স্নাত্বার্কমর্চ্চয়িত্বা ত্রিঃ পুনর্ম্মামিত্যৃচং জপেৎ॥ মনু ২।১৮১।

(৪) ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ॥ পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র পাদ ২ সূত্র ৩৮॥

হইয়া রক্তে পরিণত হয়। ঐ রক্ত স্বীয় উষ্মাদ্বারা পক্ক ও বায়ু দ্বারা ঘনীভূত হইয়া মাংসাকারে পরিণত হয়। মাংস হইতে মেদঃ জন্মে। মেদঃ পক্ক ও শুষ্ক হইয়া অস্থিরূপ ধারণ করে। অগ্নিতে পাক হইয়া অস্থি হইতে একপ্রকার তরল পদার্থ উৎপন্ন হয়, সেই পদার্থ বায়ু দ্বারা ঘনিভূত হইয়া অস্থিরন্ধ্র পূর্ণ করে, ইহারই নাম মজ্জা এবং এই মজ্জা হইতে সার ভাগ বিভক্ত হইয়া শুক্র উৎপন্ন হয়॥ এবং শুক্র ক্ষয়ে দুর্ব্বলতা, মুখশোষ, পাণ্ডুবর্ণতা, হৃদয় স্ফোটন, ভ্রান্তি ক্লৈব্য এবং বিংশতি প্রকার মেহ রোগ জন্মে (১)। কিন্তু তত্রাপি সেই শুক্র যে আধুনিক বিদ্যার্থিগণ অবলীলাক্রমে ক্ষয় করে ইহাই আধুনিক সভ্যতার বাহাদুরি। শুক্রক্ষয়ই একমাত্র ভারতবাসীদিগের এত দুর্গতির কারণ। যদি আর্য্যবংশ রক্ষা করিতে চাহ, তাহা হইলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদিগকে শুক্রক্ষয়রূপ মহাপাপ হইতে রক্ষা করিতে কটিবদ্ধ হও, উহা না হইলে বি, এ, এম, এ, পাশ করাইলে কিছুই হইবে না। ইহা বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিও যে আয়ু, তেজ, বল, বীর্য্য, বুদ্ধি, শ্রী (শোভা), সৌন্দর্য্য, ধন, মহাযশ, পুণ্য এবং প্রীতি এই সকলকে অব্রহ্মচর্য্য নাশ করিয়া দেয় (২)। আধুনিক সম্প্রাদায়ের মধ্যে কেহ কেহ বৈধস্ত্রী সঙ্গাদি ও শরীর রক্ষার্থ বৈধাহারাদিকেই ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন; বাস্তবিক তাহা প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যের লক্ষণ নহে; তাহা সদগৃহস্থের লক্ষণমাত্র। ব্রহ্মচর্য্য শব্দের অর্থ ব্রহ্মবদাচার, স্ত্রী তৈল তাম্বুলাদি পরিত্যাগ, বিশেষতঃ স্ত্রী সেবা পরায়ণ হইলে কোন মতেই ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা পায় না, অর্থাৎ মৈথুনকর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্যের প্রবল শত্রু হয়, কেবল শৃঙ্গার করাকেই যে স্ত্রী সঙ্গ করা বলে এমত নহে, অষ্টবিধ ক্রিয়াকেই শৃঙ্গার বলে যথাঃ—স্ত্রীলোকের স্মরণ, স্ত্রীলোকের গুণানুকীর্ত্তন, স্ত্রীলোকের সহিত ক্রীড়া অর্থাৎ বিবিধা খেলা করণ, সর্ব্বদা স্ত্রীরূপ দর্শন ও স্ত্রীলোকদিগের সহিত গোপনে কথোপকথন, মানসে স্ত্রীসঙ্গ করিবার চেষ্টা করণ, ও স্ত্রীমুখ চুম্বনাদি, আর প্রকৃত রতিক্রিয়া নিষ্পত্তি, এই অষ্ট প্রকার

(১) দৌর্ব্বল্যং মুখশোষশ্চ পাণ্ডুত্বং সদনং ক্লমঃ।
ক্লৈব্যং শুক্রবিসর্গশ্চ ক্ষীণ শুক্রস্যলক্ষণং॥

(২) আয়ুস্তেজো বলং বীর্য্যং প্রজ্ঞা শ্রীশ্চ মহা যশঃ পুণ্যং চ মৎপ্রিয়ত্বং
চ হন্যতেঽব্রহ্মচর্য্যয়া॥ গৌতম স্মৃতি অ ৪।

মৈথুন, ইহার এক প্রকার আচরণ করিলেই ব্রহ্মচর্য্য ভ্রষ্ট হইয়া যায় (১)। শাস্ত্রের আদেশ এই যে ব্রহ্মচর্য্যবান্ পুরুষ কদাপি কাহার সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগ করিবে না, সর্ব্ব জীব প্রতি হিংসা ও অনুগ্রহ উভয়ই ত্যাগ করিবেক, এবং দম্ভ, লোভ মোহ, ক্রোধ, অসূয়া, আত্মস্তব, পরনিন্দায় বিরত হইবে (২)। এত কঠোরতার উদ্দেশ্য এই যে, যে সকল বৃত্তিনিচয় পরিস্ফুরিত হইয়া যৌবনের প্রারম্ভে মনুষ্যকে জীবনের সৎপথ হইতে বিচ্যুত করে, অধর্ম্মের আবর্ত্তে ভবিষ্যৎ উদ্যম নিচয়কে ডুবাইয়া রাখে, সেই সকল প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি-নিচয় কেবল নীতিশাস্ত্রের উপদেশে প্রতিরুদ্ধ হইবার নহে,— কেবল সমাজের বা রাজদণ্ডের তাড়নায় তাহা দমন হওয়া অসম্ভব। বাল্যকাল হইতে দৃঢ়তর অভ্যাস ও প্রকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে, এমত লোক অতি অল্পই আছেন, যাঁহারা যৌবনের দুর্দ্দান্ত বৃত্তিনিচয়ের প্রবল উৎপীড়নে মনুষ্য জীবনের সারভূত সচ্চরিত্রতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। এই সকল কারণে প্রাচীন আর্য্য-সমাজ-পরিচালকগণ নিজ বালকগণকে কেবল গ্রন্থের হস্তে সমর্পণ না করিয়া, প্রকৃতভাবে নীতিশিক্ষার অনুষ্ঠান করাইতেন। ঐরূপ অনুষ্ঠানে যে অমূল্য রত্ন, আর্য্যতনয়গণ কর্ত্তৃক অর্জ্জিত হইত, সে রত্ন যদ্যপি আজ হতভাগ্য ভারতে নাই কিন্তু যে কমনীয় রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়া তাহা বিলীন হইয়া গিয়াছে, সেই সকল মনরঞ্জন পুস্তকরূপ রশ্মিজাল আজও মানব চক্ষে বিলয় পায় নাই। আজও ন্যায়, পাতঞ্জল, সাংখ্য, কনাদ, মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন একেবারে লুপ্ত হয় নাই। এখনও রামায়ণ, মহাভারত, অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণ নিচয় সর্ব্বসংহারক কালের কঠোর শাসনের সমক্ষে সম্পূর্ণরূপে মস্তক অবনত করে নাই। এখনও চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি গ্রন্থ ভূগর্ভে প্রোথিত হয় নাই। এখনও ভাস্করাচার্য্য, আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির প্রভৃতি মনীষিবর্গের অনন্ত চিন্তার অমৃতময় ফল স্বরূপ সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি গ্রন্থ-নিচয় মহাকালের করাল বদনকুহরে প্রবেশ করে নাই! আছে ত সকলই! কিন্তু দেখে কে? বৈদেশিক সভ্যতার আতস বাজিতে আজ ভারত আত্মবিস্মৃত।

(১) ব্রহ্মচর্য্যং সদা রক্ষেদষ্টধা মৈথুনং পৃথক্। স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্ ॥৩১ সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ॥ এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥৩২। দঃ স্মৃঃ ৭ অঃ

(২) ব্রহ্মচর্য্যবান্ন চেন্দ্রিয় সংযোগ কুর্ব্বীত কেনচিৎ। উপেক্ষকঃ সর্ব্ব ভূতানাং হিংসানুগ্রহ পরীহারেণ। আত্মস্তব পরগর্হা দম্ভ লোভ মোহক্রোধাসূয়া বিবর্জ্জনং। বাজাসনেয় শাখায়াং।

তৃতীয় অধ্যায়।

গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্ম।

বিবাহ।

ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় যে দৃষ্টি কেবল আত্মোন্নতিতে সীমাবদ্ধ থাকে তাহা দীন, দুঃখী দরিদ্রাদিতে প্রসারিত হয়। এই আশ্রমে লোকের কর্ত্তব্য কার্য্যের সীমা অতি বিস্তৃত। সংসারাশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক লোক আর একা নহে। কি করিয়া স্ত্রী, ভ্রাতা, ভগিনী, কুটুম্ব, আত্মীয়, বন্ধু, স্বদেশ ও বিদেশবাসীর সহিত ব্যবহার করিতে হইবে এবং রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, উত্তমর্ণ-অধমর্ণ যজমান-পুরোহিত, প্রভু-ভৃত্য, রোগী-চিকিৎসক প্রভৃতির প্রতি কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে হইবে তাহা লইয়াই লোকে বিব্রত। সংসার তাহার পক্ষে বিশাল, অনন্তকর্ত্তব্যকর্ম্ম তাহার নয়ন পথে পতিত।

পরিণয় হইতেই সমাজের সৃষ্টি। ফলতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, মনুষ্যের সমাজ, ধর্ম্ম, নীতি, স্বাস্থ্য দীর্ঘজীবন, মিতাচার, মিতব্যয়িতা, বংশবৃদ্ধি সর্ব্ববিধ উন্নতি বিবাহের উপর নির্ভর করে। হিন্দুগণ বিবাহকে দশ সংস্কারের প্রধান সংস্কার বলিয়া থাকেন। উদ্বাহের উপর প্রত্যেক জীবনের, সমাজের ও দেশের সুখ দুঃখ, সুনীতি দুর্নীতি, পাপ পুণ্য, উন্নতি অবনতি, নির্ভর করে। অতএব এই গুরুতর বিষয়টী প্রত্যেককেই চিন্তা করা উচিত। যে পরিমাণে বিবাহের নিয়মাবলী নির্দ্দোষ হইবে, সেই পরিমাণে ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নতি সাধিত হইবে। শাস্ত্রে লিখিত আছে;—
"যাবন্নবিন্দতে দারান্ তাবদর্দ্ধ ভবেৎ পুমান্" যে পর্য্যন্ত পুরুষ দার পরিগ্রহ না করে তাবৎ অর্দ্ধ থাকে। গৃহস্থাশ্রমকে আশ্রয় করিয়া হিন্দুর অন্যান্য আশ্রমগুলি অবস্থিত। "ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষোর্থান্ সমশ্নুতে অর্থাৎ গৃহ গৃহই নহে, গৃহিণীই গৃহ বলিয়া খ্যাত, বিশেষতঃ তাঁহারই সহিত সকল পুরুষার্থ এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধিত হইয়া থাকে। স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গভাগিণী, স্ত্রী সহধর্ম্মিণী, স্ত্রী গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সুখে দুঃখে, ধর্ম্মে কর্ম্মে, ইহকালে পরকালে হিন্দুর স্ত্রী পতির ছায়াসদৃশী। বস্তুতঃ গৃহস্থাশ্রমধর্ম্মরূপ মহাবৃক্ষের কাণ্ড পুরুষ, শাখা ধর্ম্মপত্নী, আর ফল পুত্র।

সম্পূর্ণ বৃক্ষ যেমন উদ্যানের রমণীয়তা সম্পাদন করে সেইরূপ সম্পূর্ণ পুরুষগণ গৃহস্থাশ্রমীদিগের মধ্যে সমাজের শ্রী সম্পাদন করে ; নতুবা ফল ও শাখা বিমুক্ত কাণ্ডময় বৃক্ষ যেমন নিবিড় অরণ্যবাসের উপযুক্ত সেইরূপ স্ত্রীপুত্র বিহীন পুরুষের গৃহস্থাশ্রমীর সমাজ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্জ্জন অরণ্যবাসের জন্য প্রব্রজ্যা করাই উচিত। গৃহী না হইয়া গৃহস্থাশ্রমীর ধর্ম্ম অনুসরণ করা পাতকজনক। তাই গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইলে বিবাহ অপরিহার্য্য। গুরুগৃহে পঠনক্রিয়াসমাপনান্তে অক্ষত ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় দারপরিগ্রহই হিন্দু সমাজের বিধি। যত দিন না বিদ্যা শিক্ষা হয় ততদিন গুরুগৃহে বাস করিতেই হইবে। তৎপরে বিবাহাদি ক্রিয়া। ভগবান্ মনু বলেন :—

ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা ॥ ১।
বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ ॥ ২ ॥ মনু ৩।১-২।

ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর যাবৎ বেদত্রয়াধ্যয়নার্থ ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মের আচরণ করিবেন, অথবা তাহার অর্দ্ধেক কাল কিংবা চতুর্থাংশ কাল অথবা যত দিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণ না হয়, ততদিন গুরুগৃহে যাপন করিবেন। ১ ॥ অথবা নিজ শাখাধ্যয়নের পর বেদের তিন, দুই কিম্বা এক শাখা মন্ত্র ক্রমানুসারে অধ্যয়ন করিয়া অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন ॥ ২ ॥

ভবিষ্য পুরাণ আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া কহিলেন যে বিবাহের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ ধন সংগ্রহ করা অতীব আবশ্যক। খাইবার সংস্থান নাই অথচ বিবাহ এরূপ শাস্ত্রের অনুমোদনীয় নহে। এরূপ বিবাহে বরং পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিবাহের অনুপযুক্ত কাহারা ?

বিবাহ সম্বন্ধে হিন্দুদিগের একটী সুনিয়ম আছে। লোকে আজ কাল মানিয়া চলে না বলিয়াই সমাজের এরূপ অধোগতি হইয়াছে; তাই আমরা আমাদিগের মধ্যে দুর্ব্বল, পীড়িত ব্যক্তি দেখিতে পাইয়া থাকি। শাস্ত্রে আমরা "যে দীনা নিতরাং নিঃস্বাঃ", "কুষ্ঠাদ্যৈশ্চ মহারোগৈঃ পীড়িতা যে চ মানবাঃ", "অপক্করেতসো বা যে" "বৃদ্ধা বা জীর্ণবীর্য্যা শ্চ" ইত্যাদি যে সকল শ্লোক দেখিতে পাই তাহাতে ইহাই বুঝি যে, যাহারা "দীন, নিতান্ত নিঃস্ব", "যাহারা কুষ্ঠাদি অসাধ্য রোগগ্রস্ত", যাহারা "অপকরেত এবং যাহারা বৃদ্ধ বা জীর্ণবীর্য্য", তাহারা জনন-ক্রিয়ার অনধিকারী। কেহ যেন এরূপ না বুঝেন যে এই সূত্রগুলিতে দীনহীন প্রভৃতি কৃতদার ব্যক্তিকে নিঃস্বতা ও নিঃসম্বলতা-নিবন্ধন কেবল দারোপগমন হইতে বিরত হইতে উপদেশ করা হইয়াছে, পরন্তু তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে আদৌ দার পরিগ্রহ অনুচিত ইহাই উক্ত সূত্রের তাৎপর্য্য। যাহারা গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতে অশক্ত তাদৃশ উপজীবিকা শূন্য ব্যক্তিগণের দার পরিগ্রহ করা দুর্ব্বিষহ যাতনার নিদানস্বরূপ; সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তিদিগের বিবাহ অকর্ত্তব্য। নিঃস্ব ব্যক্তি বিবাহ করিলে পৃথিবীতে কতকগুলি নিঃস্ব নিরুপায় দরিদ্রের সৃষ্টি হইয়া থাকে, এইজন্য তাদৃশ পরভাগ্যোপজীবী দয়াপ্রার্থীর সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া দেশের অপকার করা অপেক্ষা, নিঃস্ব ব্যক্তির বিবাহ হইতে বিরত হওয়াই বিধেয়। কুষ্ঠাদিরোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ বিবাহ করিলে সন্তান সন্ততিগণ পিতৃরোগে জর্জরীভূত হয় বলিয়া তাদৃশ ব্যক্তিদিগের পক্ষে দার পরিগ্রহ নিষিদ্ধ। অপক্কবীর্য্য হইতে সমুৎপন্ন সন্তান প্রায়ই দীর্ঘজীবী হয় না, এবং জীবিতকাল পর্য্যন্ত দৌর্ব্বল্য ও অন্যান্য প্রকার রোগে প্রপীড়িত হয় বলিয়া তাদৃশ ব্যক্তিগণও বিবাহের অনধিকারী। যাঁহারা বার্দ্ধক্য বা অন্য কারণে নিতান্ত জীর্ণবীর্য্য, তাঁহাদের পক্ষেও প্রাগুক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান অসঙ্গত। কারণ জীর্ণ বীর্য্যোৎপাদিত সন্ততি নিতান্ত জীর্ণ-মস্তিষ্ক ও ক্ষীণ কলেবর হয়; শরীরে বলাধান মাত্র হয় না; নিরতিশয় শারীরিক দৌর্ব্বল্য বশতঃ অচিরেই কালগ্রাসে পতিত হয়; আর যদিও বা জীবিত থাকে, তবে এতই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে যে তাহার দ্বারা জগতের

কোন উপকারের সম্ভাবনা থাকে না, সেই জন্য জীর্ণবীর্য্য ব্যক্তিগণের দার পরিগ্রহ বা জনন কার্য্য নিষিদ্ধ। এই জন্যই বোধ হয় দীর্ঘদর্শী ঋষিগণ "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" বলিয়াছেন। পঞ্চাশের উর্দ্ধ বয়ঃক্রম হইলে গার্হস্থ ধর্ম্মে থাকা অনুচিত।

হিন্দুর গৃহে জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ হইতে পারে না। করিলে পরিবেদনা নামক দোষ ঘটে। তবে যদি জ্যেষ্ঠের কোন কারণ বশতঃ শাস্ত্রমত বিবাহ অসম্ভব হয়, তাহা হইলে তাঁহার অনুমতি লইয়া, কনিষ্ঠ বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু যদি পাত্র ;—

কুলশীলবিহীনস্য পণ্ডাদিপতিতস্য চ।
অপস্মারী-বিধর্ম্মস্য রোগিণাং বেশধারিণাম্।
দত্তামপি হরেৎ কন্যাং সগোত্রোঢ়াং তথৈব চ॥

কুলশীলহীন হয়, পাণ্ডিত্য গুণশূন্য এবং পতিত হয়, অপস্মারী (মূর্চ্ছাদি দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত) হয় এবং বিধর্ম্মী হয়, রোগী এবং সন্ন্যাসী বেশধারী হয় তাহা হইলে বাগ্দত্তা কন্যা হইলেও সে পাত্রের সহিত বিবাহ দিবে না। মূর্খ, গুণশূন্য, পতিত। অত্যাচারী, মহারোগী, ধর্ম্মত্যাগী, সমাজ বিদ্বেষিগণের হিন্দু শাস্ত্র মতে বিবাহ সংস্কার অসম্ভব।

পঞ্চম অধ্যায়।

কন্যার বিবাহের বয়স।

বিবাহের বয়স লইয়া আজকাল যত গণ্ডগোল। এক দল বলেন যে অল্প বয়সে বিবাহ দিলে দাম্পত্য প্রণয় দৃঢ় হইয়া থাকে। অন্য দল বলেন যে বাল্য বিবাহে বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, সন্তান সন্ততিগণ অল্পায়ু ও ক্ষীণ কলেবর হয়, সুতরাং বিবাহ যত অধিক বয়সে হইবে ততই মঙ্গল। বাল্য বিবাহ যে চিরস্থায়ী প্রকৃত প্রণয়ের উৎপাদক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অধিক বয়সে বিবাহ যদি অধিকতর সুখপ্রদ হইত তাহা হইলে ইউরোপীয়

সমাজে এত বিবাহ বিচ্ছেদ দেখা যাইত না। বাল্য বিবাহ হইলেই যে রমণীগণের বিধবা হইবার সম্ভাবনা—নতুবা নহে—এ কথা অতি অশ্রদ্ধেয়। মৃত্যুর কালাকাল নাই। স্ত্রী ও পুরুষের জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলে ইহাই আমরা বুঝিতে পারি যে, সকল দেশের স্ত্রীলোকেরা পুরুষ অপেক্ষা অধিক দিন বাঁচে (১) সুতরাং অধিক বয়সে বিবাহ হইলেই যে স্ত্রীলোকগণ বৈধব্য যন্ত্রণার হাত এড়াইলেন এ বিশ্বাস অমূলক। বাল্য বিবাহ হইলেই যে সন্তানাদিগণ ক্ষীণকায় হইবে এ কথাও ভ্রমাত্মক। বাল্য বিবাহ বস্তু এক ও সন্তান উৎপাদন বস্তু অন্য এক। শেষোক্ত বিষয়ে শাস্ত্রীয় মত যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে; এক্ষণে বিবাহের বয়স সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে অঙ্গিরার মত সমধিক প্রচলিত। তাঁহার মতে আট বৎসর হইতে দশ বৎসর (২) ও মনুর মতে আট বৎসর হইতে দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত স্ত্রীজাতির বিবাহোপযোগী কাল (৩)। মোট কথা এই যে, কন্যাগণের রজোদর্শনের পূর্ব্বেই বিবাহ দেওয়া শাস্ত্রের বিধি। মহাভারতেও এরূপ বিবাহের সুস্পষ্ট বিধান দৃষ্ট হইয়া থাকে যথা:—"অতোঽপ্রবৃত্তে রজসি কন্যাং দদ্যাৎ পিতা সকৃৎ" অর্থাৎ রজঃ প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেই পিতা কন্যা সম্প্রদান করিবেন। কারণ বৃহস্পতির মতে "কালে যে পিতা কন্যা দান না করে ও যে পতি পত্নী সংসর্গ না করে ও যে পুত্র মাতাকে পালন না করে তাহারা পাপী ও ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে দণ্ডনীয় হইয়া থাকে" (৪)। আমাদের দেশে যে ব্যক্তি রজস্বলা কন্যার পাণিগ্রহণ করে তাহাকে বৃষলী পতি বলিয়া তাহার

---

(১) The proportion of deaths is greater among males than females (See Dr. Robert's Practice of medicine, page 5)

(২) আবৃত্তে তীর্থগমনে প্রতিজ্ঞাতে চ কর্ম্মণি। কালাত্যয়ে চ কন্যায়াঃ কালদোষো ন বিদ্যতে॥ অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষাতু রোহিণী। দশমে কন্যকা প্রোক্তা অতঃ উর্দ্ধং রজস্বলা॥ তস্মাৎ সম্বৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈঃ। প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কাল দোষতঃ॥ (অঙ্গিরা)।

(৩) ত্রিংশদ্বর্ষোবহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥ মনু ৯।৯৪।

(৪) কালেঽদাতা পিতা বস্তু কালে চানুপয়ন্ পতিঃ।
মাতৃশ্চারক্ষিতা পুত্রঃ দণ্ড্যোধর্ম্মেণ পাপভাক॥ বৃহস্পতিঃ॥

সহিত কেহ আহারাদি বা তাহার শ্রাদ্ধাদি করে না (১)। এক কথায় তাহাকে সমাজ চ্যুত করিয়া রাখা হয়। বাল্য বিবাহের যাঁহারা পক্ষপাতী নহেন তাঁহারা বলেন যে প্রথমতঃ পূর্ব্বে যে মনুর মতের উল্লেখ করা হইয়াছে (অর্থাৎ যাহাতে "ত্রিশ বয়স্ক ব্যক্তি দ্বাদশ বর্ষীয়সী অভিমত কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। চব্বিশবর্ষ বয়স্ক ব্যক্তি অষ্টবর্ষা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। ইহার পূর্ব্বে বিবাহ হইলে ধর্ম্মে অবসন্ন হইতে হয়" বলা হইয়াছে) তাহা প্রামাণ্য নহে; কারণ তাহা হইলে মনু কখনই বলিতেন না যে—

কামমামরণাৎ তিষ্ঠেদ্গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেৎ তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥ মনু ৯।৮৯।

ঋতুমতী হইয়াও কন্যা বরং যাবজ্জীবন গৃহে থাকিবে, তত্রাপি নির্গুণ পাত্রস্থ করিবে না॥ ৮৯॥ অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে বিবাহ হওয়া মনুর মত নহে। এবং দ্বিতীয়তঃ ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে যদি বিবাহ শাস্ত্র সিদ্ধ হয় তবে দ্বাদশ বৎসরে বালিকাদিগের রজোদর্শন হয় না, সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ মতে এরূপ বিবাহ কখনই অনুমোদিত হইতে পারে না। উত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে ঋতুমতী হওয়ার পর বিবাহের আদেশ কেবল মাত্র বরের সদ্‌গুণ সম্পন্ন হওয়ার প্রশংসাধিক্য পর বুঝিতে হইবে। কারণ এক পক্ষে গুণবান্ বর না পাইলে কন্যাকে আজীবন গৃহে রাখার যেরূপ বিধান আছে, গুণবান্ বর প্রাপ্ত হইলে অষ্ট বর্ষের পূর্ব্বেও কন্যা সম্প্রদান করা যায়, মনুর তদ্রূপ ব্যবস্থাও দৃষ্ট হয়। যথা—

উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্‌যথা বিধি। মনু ৯।৮৮।

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও কুলে শীলে উৎকৃষ্ট, রূপবান্ বর পাইলে কন্যা বিবাহ যোগ্যা না হইলেও তাহাকে সম্প্রদান করিবে। দ্বিতীয়তঃ দ্বাদশ বৎসরে বা দ্বাদশ বৎসরের পরেই রজোদর্শনের কাল বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। সুশ্রুত ১৪শ অঃ শোণিত বর্ণনীয় সূত্রে বলেন দ্বাদশ

---

(১) পিতৃগৃহে চ যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা। ভ্রূণ হত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলী স্মৃতা॥ যস্তু তাং বরতে কন্যাং ব্রাহ্মণো জ্ঞান দুর্ব্বলঃ। অশ্রাদ্ধেয়মপাংক্তেয়ং তং বিদ্যাৎ বৃষলী পতিম্॥ অত্রি এবং কাশ্যপ।

বৎসরের পর রস হইতে স্ত্রীলোকের রজঃ সংজ্ঞক রক্ত প্রবর্ত্তিত হইয়া, পঞ্চাশৎ বৎসরে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় (২)। সুশ্রুতের অন্য স্থানে ও অর্থাৎ ৩য় অঃ গর্ভবিক্রোন্তি শারীর স্থানেও আমরা দেখিতে পাই যে "দ্বাদশ বৎসরে প্রবর্ত্তমান সেই রজোরক্ত পঞ্চাশ বৎসরে শরীর জরাজীর্ণ হইলে, পুনরায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়" (৩)। বাগ্‌ভটেও অনুরূপ মতের পোষকতা দেখা গিয়া থাকে; যথা দ্বাদশ বৎসরের পরে স্ত্রীজাতির মাসে মাসে তিন দিবস করিয়া রসধাতুর পরিণামভূত রজঃসংজ্ঞক রক্ত প্রবর্ত্তিত হয় এবং উহা পঞ্চাশ বৎসরের পরে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে (৪)। অতএব দেখা যাইতেছে যে দ্বাদশ বৎসরে বা দ্বাদশ বৎসরের পরই স্ত্রীজাতির প্রথম রজোদর্শনের কাল (৫)। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রও এই দ্বাদশ বৎসরেই স্ত্রীজাতির বিবাহ দিতে আদেশ করেন। সুশ্রুত বলেন;—"অথাস্মৈ পঞ্চবিংশতি বর্ষায় দ্বাদশ বর্ষাং পত্নীমাবহেৎ" অনন্তর পঞ্চবিংশতিবর্ষবয়স্ক পুরুষের সহিত দ্বাদশবর্ষীয়সী কন্যার বিবাহ প্রদান করিবে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রেরও যে মত আয়ুর্ব্বেদেরও সেই মত। এতদ্ব্যতীত রজোদর্শনের পূর্ব্বে স্ত্রীজাতির বিবাহ হওয়া সম্বন্ধে একটী সুযুক্তি আছে। প্রথম ঋতুর পর হইতেই স্ত্রীলোকদিগের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন হয়, তখন তাহারা বালিকা স্বভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক যুবতীজনোচিত প্রকৃতির অধিকারিণী হয়। হিন্দুদিগের এ বিশ্বাস অলীক নহে। পাশ্চাত্য শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণও ঠিক অনুরূপ বলিয়া থাকেন। যথাঃ—

(২) রসাদেব স্ত্রিয়া রক্তং রজঃ সংজ্ঞং প্রবর্ত্ততে, তদ্বর্ষাৎ দ্বাদশাদূর্দ্ধং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্। সুশ্রুত ॥

(৩) তদ্বর্ষাৎ দ্বাদশাৎ কালে বর্ত্তমানমসৃক্ পুনঃ।
জরাপক্ব শরীরাণাং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্ ॥ সুশ্রুত ॥

(৪) মাসি মাসি রজঃ স্ত্রীণাং রসজং স্রবতি ত্র্যহম্।
বৎসরাৎ দ্বাদশাদূর্দ্ধং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ং ॥ বাগ্‌ভট ॥

(৫) "দ্বাদশ বৎসরে বা দ্বাদশ বৎসরের পরে" এইরূপ বিকল্প নির্দ্দেশের তাৎপর্য্য এই যে "দ্বাদশাৎ" এই পদটী পঞ্চমী বিভক্ত্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হওযায়, উর্দ্ধ শব্দের সহিত যোগ না করিয়া ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী "এই সূত্র অনুসারে ল্যবন্ত অধিকৃত্য বা অতীত্য শব্দ দ্বাদশ শব্দের পর লোপ করা যাইতে পারে। সুতরাং "দ্বাদশ বৎসরে বা দ্বাদশ বৎসরের পরে এই উভয় বিধ অর্থ গ্রহণ করা যায় ॥

MENSTRUATION.

The effects of the development of this function upon the body and mind of a young girl are very striking. The figure enlarges, becomes rounder and more fully formed, the Pelvis expands, mammai enlarge and the general bearing becomes graceful and dignified. The mental change is as remarkable, the pursuits of girlhood are exchanged for more womanly interests and a more exquisite perception of her position and relative results in higher enjoyment, veiled by a more delicate modesty. These changes are rapid and occurring at this peculiar period doubtless fit the individual for the more perfect fulfilment of the duties about to devolve upon her (see Theory and Practice of Midwifery by Dr. Churchill Page 121).

"অর্থাৎ প্রথম রজোযোগের পর হইতে স্ত্রীলোকের শারীরিক ও মানসিক বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। যথা—শরীর পুষ্ট, গঠন সুগোল ও শোভাযুক্ত, নিতম্বদেশ প্রসারিত, স্তনদ্বয় বর্দ্ধিত এবং সমুদয় অবয়ব সুদৃশ্য ও লাবণ্যযুক্ত হয়। মানসিক পরিবর্ত্তনও আশ্চর্য্যরূপে লক্ষ্য করা যায়। যথা—বাল্যকালের অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহারা স্ত্রীজাতির কার্য্য ও আচরণে মনোনিবেশ করে, সর্ব্বদা বিনীত ও লজ্জিত ভাবে থাকে, স্বীয় অবস্থান্তর জানিয়া তদুপযুক্ত সুখসম্ভোগে ইচ্ছুক হয় এবং যে মহৎ অভিপ্রায়ে স্ত্রীজাতি সৃষ্ট হইয়াছে শীঘ্রই তৎকার্য্যক্ষম হইয়া উঠে"।

উল্লিখিত মতবাদে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে স্ত্রীজাতির পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইলে ঋতুর পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত। ঋতুর পরে যদি কেহ চিত্ত চাঞ্চল্য বশতঃ দুর্ব্বলতার পরিচয় দেয়, এই আশঙ্কায় সুবিজ্ঞ আর্য্য পণ্ডিতগণ ঋতুর পূর্ব্বে বিবাহের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। বালিকা বয়সে বিবাহ হয় বলিয়াই হিন্দুরমণীর ধৈর্য্য, সুশীলতা, মৃদুতা, লজ্জা, ভয়, সরলতা, বশ্যতা প্রভৃতি গুণ জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। অতি তরুণকালে বালিকাগণের সুকুমার হৃদয়ের প্রেমানুরাগ যেমন প্রস্ফুরিত হইতে আরম্ভ হয়, অমনি তাহারা পতি লাভ করে। তাহাদিগের পূর্ব্বানুরাগ এজন্য যথাযোগ্য আধার পাইয়া ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তি লাভ করে। বালিকার পূর্ব্বানুরাগ প্রগাঢ় হইয়া

ক্রমে ক্রমে সুদৃঢ় পাতিব্রত্য ধর্ম্মে পরিণত হয়। বয়োধিকার বিবাহে এ সুবিধা ঘটিতে পারে না। যাহারা অধিক কাল, কি চিরকাল পিত্রালয়ে থাকেন, সে সকল রমণী কিছু অধিকতর স্বাধীন প্রকৃতি, নির্লজ্জ ও অবাধ্য হইয়া পড়ে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পুরুষের বিবাহের বয়স।

অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করাই শাস্ত্রের বিধি। যত দিন না অধ্যয়ন শেষ হয় ততদিন বিবাহ করিবে না। অধ্যয়ন কাল নিরূপণ সম্বন্ধে মনুর মত এই—

ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা॥ মনু ৩।১

ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর যাবৎ বেদত্রয়াধ্যয়নার্থ ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মের আচরণ করিবেন, অথবা তাহার অর্দ্ধেক কাল কিংবা চতুর্থাংশ কাল অথবা যত দিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণ না হয়, তত দিন গুরুগৃহে যাপন করিবেন।

উপনয়ন সংস্কার না হইলে বেদপাঠের অধিকার জন্মে না। অষ্টম বৎসর উপনয়নের প্রশস্ত কাল। বেদ পাঠের নিয়তম নয় বৎসর এবং উপনয়ন গ্রহণের নিম্নতম অষ্টবর্ষ একুনে কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক অষ্টাদশবর্ষ পুরুষের বিবাহের নিয়তম সংখ্যা বলা যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ নিয়তম বয়সে বিবাহ হওয়া মনুর অভিমত নহে। সেই জন্যই তিনি স্থানান্তরে বলিয়াছেন।

ত্রিংশদ্বর্ষোবহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥ মনু ৯।৯৪

ত্রিশ-বর্ষীয় যুবক মনোমত দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে; চব্বিশবর্ষ বয়স্ক ব্যক্তি অষ্টবর্ষা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে কিন্তু ইহার পূর্ব্বে বিবাহ করিলে ধর্ম্মে অবসন্ন হইতে হয়।

মনুর ন্যায় মহর্ষি সুশ্রুত বলেন—"অথাস্মৈ পঞ্চবিংশতিবর্ষায় দ্বাদশবর্ষাং পত্নীমাবহেৎ" পঞ্চবিংশতিবর্ষ বয়স্ক পুরুষের সহিত দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যার বিবাহ প্রদান করিবে। সাধারণতঃ পুরুষের এরূপ যৌবন বিবাহ কর্ত্তব্য। কিন্তু যাহারা ভোগবিলাসে বর্দ্ধিত, ইন্দ্রিয় তৃপ্ত্যর্থে তৃষিত তাহারা অষ্টাদশবর্ষে বিবাহ করিতে পারেন। তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি হইবে না কারণ ভুজবলভীমে ও বাগ্‌ভটে (১) বিংশবর্ষে সন্তানোৎপাদনের বিধান আছে। অষ্টাদশবর্ষে বিবাহ কেবল অবস্থা বিশেষের বিধান মাত্র, ঋষিদিগের অভিমত নহে।

সপ্তম অধ্যায়।

অন্যান্য দেশে ন্যূন বয়সে বিবাহ।

ভারতবর্ষে বিবাহের নিম্নতম বয়স কত তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এক্ষণে অন্যান্য সভ্য জগতে কিরূপ ন্যূন বয়সে বিবাহ হইতে পারে তাহা বলা যাইতেছে। পর্টুগালে ১৪ বৎসর বয়সে পুরুষ এবং ১২ বৎসর বয়সে স্ত্রীলোক বিবাহ করিতে পারে। জর্ম্মনিতে ১৮ বৎসর বয়স না হইলে কোন পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না। গ্রীসদেশে ১৭ বৎসর বয়সে পুরুষ এবং ১২ বৎসর বয়সে বালিকারা বিবাহ করিতে পারে। ফ্রান্স এবং বেলজিয়মে ১৮ বৎসর বয়সে পুরুষ এবং ১৬ বৎসর বয়সে স্ত্রীলোক বিবাহ করিতে পারে। স্পেনদেশে ১৪ বৎসর বয়সে পুরুষ এবং ১২ বৎসর বয়সে স্ত্রীলোক বিবাহ করিতে পারে। সুইজারলণ্ডে ১৭ বৎসর বয়সে পুরুষ এবং ১২ বৎসর বয়সে স্ত্রীলোক বিবাহ করিতে পারে। রুষিয়াতে ১৮ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কোন পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না। অষ্ট্রীয়াতে ১৪ বৎসর বয়সে পুরুষ এবং স্ত্রীলোক বিবাহ করিতে পারে। তুরস্ক দেশে বালক বালিকারা ঠিক হইয়া হাঁটিতে পারিলে অথবা বিবাহ সম্বন্ধীয় আবশ্যক বিষয় গুলি বুঝিতে

(১) পুমান্ বিংশতিবর্ষশ্চেৎ পূর্ণষোড়শবর্ষয়া॥ ভুজবলভীম।
পূর্ণষোড়শবর্ষা স্ত্রী পূর্ণবিংশেন সঙ্গতা॥ বাগ্‌ভটঃ॥

পারিলেই বিবাহ করিতে পারে। হাঙ্গারিতে রোমান্ ক্যাথলিকদিগের মধ্যে পুরুষ ১৪ বৎসর বয়সে এবং স্ত্রীলোক ১২ বৎসর বয়সে, প্রোটেষ্টান্ট-দিগের মধ্যে পুরুষ ১৮ ববৎসর বয়সে এবং স্ত্রীলোক ১৫ বৎসর বয়সে বিবাহ করিতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়।

বয়োবৃদ্ধা কন্যার বিবাহ।

স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীর বয়স অল্প হওয়া উচিত। যাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার বশবর্ত্তী হইয়া নিজের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা রমণীর পাণি গ্রহণ করেন তাঁহারা যুক্তি বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া থাকেন। এরূপ বিবাহ বিজ্ঞান সম্মত হইতে পারে না। প্রবল ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতাই এরূপ বিবাহের জনক। আয়ুর্ব্বেদমতে স্বামী যদি স্ত্রীর তুলনায় অতি বালক ও অসম্পূর্ণ ধাতু হয় তবে তাদৃশ বয়োবৃদ্ধার সহবাসে পুরুষের বীর্য্য অধিক ক্ষয় হইয়া তাহার শরীর অল্পোদক তড়াগের ন্যায় শুষ্ক হইয়া যায় (১)। বোধ হয় সেইজন্যই অস্মদ্দেশে স্বামীর অপেক্ষা স্ত্রীর অল্প বয়স্কা হওয়ার বিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্বামী অপেক্ষা কম বয়স্কা অথচ তরুণীর সহবাসে যে সন্তানাদি জন্ম গ্রহণ করে তাহারা হৃষ্টপুষ্ট ও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে (২)। আয়ুর্ব্বেদকারদিগের অভিমত এই যে তরুণী সহবাসে বৃদ্ধ ও নবীন হইয়া থাকে এবং বয়োবৃদ্ধা স্ত্রীর সহবাসে যুবা ব্যক্তিও বৃদ্ধ হইয়া পড়ে (৩)। কিন্তু তা বলিয়া যে বৃদ্ধ তরুণী বিবাহ করিবেন আমরা সেরূপ বিবাহের পক্ষপাতী নহি ; কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বার্দ্ধক্য অবস্থা প্রাপ্ত বা অন্য কারণে নিতান্ত জীর্ণবীর্য্য ব্যক্তিগণের দার পরিগ্রহ অনুচিত।

(১) অতিবালোহ্যসম্পূর্ণসর্ব্বধাতুঃ স্ত্রিয়ো ব্রজন্।
উপতপ্যেত সহসা তড়াগমিব কালজম্॥ চরক চিকিৎসাস্থান অং।

(২) ন্যূনে বৈ রেতঃ সিক্তং মধ্যং স্ত্রিয়ং প্রাপ্য স্থবিষ্টং ভবতি॥
ঐ, ব্রাহ্মণ পং ৬ অধ্যায় ৩।

(৩) বৃদ্ধোঽপি তরুণীং গত্বা তরুণত্বমবাপ্নুয়াৎ।
বয়োধিকাং স্ত্রিয়ং গত্বা তরুণঃ স্থবিরায়তে॥

নবম অধ্যায়।

রজস্বলা কন্যার বিবাহ ও তৎকর্ত্তৃক স্বামি নির্ব্বাচন।

আমরা পূর্ব্বে মনুর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছি যে "ঋতুমতী হইয়াও কন্যা বরং যাবজ্জীবন গৃহে থাকিবে, তথাপি নির্গুণ পাত্রস্থ করিবে না" (১)। এরূপ বিধি কেবল গুণবান্ পাত্রের অভাব বশতঃ প্রযোজ্য হইতে পারে নতুবা নহে। উৎকৃষ্ট বর প্রাপ্ত হইলে কন্যাকে বিবাহোপযোগ্য কালের পূর্ব্বেও পাত্রস্থ করা যাইতে পারে (২)। আপনি উপযাচিকা হইয়া হিন্দুকন্যাগণ কখনও বর অন্বেষণ করিতেন না। তাহাদের স্বেচ্ছায় কার্য্য করিবার কোন ক্ষমতা ছিল না। বালিকা অবস্থায় তাহারা সম্পূর্ণ পিত্রাজ্ঞাধীন থাকিত ইহা মনুর "পিতা রক্ষতি কৌমারে" প্রভৃতি শ্লোক দেখিয়া উপলব্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং তাহারা স্বেচ্ছায় পিত্রাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া বাটীর বাহিরে গমনপূর্ব্বক বর অন্বেষণ করিত না ইহা স্বীকার্য্য। তবে পিত্রাদিরা গুণবান্ বরকে কন্যা সম্প্রদান না করিলে কন্যা ঋতুমতী হইলেও তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া স্বয়ম্বরা হইতে পারিত (অর্থাৎ আপন উপযুক্ত পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত ছিল) (৩)। কারণ পিত্রাদি কর্ত্তৃক অদীয়মানা কন্যা যথাকালে স্বয়ং কোন পুরুষকে বরণ করিলে তাহার কিছুমাত্র পাপ হয় না (৪) শাস্ত্রের এইরূপ অভিমত: কিন্তু স্বয়ংবরা কন্যা, পিতৃমাতৃ বা ভ্রাতৃদত্ত ভূষণাদি গ্রহণ করিবার অধিকারিণী ছিল না, গ্রহণ করিলে তাহা চৌর্য্যবৃত্তি রূপে পরিগণিত হইত (৫)। ইহাতেই বোধ হইতেছে যে পিত্রাদির আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বয়ংবরা হইলে কন্যা তাঁহাদিগের স্নেহরস হইতে বঞ্চিতা হইত। যাহা হউক উল্লিখিত শাস্ত্রীয় মত বাদে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, কোন কারণ বশতঃ রজঃ প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে বিবাহ না হইলে ঋতুর পরে কন্যার

---

(১) এবং (২) মনু ৯ অধ্যায়, ৮৯ ও ৮৮ শ্লোক দেখ।

(৩) ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেতসদৃশং পতিম্॥ মনু ৯।৯০

(৪) অদীয়মানা ভর্ত্তারমধিগচ্ছেদযদি স্বয়ম্।
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি নচ যং সাধিগচ্ছতি॥ মনু ৯।৯১।

(৫) অলঙ্কারং নাদদীত পিত্র্যং কন্যা স্বয়ংবরা।
মাতৃকং ভ্রাতৃদত্তং বা স্তেনা স্যাদযদিতংহরেৎ॥ মনু ৯।৯২

বিবাহ হইতে পারে ইহা মনুর বিশেষ বিধি। তা বলিয়া পিতা মাতা যে ইচ্ছাপূর্ব্বক কন্যাকে ঋতুমতী করিয়া গৃহে রাখিয়া দিবেন এরূপ মনুর বিধি নাই। আর কন্যাও যে পিতা মাতার শাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজ পতি অন্বেষণ করিয়া লইবেন এরূপও শাস্ত্রের আদেশ নাই।

দশম অধ্যায়।

বিবাহে কন্যা সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য কি ?

বিবাহ করিতে হইলে কন্যার যে যে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয় তাহা এই ঃ— * * * * *

অনন্য পূর্ব্বিকাং কান্তামসপিণ্ডাং যবীয়সীম্॥ ৫২
অরোগিণীং ভ্রাতৃমতীমসমানার্ষগোত্রজাম্।
পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধাং মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা॥ ৫৩॥
দশপুরুষবিখ্যাতাচ্ছ্রোত্রিয়াণাং মহাকুলাৎ।
স্ফীতাদপি ন সঞ্চারিরোগদোষসমন্বিতাৎ॥ ৫৪॥
এতৈরেব গুণৈর্যুক্তঃ সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়ো বরঃ।
যত্নাৎ পরীক্ষিতঃ পুংস্ত্বে যুবা ধীমান্ জনপ্রিয়ঃ॥ ৫৫॥

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১ অধ্যায়।

যিনি অপরের উপভুক্তা নহে, কান্তিমতী, অসপিণ্ডা (পিতৃবন্ধু হইতে অধস্তন সপ্তম এবং মাতৃবন্ধু হইতে অধস্তন পঞ্চম পর্য্যন্ত, সপিণ্ড কহে; তদ্ভিন্ন), বয়ঃকনিষ্ঠা, অরোগিণী (অর্থাৎ যাহার দুশ্চিকিৎস্য রোগ নাই), ভ্রাতৃযুক্তা, অসমান প্রবরা, অসগোত্রা এবং মাতৃপক্ষ হইতে পঞ্চম পুরুষের ও পিতৃপক্ষ হইতে সপ্তম পুরুষের পরবর্ত্তিনী একটী সুলক্ষণা কন্যাকে বিবাহ করিবে। মাতৃপক্ষের পাঁচপুরুষ এবং পিতৃপক্ষের পাঁচ পুরুষ এই দশ পুরুষের বিদ্যাদি গুণে অতি সুবিখ্যাত পুত্রপৌত্র-দাস-দাসী-ধনধান্যাদি-সমৃদ্ধ শ্রোত্রিয়-দিগের অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রাধ্যায়ীদিগের মহাকুল হইতে বিবাহ করা নিয়ম বটে কিন্তু কুষ্ঠ প্রভৃতি সঞ্চারী রোগ, কিম্বা হীন-ক্রিয়ত্বাদি দোষ থাকিলে ঐ

কুল হইতে কন্যা বিবাহ কর্ত্তব্য নহে। (পুরুষ সম্ভাব্য) এই সকল গুণযুক্ত এবং দোষ বর্জ্জিত, সবর্ণ, শ্রোত্রিয়, পুংস্ত্ব বিষয়ে বিশেষযত্নসহকারে পরীক্ষিত, অস্থবির, বুদ্ধিমান্ এবং জনপ্রিয় ব্যক্তি বর পাত্র হইবার উপযুক্ত।

অস্মদ্দেশে সপিণ্ডার বিবাহ হইতে পারে না। ইহা যেমন শাস্ত্র বিরুদ্ধ তেমনিই বিজ্ঞান বিরুদ্ধ। স্বজাতীয় ধাতু সংযোগে যে সন্তান উৎপন্ন হয় তাহাদের অধিকাংশেরই কুষ্ঠ প্রভৃতি ঘোরতর রোগ জন্মিবার বিশেষ সম্ভাবনা। ডাক্তার রডক সাহেব বলেন যে "তিনি বিলাতের এক রক্তের সংস্রবে বিবাহিত একটী পরিবারে ৯টী সন্তানের মধ্যে ৮টীকে বধির ও বোবা হইতে দেখিয়াছিলেন। এক রক্তের সংস্রবে বিবাহের আর একটী প্রধান দোষ এই যে বংশগত ব্যাধি থাকিলে, তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ প্রবলরূপে ঐ ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে (১)"। মুসলমানদিগের বংশে যে এত জড়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে স্বজাতীয় ধাতুসংযোগই তাহার একটী কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। জাত কর্ম্মাদি সংস্কার বিহীন, বেদ অধ্যয়ন রহিত কুলে বিবাহ করিলে সন্তানাদি বিদ্বান্ সচ্চরিত্র, ধার্ম্মিক হওয়া নিতান্তই অসম্ভব, কারণ যে বংশে কোন সৎকার্য্য নাই, বিদ্যার চর্চ্চা নাই, সে বংশে কিরূপে সুফল আশা করা যাইতে পারে সুতরাং তাদৃশ কুল বিবাহে পরিত্যাজ্য। কন্যামাত্র প্রসূত কুলে কন্যাসন্তানাধিক্য হইতে পারে। রোগগ্রস্ত কুলে রোগের সঞ্চার হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে, বিশেষতঃ মনুরমতে "ক্ষয্যাময়াব্যপস্মারি-শ্বিত্রি-কুষ্ঠিকুলানি চ" মনু (৩।৭) অর্শ, রাজযক্ষ্মা, অপস্মার, (হিষ্টিরিয়া আদি মূর্চ্ছা রোগ) শ্বিত্র এবং কুষ্ঠ রোগে যে কুল আক্রান্ত তাদৃশ কুলে বিবাহ সম্পূর্ণ নিষেধ; কারণ তাদৃশ রোগ বংশ পরম্পরায় চলিয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করিলেই মঙ্গল নতুবা কষ্ট পাইতে হয়।

(1) The consequence of the *intermarriage of persons of the same blood* such as first or second cousins, is to perpetuate and intensify any constitutional infirmity in the next generation. * * *

A large proportion of those children who are born with defective senses—blind, deaf, dumb etc.—are the offspring of near relations. (Lady's Manual by. E. H. Ruddock M. D. Page 113-114.)

একাদশ অধ্যায়।

বিবাহে কোষ্ঠী দর্শন প্রথা।

হিন্দুদিগের বিবাহের পূর্ব্বে কোষ্ঠীগণনা করিয়া দেখিবার প্রথা আছে। অনেক পাশ্চাত্যসভ্যতালোকে আলোকিত ও গর্ব্বান্ধ-তমসে-সমাচ্ছন্ন ব্যক্তি-গণ এই প্রথাকে কুসংস্কার বলিয়া মনে করেন। এটী তাঁদের বিষম ভ্রম। ইহার ভিতরেও বৈজ্ঞানিক রহস্য বিদ্যমান আছে। রমণী যতই সুন্দরী হউন—যতই গুণবতী হউন—স্বামীর কায়াগ্নির সহিত তাহার কায়াগ্নির সামঞ্জস্য না হইলে বিভ্রাট। তাহার দোষে স্বামীর প্রাণ নাশ হইতেও পারে এবং স্বামীর দোষেও তাহার রুগ্নতা জন্মিতে পারে। এইজন্য "নাঽপরীক্ষ্য স্পৃশেৎ কন্যামবিজ্ঞাতাং কদাচন" পরীক্ষা না করিয়া কাহারও পাণিগ্রহণ করিও না; এরূপ শাস্ত্রের আদেশ দেখা যায়। আর যদি কায়াগ্নির সহিত কায়াগ্নির সামঞ্জস্য হয় তবে আর কোন বিঘ্ন বিপত্তি নাই—পরম সুখে কালাতিপাত হইতে পারে। কায়াগ্নি মাত্রেই সমান নহে। যদি তাহা হইত তবে কেন পশু শরীরের তাপ মানব শরীরের অহিতকারী; তবে কেন ছাগ, মেষ ও মৃগ শরীরের তাপ যক্ষ্মারোগীর উপকারী? এমন অনেক লতা আছে যে তাহাদের দীর্ঘ আলিঙ্গনে তুযুক-প্রাণী বৃক্ষেরা মূর্দ্ধশুষ্ক হইয়া মরিয়া যায়। আবার এমন লতা ও এমন বৃক্ষ আছে যে তাহারা পরস্পরের সংসর্গে নবজীবন ধারণ করে। বৃদ্ধকে আলিঙ্গন করিলে কনিষ্ঠের ক্ষতি হইতে দেখা যায়। সেই জন্যই বোধ হয় আমাদের দেশে বৃদ্ধাস্ত্রীলোকের নিকট বালকগণকে শুইতে দেওয়া হয় না। যাহাই হউক কায়াগ্নি উপহাসের বস্তু নহে। শরীর-তত্ত্ববিৎ আর্য্যেরা বলেন যে এই ভৌতিক দেহে দশ প্রকার বহ্নি অর্থাৎ তেজ আছে। সেই বহ্নি যত কাল স্বস্থ থাকে তত কাল কোন রোগ হয় না (১)। বৈদ্য শাস্ত্রেও কায়াগ্নি সম্বন্ধে বায়ু, পিত্ত, কফ বিভাগে মানবের

---

(১) "ভ্রাজকোরঞ্জকশ্চৈব বাতকৃৎ শ্লেষ্মকৃত্তথা। পাচকোরেচকঃ ষষ্ঠো দাহকঃ পোষকোঽষ্টমঃ। শোষকো বন্ধকশ্চেতি দেহেঽস্মিন্ দশবহ্নয়ঃ। বহ্নির্বলপ্রদোলোকে বহ্নিরায়ুঃ প্রদায়কঃ। স্বস্থোযাবদয়ং বহ্নির্নরস্তাবন্নিরাময়ঃ। মিথ্যান্নপান সংসর্গানেকধাকারণৈঃ স চ। বিকৃতিং যাতি ভূতানাং বিপদ্যন্তে চতেন তে।"

কায়াগ্নি বা প্রকৃতি ভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রেও চারিপ্রকার প্রকৃতির উল্লেখ দেখা যায় (২)। শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কোন্ লোকের শরীরে কিরূপ বহ্নি থাকে তাহা নিদর্শন করিবার জন্য শারীরিক গঠন বিধানে মানবের বিভাগ করিয়াছেন। ইতালির প্রফেসর লমব্রসো ও বিলাতের হ্যাভেলক এলিস্ প্রভৃতি মনীষিগণ মানবের চরিত্র জ্ঞাত হইবার জন্য শারীরিক গঠন বৈলক্ষণ্যে মানবের বিভাগ করিয়াছেন। যাহাই হউক অস্মদ্দেশে বাৎস্যায়নমতানুসারীরা বলেন যে শঙ্খিনী, হস্তিনী, চিত্রিণী ও পদ্মিনী এই চারি জাতি নারী আছে। শশ মৃগ প্রভৃতি পুরুষও চারি প্রকার আছে। জ্যোতিজ্ঞেরা বলেন যে, মনুষ্যের মধ্যে দেবগণ, রাক্ষসগণ ও নরগণ আছে, সমানে সমানে মিলিলে বিঘ্ন হয় না, নচেৎ বিশেষ বিঘ্ন হয়। যিনি বিপদে বন্ধু, প্রমোদভবনে সখী, পরিচর্য্যায় দাসী, পবিত্রতায় দেবী, আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে জীবনের সঙ্গী, সেই চিরসঙ্গিনীর সহিত জীবন সঙ্গীর প্রকৃতি বৈষম্য দুঃসহ পরিতাপ—ঘোরতর নরক যন্ত্রণা।

দ্বাদশ অধ্যায়।

কুলীনে কন্যা দান।

কৌলীন্য প্রথা বঙ্গদেশে বিশেষ রূপে পরিলক্ষিত হয়। কুলীনের সাহত বিবাহ দিতে পারিলে আমাদের দেশের লোকেরা আপনাদিগকে কৃতার্থ বিবেচনা করিয়া থাকেন। কুলীনে কন্যা দান প্রথা অতি উত্তম তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে যে সব কুলে কেবল মাত্র পয়সার উপর দৃষ্টি, হিতাহিত বিবেচনা আদৌ নাই, অর্থলোভে যে কুলে বহু বিবাহ প্রচলিত আছে ও বিবাহের পর স্ত্রীর সহিত যে কুলে প্রায় কোন সম্পর্ক থাকে না তাদৃশ কুলে কন্যা কদাচ দান করিবে না। স্বজাতীর মধ্যে যে বংশ গুণসম্পন্ন ও দোষ হীন তাহাই কুলাখ্যার গণ্য নতুবা নহে। কুলীনের লক্ষণ নয়টী। যথা—

(2) Four temperaments are generally recognized—the sanguine, the phlegmatic, the bilious and the nervous. Hooper.

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং ।
নিষ্ঠা বৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্ ॥

সদাচার বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপস্যা, দান, কুলের নববিধ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কন্যা যে গৃহে সুখে থাকিবে তাদৃশ গৃহে কন্যা দান করাই উচিত। উচ্চ কুলে বা নিম্ন কুলে কন্যা সম্প্রদান করিলে অনেক স্থলে দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। সেইজন্য ঋষিগণ সমান সমান কুলে কন্যা দান করাই শ্রেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; কারণ তাদৃশ বিবাহে সুখ হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলেনঃ—

যয়োরাত্ম সমবিত্তং জন্মৈশ্বর্য্যাকৃতির্ভবঃ ।
তয়োর্বিবাহো মৈত্রীচ নোত্তমাধময়োঃ কচিৎ ।

অর্থাৎ ধন, জাতি, ঐশ্বর্য্য, রূপ এবং বিস্তারে যিনি আপনার সমান তাদৃশ ব্যক্তির সহিত বিবাহ এবং মৈত্রী করা উচিত, কিন্তু যে নিজের অপেক্ষা উচ্চ বা নীচ তাহার সহিত কখনও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবে না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিবাহের প্রকার ভেদ।

বিবাহ অষ্টবিধ যথা ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। এতন্মধ্যে পৈশাচ বিবাহটী অত্যন্ত অধম (১)। কন্যাকে মূল্যবান্ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া এবং অলঙ্কারাদি দ্বারা সম্মানিত করিয়া, বিদ্যা ও সদাচার সম্পন্ন বরকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করিয়া যে কন্যাদান,—তাহাকে ব্রাহ্ম-বিবাহ বলে (২)। জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের পর সেই যজ্ঞে কর্ম্ম কর্ত্তা পুরোহিতকে সালংকৃতা কন্যাদান,—দৈব-বিবাহ-পদবাচ্য (৩)। যাগাদি

(১) ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্য স্তথাসুরঃ। গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচ শ্চাষ্টমোহধমঃ। (২) আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্। আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ (৩) যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্ম কুর্ব্বতে। অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে॥ মনু ৩।২১।২৭।২৮

অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্মের নিমিত্ত বরের নিকট হইতে গোবলীবর্দ্দ এক যুগ বা দুই যুগই হউক, গ্রহণ করিয়া তাহাকে যে বিধিবৎ কন্যাদান—তাহাকে আর্ষ বিবাহ বলে (১)। "তোমরা উভয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আচরণ কর" এই অনুরোধ করিয়া যথাবিধি অলঙ্কারাদি দ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক বরকে যে কন্যা দান, তাহাকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলে (২)। শাস্ত্র মতে নয়, পরন্ত স্বেচ্ছা মতে কন্যার পিতা এবং কন্যাকে ধন দিয়া যে কন্যা গ্রহণ, তাহাকে আসুর বিবাহ বলে (৩)। কন্যা এবং বর, উভয়ের পরস্পর অনুরাগ বশতঃ যে মিলন হয়, তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলে (৪)। কন্যা পক্ষীয় লোকদিগকে হনন করিয়া, ছেদন করিয়া, তাহাদিগকে গৃহ ভেদ করিয়া, "হা হতোস্মি" বলিয়া রোরুদ্যমানা কন্যাকে হরণ করিয়া যে বিবাহ, তাহাকে রাক্ষস-বিবাহ বলে (৫)। নিদ্রায় অভিভূতা, মদ্যপানে বিহ্বলা অথবা উন্মত্তা স্ত্রীলোকে অভিগমন—পৈশাচ-বিবাহ। আট প্রকার বিবাহের মধ্যে ইহাই সকলের অধম (৬)। প্রথম চারি প্রকারের বিবাহ (ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য) সর্ব্ববর্ণ পক্ষে প্রশস্ত, এবং আসুর, গান্ধর্ব্ব এবং রাক্ষস বিবাহ কেবল ক্ষত্রিয় পক্ষে প্রশস্ত এবং পৈশাচ বিবাহ নরাধম সেব্য। ব্রাহ্ম, দৈব আর্ষ এবং প্রাজাপত্য বিবাহ ধর্ম্ম জনক, বাকী কয়প্রকারের বিবাহ ভোগজনক। আমাদের দেশে এখন কেবল ব্রাহ্ম, আসুর এবং প্রাজাপত্য বিবাহ প্রচলিত আছে। দৈব এবং আর্ষ পদ্ধতি একবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। কারণ "সে রামও নাই আর সে অযোধ্যাও নাই"। যাগ যজ্ঞ নাই, সুতরাং ঋত্বিক্‌কে কন্যা প্রদান-পূর্ব্বক দৈব বিবাহেরও অনুষ্ঠান নাই। ধর্ম্মার্থে বৃষ গাভীর আর সে ব্যবহার নাই, সুতরাং গোদানপূর্ব্বক কন্যা গ্রহণ দ্বারা আর্ষ বিবাহেরও আর অনুষ্ঠান দেখা যায় না। প্রাজাপত্য বিবাহে বর পক্ষ হইতে কন্যা প্রার্থনা করা হয়। আসুর

(১) একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ। কন্যা প্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃস উচ্যতে॥ (২) সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষ্য চ। কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ॥ (৩) জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈচৈব শক্তিতঃ। কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে॥ (৪) ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ। গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ। (৫) হত্বা ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ। প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥ (৬) সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি। সপাপিষ্ঠোবিবাহানাং পৈশাচ শ্চাষ্টমোহধমঃ॥ মনু ৩।২৯, -৩৪।

বিবাহে বর কন্যাকর্ত্তাকে কন্যার বিনিময়ে অর্থাদি দান করিবেন। আমাদের দেশে বংশজ এবং শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু এ প্রথা নিন্দিত বলিয়া হিন্দুসমাজ হইতে প্রায় তিরোহিত হইয়াছে। অধুনা খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ে যে স্বয়ং নির্ব্বাচন প্রণালীতে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে, ইহারই সেকালের নাম গান্ধর্ব্ব বিবাহ। ইহা অপকৃষ্ট পদ্ধতিরই অন্যতম। ইহাও এক সময়ে হিন্দু সম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল ; কিন্তু সেকালের ঋষি তখনই ইহাকে "মৈথুনঃ কাম সম্ভবঃ" বলিয়া নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। অপিচ ইহা কালক্রমে সমাজের একান্ত অশুভকারিণী হইয়া দাঁড়াইলে, হিন্দু সমাজ হইতে ইহা একবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এসকল অশুভকরী পদ্ধতি যে, কোন সভ্যসমাজে কখন প্রচলিত থাকিতে পারে না, হিন্দুসমাজ জ্বলন্ত অক্ষরে তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের বাল্যসুলভ চাঞ্চল্য বশতঃ এখনও তাহা বোধগম্য হয় নাই। কিন্তু তত্ত্বদর্শিগণ অনুমান করেন, অতি শীঘ্রই তাঁহারা বর্ত্তমান পদ্ধতির শুভাশুভ পরিণাম বুঝিতে পারিবেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বিবাহে পণ গ্রহণ।

ব্রাহ্ম বিবাহে কন্যাকে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দিবার বিধি আছে দেখিয়া বোধ হয় আমাদের দেশের বরকর্ত্তারা হাজার দুই হাজার টাকার অলঙ্কারাদি চাহিয়া থাকেন। ইহাতে কন্যাকর্ত্তাকে সর্ব্বস্বান্ত ও তাঁহার সমগ্র জীবনের সঞ্চিত অর্থ ব্যয়িত হইতে দেখা গিয়াছে। তদ্ব্যতীত তিনি এরূপ ঋণগ্রস্ত হন যে চিরজীবন উহা পরিশোধ করিয়া উঠিতে পারেন না। বরকর্ত্তার অমানুষিক নিষ্ঠুর ব্যবহারে কন্যাকর্ত্তাকে সপরিবারে দুঃখের সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। এক এক জন বরকর্ত্তা কুটুম্বিতা ও আত্মীয়তা বিসর্জ্জন দিয়া কন্যাকর্ত্তার প্রতি নির্দ্দয় কসাইয়ের ন্যায় ব্যবহার করে। বরপণ গ্রহণ ও কন্যাপণ গ্রহণ শাস্ত্র বিরুদ্ধ ও নীতি বিরুদ্ধ অতি বিগর্হিত দুষ্কার্য্য। উহা

মাংস বিক্রেতা নীচ কসাইয়ের কার্য্য। স্বার্থ মানুষকে অন্ধ ও পশুতুল্য এবং হৃদয় শূন্য করে। লোকের সর্ব্বনাশ করা বিবাহের উদ্দেশ্য নহে। বিবাহ বস্তুটা সুখের। কিন্তু যখন কন্যাকর্ত্তার "ঢাকের দায়ে মনসা বিকাইল" তখন সে বিবাহ কিরূপ সুখের হইতে পারে? পণ লওয়া কুরীতির প্রচলনে গরীব ব্যক্তির সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইতেছে। এ প্রথা রদ করা ধর্ম্মিক ব্যক্তি মাত্রেরই উচিত। বিবাহ কালে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কন্যাকে অলঙ্কৃত করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ। সামর্থানুসারে অলঙ্কৃত করাই শাস্ত্রের অভিমত। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা প্রথম অধ্যায়, ৫৮ শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই "ব্রাহ্মো বিবাহ আহুয় দীয়তে শক্ত্যলঙ্কৃতা" বরকে আহ্বান করিয়া তাহাকে যথা শক্তি অলঙ্কৃত করিয়া কন্যা সম্প্রদান, যে বিবাহের নিষ্পাদক, তাহাই ব্রাহ্ম বিবাহ।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

এক পত্নীত্ব।

এক পুরুষ এক নারীকে, এক নারী এক পুরুষকে বিবাহ করিবে ইহাই ঈশ্বরাভিপ্রেত; পুনর্ব্বার বিবাহ, একাধিক বিবাহ স্বভাব বিরুদ্ধ। যাহাদের বিবাহের উদ্দেশ্য কেবল শারীরিক সুখ সাধন, সেই উদ্দেশ্য অতি জঘন্য ও নীচ। তাহারা স্বর্গীয় বিধির অনুগত হইয়া বিবাহ করে না, পাশব প্রবৃত্তির অধীনতায় বিবাহ করিয়া থাকে। সাংসারিক বা শারীরিক সুখের বিচ্ছেদ ও শরীর ভঙ্গের সঙ্গে এই বিবাহের বিচ্ছেদ হয়। প্রকৃত বিবাহ আত্মায় আত্মায় হয়, শরীরে শরীরে নহে। একাধিক বিবাহে মানসিক অশান্তি, শারীরিক দুর্ব্বলতা, অল্পায়ুতা, গৃহে নিত্য কলহ, দরিদ্রতা, দুর্ব্বল সন্তান সন্ততি, পরোপকারশূন্যতা প্রভৃতি অনেক প্রকার ক্ষতি সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। এক পত্নীত্বই সমাজের বা লোকের হিতকর। বেদের অভিমত এই:—"চক্রবাকেব দম্পতী" (অথর্ব্ব-কাণ্ড ১৪, অনুবাক ২, বর্গ ১৩) চক্রবাক এবং চক্রবাকীর যোড় যেরূপ, দম্পতি যুগল সেইরূপ হওয়া উচিত। রামায়ণে দেখা যায় রাম যখন অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন তখন শূর্পনখা তাঁহার রূপ দেখিয়া

এতদূর আত্মহারা হইয়া পড়ে যে অবশেষে লজ্জা সরমের মস্তকে পদাঘাত করিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে স্পষ্টতঃ বিবাহের প্রস্তাব করে। উত্তরে রামচন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে ঃ—

কৃতদারোঽস্মি ভবতি ভার্য্যেয়ং দয়িতা মম।
ত্বদ্বিধানান্তু নারীণাং সুদুঃখা সসপত্নতা॥

বাল্মীকি রামায়ণ আরণ্যকাণ্ড সর্গ ১৭

আমি বিবাহ করিয়াছি, ইনি আমার প্রেয়সী পত্নী; তোমার ন্যায় রমণীগণের সপত্নী থাকা অত্যন্ত ক্লেশদায়ক। মহাভারতেও আমরা দেখিতে পাই যে যখন অর্জ্জুন তনয় অভিমন্যু সমরে নিহত হন তখন তাঁহার মাতা সুভদ্রা মনোবেদনায় কাতর হইয়া পুত্রের সদ্‌গতি লাভ জন্য যে সকল প্রার্থনা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে তিনি বলিয়াছিলেন যে হে বৎস! "শংসিতব্রত মুনিগণ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা এবং পুরুষগণ একমাত্র পত্নী পরিগ্রহ দ্বারা যে গতি প্রাপ্ত হন, তুমি সেই গতি লাভ কর"। অতএব দেখা যাইতেছে যে এক পত্নীত্বই সমাজের পক্ষে এবং শ্রেয়ের পক্ষে হিতকর।

ষোড়শ অধ্যায়।

পতি পত্নী বর্জ্জন।

শাস্ত্রে আছে, "পতিন্তু পতিতং ভজেৎ" স্ত্রী অপতিত পতিকেই ভজনা করিবে। হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী যে যে কারণে পাতিত্য ঘটিয়া থাকে স্বামীতে সেই সকল কারণ উপস্থিত হইলে স্ত্রী কর্ত্তৃক সেই হতভাগ্য সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। যদি স্বামী উন্মত্ত হয়েন, মহা পাতকী হয়েন, ক্লীব হয়েন, কুষ্ঠরোগী হয়েন, মদ্যপ হয়েন, যবনীগামী হয়েন, ম্লেচ্ছান্নভোজী হয়েন, উপদংশ আদি ভীষণ রোগাক্রান্ত হয়েন এবং স্ত্রীকে অযথা প্রহার ও তাহার সহিত কটুভাষণ ইত্যাদি অসৎ ব্যবহার করেন, তাহা হইলে সেই স্ত্রী অবশ্যই পতি-ত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মচারিণী হইয়া থাকিবেন। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি অযোগ্যা হয়েন, স্বামী তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন,—

"সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ম্বদা।
স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা॥ ১ম অধ্যায়।

যিনি সুরাপী, দুরারোগ্য রোগান্বিতা, কলহপ্রিয়া, বন্ধ্যা, অর্থঘ্নী (বৃথা অর্থ নষ্টকারিণী) অপ্রিয়ম্বদা, কন্যাপ্রসব কারিণী, এবং স্বামীদ্বেষিণী তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। স্ত্রী যদি দুরারোগ্যা পীড়াগ্রস্তা অথচ পতিরতা ও পতিপ্রাণা এবং সুশীলা হয় তবে তাহার অনুমতি লইয়া পতি অন্য বিবাহ করিবে অবমাননা করিবে না (১)। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে ৮ বৎসর, মৃতবৎসা হইলে ১০ বৎসর, কেবল কন্যা প্রসবিনী হইলে ১১ বৎসর অপেক্ষা করিয়া তৎপতি অন্য বিবাহ করিবেক (২)। এই সকল শাস্ত্র বচন দ্বারা ইহাই বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে শাস্ত্রকারগণ পারতপক্ষে একাধিক বিবাহ করিবার উপদেশ দেন নাই। সকল দিক দেখিয়া, উপযুক্ত কাল অপেক্ষা করিয়া অন্য দার গ্রহণের বিধি আছে। কিন্তু তা বলিয়া যথেচ্ছাচারী হইয়া যত ইচ্ছা তত বিবাহ করা হিন্দুশাস্ত্রের কখনই অনুমোদনীয় নহে।

স্ত্রী ত্যাগ দুইপ্রকারের, এক ত্যাগ, (২য়) অধিবেদনা। ত্যাগ অর্থে একেবারে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া এবং তাহার ভরণপোষণের ভার হইতে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ পাওয়া। পতি কর্ত্তৃক ত্যাগ স্ত্রীগণের পক্ষে হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী ইহ সংসারে সর্ব্ব প্রধান দণ্ড। অধিবেদনা ও ত্যাগ, এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পরিত্যক্তা স্ত্রীকে স্বামীর ভরণপোষণ দিতে হইবে, এবং স্ত্রী পত্নীত্ব হইতে পূর্ণ বর্জ্জিতা হইবে না। উপরের শ্লোকোল্লিখিত গুণ-প্রাপ্তা স্ত্রীগণকে "অধিবেত্তব্যা" বলিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আদেশ করিয়াছেন। সুতরাং এমৎ স্থলে স্বামী অন্য দারপরিগ্রহ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না, ভার্য্যার ভরণপোষণের ভার চিরজীবন তাঁহার স্কন্ধে থাকিবে। তবুও মনু আদেশ করেন যে, :—

স্বচ্ছন্দগা হি যা নারী তস্যাস্ত্যাগো বিধীয়তে।
নচৈব স্ত্রীবধঃ কার্য্যো ন চৈবাঙ্গবিকর্ত্তনম্॥

(১) যা রোগিণী স্যাৎ তু হিতা সম্পন্না চৈব শীলতঃ।
সানুজ্ঞাপ্যাধিবেত্তব্যা নাবমান্যা চ কর্হিচিৎ॥ মনু ৯।৮২।

(২) বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥ মনু ৯।৮১।

যে নারী স্বেচ্ছাচারিণী (বেশ্যা) তাহাকে ত্যাগ করাই বিধি। কারণ স্ত্রী বধ করিতে নাই এবং স্ত্রীর কোন অঙ্গ বিকর্ত্তন করিতে নাই। কাজেই কেবল ব্যভিচারিণী হইলে অসতীত্ব বিচারে স্ত্রীত্যাগ বিধি ও ব্যবস্থা। পরন্তু পক্ষান্তরে যদি স্বামী,—

অনুকূলামবাগ্‌দুষ্টাং দক্ষাং সাধ্বী প্রজাবতীম্।
ত্যজন্ ভার্য্যামবস্থাপ্যো রাজ্ঞা দণ্ডেন ভূয়সা।

অনুগতা, বিনীতা, যোগ্যা, সাধ্বী এবং পুত্রবতী স্ত্রীকে ত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। মনুর এই আজ্ঞা। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে আজ্ঞাবর্ত্তিনী, কার্য্যদক্ষা, পুত্রবতী এবং মিষ্টভাষিণী স্ত্রীকে ত্যাগ করিলে, রাজা ঐ স্ত্রীকে স্বামীধনের তৃতীয়াংশের একাংশ দেওয়াইবেন। স্বামী নির্দ্ধন হইলে, গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র দেওয়াইবেন (১) যাহা হউক গুণবতী স্ত্রী ত্যাগ করিলে স্বামীর দণ্ড বিধানের জন্য যদি সমাজে কোন দৃঢ় বন্ধন থাকিত, তবে অনেক সুরাপায়ী, উদ্ধত, ধনিপুত্র, যাহারা গৃহলক্ষ্মী দেবীকে ত্যাগ করিয়া পিশাচী-দানবীর সেবায় নিরত, তাহারা হয়ত সমুচিত দণ্ড পাইতে পারিত। সেই উচ্ছৃঙ্খলমার্গাবলম্বীদিগের কদাচারে, সতী সাধ্বীর নয়ন জলে দিন দিন সুবর্ণপ্রসূ ভারত ভূমি বিকট মরুভূমিতে পরিণত হইতেছে।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অসবর্ণা বিবাহ।

শাস্ত্রে সবর্ণা কন্যা বিবাহের ব্যবস্থা আছে। অসবর্ণা বিবাহের কোন আদেশ নাই। তবে যে মনুতে অসবর্ণা বিবাহের ব্যবস্থা দেখা যায় তাহা কেবলমাত্র "কাম" উদ্দেশ্যে সে শ্লোকটী এই :—

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥ মনু ৩।১২

(১) আজ্ঞাসম্পাদিনীং দক্ষাং বীরসূং প্রিয়বাদিনীম্।
ত্যজন্ দাপ্যস্তৃতীয়াংশমদ্রব্যো ভরণং স্ত্রিয়াঃ॥ যাজ্ঞবল্ক সংহিতা ১।৭৬॥

দ্বিজাতিগণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা স্ত্রীই প্রশস্ত, কিন্তু কাম বশতঃ বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলে নিম্নলিখিত স্ত্রীলোকই পরপর প্রশস্ত জানিবে।

শূদ্রৈবভার্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা বিশঃ স্মৃতে।

তেচ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুস্তাশ্চ স্বাচাগ্রজন্মনঃ ॥ মনু ৩।১৩

শূদ্র কেবল শূদ্রাকেই বিবাহ করিবে, বৈশ্য বৈশ্যা ও শূদ্রাকে বিবাহ করিতে পারে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ও শূদ্রাকে বিবাহ করিতে পারে, এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই চারি স্ত্রীই বিবাহ করিতে পারে।

জাতি ভেদের বিরুদ্ধ বাদিগণ এই শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়াই "প্রাচীন হিন্দুরা বিবাহে জাতি ভেদ মানেন নাই, অসবর্ণা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত" ইত্যাদি প্রলাপোক্তি করিয়া থাকেন। ভগমান মনু অসবর্ণা বিবাহের দোষগুণ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে তাহাতে বিবেচক ব্যক্তি বুঝিয়া লউন অসবর্ণা বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত কি না? ভগবান্ মনু পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের পরের শ্লোকেই লিখিয়াছেন:—

ইতিহাসাদি কোন বৃত্তান্তে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের বিপৎকালেও শূদ্রা-ভার্য্যা গ্রহণের উপদেশ নাই। ফলতঃ পূর্ব্বোক্ত মতে অনুলোমক্রমে ব্রাহ্মণাদি শূদ্রাকে বিবাহ করিতে পারেন, এ বচন দ্বারা প্রতিলোমক্রমে বিবাহ নিষেধ করিতেছেন (১৪)। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহারা মোহবশতঃ যদি হীনজাতি স্ত্রী বিবাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সেই স্ত্রীতে সমুৎপন্ন পুত্রপৌত্রাদির সহিত আপনাপন বংশ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় (১৫)। অত্রি ও গৌতম মুনির মতে শূদ্রা স্ত্রী বিবাহ করিলেই ব্রাহ্মণাদি পতিত হন। শৌনক বলেন, শূদ্রা বিবাহ করিয়া তাহাতে সন্তানোৎপাদন করিলে পতিত হয়। ভৃগু বলেন, শূদ্রা স্ত্রীর গর্ব্ভজাত সন্তানের সন্তান হইলে পতিত হয় (১৬)। সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ না করিয়া শূদ্রাকে প্রথম বিবাহ করিলে, ব্রাহ্মণ নরক প্রাপ্ত হয়েন। তাহাতে সন্তানোৎপাদন করিলে ব্রাহ্মণ্য হইতে হীন হন। অতএব সবর্ণা বিবাহ না করিয়া দৈবাৎ শূদ্রা বিবাহ করিলে, তাহাতে সন্তানোৎপাদন

(১৪) ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরাপদ্যপি হি তিষ্ঠতোঃ। কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্য্যোপদিশ্যতে। (১৫) হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ। কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাং॥ (১৬) শূদ্রাবেদী পতত্যত্রেরুতথ্যতনয়স্য চ।

করিবে না (১৭)। যে ব্রাহ্মণাদির শূদ্রা স্ত্রী কর্ত্তৃক দৈব পিত্র্য ও আতিথ্য কার্য্য বিশেষরূপে সম্পন্ন হয়, তাহার সেই হব্য-কব্য দেবলোক ও পিতৃলোক গ্রহণ করেন না এবং সেই গৃহস্থ তাদৃশ আতিথ্য দ্বারা স্বর্গলাভ করিতেও পারেন না (১৮)। যে ব্যক্তি সেই শূদ্রার অধর-রস পান, এক শয্যায় শয়ন করিয়া তাহার নিঃশ্বাস গ্রহণ এবং তাহাতে সন্তানোৎপাদন করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঋতুকালেও শূদ্রাগমন করিবে না (১৯)। ভর্ত্তার দেহ পরিচর্য্যা, ভিক্ষাদান, অতিথিসেবাদি প্রতিদিন কর্ত্তব্য কার্য্য স্বজাতীয়া পত্নী করিবে, অন্যজাতীয়া পত্নী করিবে না (৮৬)। যে ব্যক্তি মোহবশম্বদ হইয়া স্বজাতীয়া স্ত্রী থাকিতে ভিন্নজাতীয়া স্ত্রী দ্বারা ঐ সকল কার্য্য করায়, যেমত ব্রাহ্মণীতে শূদ্র দ্বারা উৎপন্নকে ব্রাহ্মণচণ্ডাল বলা যায়, তদ্রূপ করিয়া উহাকে পূর্ব্বপণ্ডিতেরা কহিয়াছেন (৮৭)। ব্রাহ্মণ পরিণীতা শূদ্রাতে কামত যে পুত্র উৎপন্ন করিবেন, ঐ পুত্র জীবদ্দশায় উহার শ্রাদ্ধাদিতে অযোগ্য প্রযুক্ত মৃততুল্য হয়, এজন্য উহার নাম পারশব করিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন (১৭৮)। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন এবং ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে উৎপন্ন এবং বৈশ্য হইতে শূদ্রাতে সম্ভূত সন্তান হীন মাতৃগর্ভ হইতে উৎপন্ন প্রযুক্ত মাতৃ হইতে উৎকৃষ্ট জাতি হইবে, ব্রাহ্মণাদির সমান ভাবাপন্ন হইবে না, ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াতে জাত সন্তান মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতি হইবে, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাজাত মাহিষ্যজাতি, বৈশ্যের শূদ্রা হইতে জাত সন্তান করণজাতি হইবে, মূর্দ্ধাবসিক্তের বৃত্তি হস্তি-অশ্ব রথশিক্ষা, অস্ত্র ধারণ ; মাহিষ্যের বৃত্তি নৃত্য গান, গণনা, শস্যরক্ষা ; পারশবাউগ্রকরণ জাতির বৃত্তি তিন বর্ণের শুশ্রূষা, ধনধান্যের অধ্যক্ষতা, নৃপসেবা, দুর্গ, অন্তঃপুর রক্ষা (৬)। পরিণীতা বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাতকে অম্বষ্ঠ বলা যায় এবং ব্রাহ্মণ হইতে পরিণীতা-

শৌনকস্য সুতোৎপত্ত্যা তদপত্যতয়া ভৃগোঃ ॥ ১৬। শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিং। জনয়িত্বা সুতং তস্যাং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে ॥ ১৭ ॥ দৈবপিত্র্যাতিথেয়ানি তৎপ্রধানানি যস্য তু। নাশ্নন্তি পিতৃদেবাস্তং ন চ স্বর্গং স গচ্ছতি ॥ ১৮ ॥ বৃষলীফেনপীতস্য নিঃশ্বাসোপহতস্য চ। তস্যাঞ্চৈব প্রসূতস্য নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে ॥ ১৯ ॥ মনু ৩।১৬-১৯ ॥ ভর্ত্তুঃ শরীরশুশ্রূষাং ধর্ম্মকার্য্যঞ্চ নৈত্যিকং। স্বা চৈব কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষাং নাস্বজাতিঃ কথঞ্চন ॥ ৮৬ ॥ যস্তু তৎ কারয়েন্মোহাৎ স্বজাত্যা স্থিতয়ান্যয়া। যথা ব্রাহ্মণচাণ্ডালঃ পূর্ব্বদৃষ্টস্তথৈব সঃ ॥ ৮৭ ॥ যং ব্রাহ্মণস্তু শূদ্রায়াং কামাদুৎপাদয়েৎ সুতম্। স পারয়ন্নেব শবস্তস্মাৎ পারশবঃ স্মৃতঃ ॥ ১৭৮ ॥ মনু ৯।৮৬, ৮৭, ১৭৮ ॥ স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্। সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্ ॥ ৬ ॥ ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে। নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং

শূদ্রা জাতকে নিষাদ বলা যায়, যাহাকে পারশব বলে (৮)। ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রাতে জাত এবং ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা ও শূদ্রাতে উৎপন্ন এবং বৈশ্যের শূদ্রাতে উৎপন্ন এই ছয় সন্তান সবর্ণ পুত্র হইতে অপকৃষ্ট হয়েন (১০)।

ভগবান্ মনু অনুলোম ও প্রতিলোম জাত জাতির উৎপত্তি ও পৃথক্ পৃথক্ কর্ত্তব্য কার্য্যের ও অধিকার সম্বন্ধে সবিস্তার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সে সব এখানে বলিবার কোন আবশ্যক নাই। যাঁহারা তাহা জানিতে চান তাঁহারা যেন মনুস্মৃতি পাঠ করেন। ভগবান্ মনু অসবর্ণা বিবাহের ব্যবস্থা প্রদান করিয়া, যদি সবর্ণা স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দিতেন এবং সেই অসবর্ণা বিবাহের সন্তানাদি যদি সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় লালনপালন, বিষয় সম্পত্তি সমভাগে বিভাগ ও শ্রাদ্ধাদিতে সমান অধিকার পাইতেন, তবে আমরাও বলিতে বাধ্য ছিলাম যে, আর্য্য ঋষিরা জাতিভেদ মানেন নাই! কিন্তু আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি যে, ঋষিরা একমাত্র কাম বৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্যই অসবর্ণা বিবাহের মত দিয়াছেন; ধর্ম্ম জগতে উন্নতি লাভ করিতে হইলে অসবর্ণা বিবাহ যে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, ইহা শাস্ত্রাদি আলোচনা ও সাধারণ যুক্তি দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়।

ব্রাহ্মণের সত্ত্বগুণাধিক্য ও ক্ষত্রিয়ের রজোগুণাতিশয্য ইহা চিরপ্রসিদ্ধ ও শাস্ত্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীগর্ভে সন্তান উৎপন্ন হইলে সন্তান বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাক্রান্ত হইবে এবং ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াতে সন্তান উৎপন্ন হইলে সন্তান রজোগুণমিশ্রিতসত্ত্বগুণাক্রান্ত হইবে, এই জন্য সবর্ণা বিবাহ অনুলোম অসবর্ণা বিবাহাপেক্ষা অধিক প্রশংসনীয় ও উৎকৃষ্ট ফলপ্রসূ। ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়কে এক জাতি করিলে, ক্ষত্রিয় প্রকৃতির ত আর উন্নতি হইলেই না, বরং সঙ্গদোষে ব্রাহ্মণ প্রকৃতিই নষ্ট হইতে থাকিবে। সুকৃষ্ট ধান্যক্ষেত্রে ঘাস জন্মিলে ধান্য আর বাড়ে না, ক্রমেই মরিয়া যায়। ইত্যবসরে এরূপ সংশয় হওয়াও আশ্চর্য্য নহে যে ব্রাহ্মণের সত্ত্বগুণ অধিক পরিমাণে থাকিলে ক্ষত্রিয়ার রজোগুণকে নিজবলে অভিভূত করিয়া সন্তানকে সত্ত্বগুণাক্রান্ত করিতে পারিবে না কেন? উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে গুণসকল মনুষ্যের প্রকৃতি নিহিত। যতদিন

যঃ পারশব উচ্যতে। ৮॥ বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ। বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ॥ ১০॥ মনু ১০।৬, ৮, ১০॥

পর্য্যন্ত ক্রিয়া, আচার ব্যবহার, ব্রত বিশেষাদির দ্বারা প্রকৃতির পরিবর্ত্তন না হয়, ততদিন সত্ত্ব, রজ বা তমোগুণ পরস্পর নিতান্ত নিকটে থাকিলেও পরস্পরকে অভিভূত করিতে পারে না। সুতরাং ব্রাহ্মণের বীর্য্যস্থ সত্ত্বগুণ রজোগুণাক্রান্ত ক্ষত্রিয়ার শোণিত প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করিতে অসমর্থ। একটী গুণের দ্বারা আর একটী গুণ বিনষ্ট হয় না, কিন্তু একটী গুণজনিত ক্রিয়াচরণ দ্বারা অপর একটী গুণ ক্ষীণ ও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। একটী আশ্রয় পদার্থ যদি অপর গুণের আশ্রয় ভূমিকে বিঘাতন করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উৎপন্ন সন্তান সবর্ণা বিবাহজাত সন্তান অপেক্ষা নিন্দনীয় হইত না। বিলোম অসবর্ণা বিবাহ (অর্থাৎ যে অসবর্ণা বিবাহে পুরুষ নিম্নশ্রেণীস্থ এবং স্ত্রী উচ্চশ্রেণীস্থ) শাস্ত্রে নিতান্তই নিষিদ্ধ। শাস্ত্রকারেরা বলেন বিলোম অসবর্ণা বিবাহোৎপন্ন সন্তান চণ্ডাল হইয়া থাকে। অত্যন্ত কুপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করাই চণ্ডাল শব্দের উদ্দেশ্য। নিম্ন শ্রেণীর প্রবল পুংশক্তি উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রী শক্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া অতি কদর্য্য সন্তান উৎপাদন করে। যে কারণ বশতঃ অনুলোম বিবাহে সবর্ণ বিবাহ হইতে উৎপন্ন সন্তান অপেক্ষা নিকৃষ্ট সন্তানের উৎপত্তি হয়, বিলোম বিবাহেও তাদৃশ কারণ বশতঃ অতি নীচ প্রকৃতি চণ্ডালের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পুং প্রকৃতি, স্ত্রী প্রকৃতির উপর প্রবল আধিপত্য করিয়া থাকে ইহা স্বতঃসিদ্ধ, অগত্যা বিলোম বিবাহে নীচ প্রকৃতিরই প্রাধান্য বৃদ্ধি হয় এবং সেই কারণ বশতঃ বিলোম অসবর্ণ বিবাহ হইতে উৎপন্ন সন্তানও নীচ প্রকৃতির হইয়া থাকে। সিদ্ধান্ত স্থলে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, যে সবর্ণ বিবাহই ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতির মূল ভিত্তি। অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ যথোচিত প্রশংসনীয় নহে। বিলোম অসবর্ণ বিবাহ নিতান্ত নীচ, নিন্দিত ও ঘৃণিত আবর্জ্জনা রাশি সমাজে আনয়ন করিয়া সমাজকে নিতান্ত কলুষিত করিয়া দেয়।

বর্ণসঙ্কর সন্তানদিগের প্রকৃতি যে নীচ হয় তাহার প্রমাণ চণ্ডাল জাতি। ইহারা বিলোম বিবাহের ফল। ব্রাহ্মণীর গর্ভে ও শূদ্রের ঔরসে এই জাতির জন্ম। অনুলোম বিবাহের ফল উগ্রক্ষত্রিয় বা আগুরি জাতি। ক্ষত্রিয় ঔরসে শূদ্রার গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মে তাহারাই "উগ্র" বলিয়া অভিহিত হয়। এই উভয় জাতিই সঙ্কর বর্ণ এবং এই উভয় জাতির প্রকৃতি প্রাচীন আর্য্যদিগের আশানুযায়ী না হওয়াতে তাহাদিগের জাতির নামকরণ বোধ হয় তাহাদিগের

প্রকৃতি দেখিয়াই হইয়া থাকিবে। চণ্ড শব্দে উগ্র এবং উগ্র শব্দে চণ্ড। যাহা হউক মোট কথা এই, সঙ্কর জাতির প্রকৃতি প্রায়ই নীচ হইয়া থাকে। সুসভ্য ইংরাজগণও একথা মানিয়া থাকেন। জাম্বসী নদীর ধারে বিলাতিদিগের ঔরসে এবং তদ্দেশীয় কৃষ্ণবর্ণা কাফ্রীদিগের গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে তাহাদিগের পৈশাচিক প্রকৃতি দেখিয়া লিবিংষ্টন সাহেব বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। সেই দেশীয় কোন ব্যক্তি তাঁহাকে বলে যে মহাশয়, শ্বেতপুরুষ দেবতার সৃষ্ট, কৃষ্ণকায় পুরুষ ও দেবতার সৃষ্ট, আর এই দো আঁসলারা পাপপুরুষের সৃষ্ট (১)। হারবার্ট স্পেনসার বলেন যে, যাহারা ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া লইয়া বাণিজ্য করে তাহারা অশ্বশাবক ক্রয় কালে এইমাত্র বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করে যে, শাবকের জনক জননীর মধ্যে কে কয়বার জয়ী হইয়াছিল, যদি সে পরিচয় বাঞ্ছানুরূপ হয়, তাহা হইলে ব্যবসায়ীরা আর কোন সন্দেহ করে না, ঘোড়া নিশ্চয়ই ভাল হইবে বলিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ অতি উচ্চ মূল্য দিয়া ক্রয় করে। কিন্তু অশ্বশাবক সঙ্কর জাতীয় জানিতে পারিলে তাহারা তাহাকে দূরে পরিহার করে (২)। অতএব বুঝা যাইতেছে

---

(1) Many years ago, long before I had thought of the present subject, I was struck with the fact that, in South America, men of complicated descent between Negroes, Indians, and Spaniards, seldom had whatever the cause might be, a good expression. Livingstone—and a more unimpeachable authority cannot be quoted—after speaking of a half casteman on the Zambesi, described by the Portuguese as a rare monster of inhumanity, remarks, "It is unaccountable why half castes, such as he, are so much more cruel than the Portuguese, but such is undoubtedly the case." An inhabitant remarked to Livingstone "God made white men, and God made black men, but the Devil made half castes." When the two races, both low in the scale; are crossed the progeny seem to be eminently bad. It was the noble hearted Humboldt, who felt no prejudice against the inferior races, speaks in strong terms of the bad and savage disposition of the Zambos, or half-castes between Indians and Negroes, and this conclusion has been arrived at by various observers. From these facts we may perhaps infer that the degraded state of so many hlaf-castes is in part due to reversion to a primitive and savage condition, induced by the act of crossing, even if mainly due to the unfavorable moral conditions under which they are generally reared. *Darwin's variation of animals and plants vol II Chapt XIII.*

(2) Excluding those inductions that have been so fully verified as to rank with exact science, there are no inductions so trustworthy as those which have undergone the mercantile test. When we have thonusands of men whose profit or loss depends on the truth of the inferences they draw from simple and perpetually repeated observations; and when we find that the inferences arrived at, and handed down from generation to generation of those deeply interested observers, has

সভ্য ইংরাজ জাতিরও বিশ্বাস এই যে সঙ্করবর্ণ অতি নীচ হইয়া থাকে। যখন পশু সম্বন্ধে মানবের ধারণা এইরূপ, তখন মানুষ সম্বন্ধে যে এইরূপ ধারণা হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? যাহাতে সমাজের পরম মঙ্গল হয়, যাহাতে সমাজ কুৎসিত ও কুচরিত্র লোক পরিপূর্ণ না হয়, সেই জন্যই শাস্ত্রে সবর্ণা বিবাহের প্রশংসা ও অসবর্ণা বিবাহের নিন্দাবাদ আছে। যাহারা অবিবেকতা দোষে সঙ্কর জাতিত্বের আবশ্যকতা বোধ করেন, তাহারা নীচ প্রকৃতির আদর ও উচ্চ প্রকৃতির অনাদর করিয়া প্রলয় পাপ ভাগী হইয়া থাকেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

স্ত্রী রজোৎপত্তি ও রমণীর তাৎকালিক কৃত্যাকৃত্য।

স্ত্রীলোকদিগের প্রধান দুই নাড়ী অদৃশ্যা রক্ত শুক্ররূপা পূর্ণা থাকে, তাহার একের নাম (কুহু) অপর সিনীবালী নামে খ্যাতা, তদন্তৎ ত্রিংশৎ নাড়ীর নাম ডামরে উক্ত আছে যথা শীতলা ১ নলিনী ২ নালিনী ৩ বিষনালিনী ৪ মদন্তী ৫ রতিদেবী ৬ বিশোকা ৭ শোকদায়িনী ৮ কান্তারা ৯ কামিনী ১০ কুল্লা ১১ কল্লোলা ১২ মদনা ১৩ মতী ১৪ পূর্ণা ১৫, রুদ্ধা ১৬, বিরুদ্ধা ১৭ সংরোধা ১৮ ক্ষোভণা ১৯ সুরসুন্দরী ২০ ললনা ২১ বিমলা ২২ শ্যামা ২৩ ভাবিনী ২৪ ভাব সুন্দরী ২৫ কুলহা ২৬ কুলকর্ত্রী ২৭ কুলীনা ২৮ কুলবর্দ্ধিনী ২৯ কল্যাণী ৩০। এই দ্বাত্রিংশৎ নাড়ী ভ্রমধ্যস্থিত নাদ ও বিন্দু স্থান দ্বয়ের সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিয়া নির্গত হইয়া জরায়ুতে আসিয়া মিলিয়াছে। শীতলাদি নাড়ী দ্বারা শুক্রমিশ্রিত শোণিত জরায়ুতে আসিয়া সংস্থিত হইয়া ক্রমে পূর্ণার পর রুদ্ধাদি নাড়ী দ্বারা ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়। স্বাভাবিক স্ত্রীলোকের

become an unshakable conviction ; we may accept it without hesitation. In breeders of animals we have such a class, led by such experiences, and entertaining such a conviction, the conviction that minor peculiarities of organization are inherited as well as major peculiarities. Hence the immense prices given for successful racers, bulls of superior forms, and sheep that have certain desired peculiarities. Hence the careful record of pedigrees of high-bred horses and sporting dogs. Hence the care taken to avoid intermixture with inferior stoks. Herbert Spencer.

ঋতু (৪) অঙ্গুলি অর্থাৎ ৬৪ তোলক প্রমাণে প্রায় (/১) সের তাহা অতিরিক্ত ও অল্পতাকে বাধক পীড়া বলে। বাধক শব্দে সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত কারক রোগ বিশেষ। লৌকিকে চতুর্থ দিবস পর্য্যন্তই শোণিত দর্শন হয়, তাহার পর আর শোণিত দৃষ্ট হয় না, কিন্তু কাহার কাহার বহুদিবস পর্য্যন্ত শোণিত দেখা যায়। যে স্ত্রীর চতুর্থ দিবসের পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত রক্ত যোনিতে থাকে সে প্রায় বন্ধ্যা হয়, নচেৎ কদর্য্য পুত্রবতী হয়। রজোদর্শন হইলে স্ত্রীলোক-দিগের জন্য কতকগুলি অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়ম আছে। হিন্দু সমাজ অদ্যাপিও সে গুলি মানিয়া চলিতেছে। সে গুলি এই ঃ—ঋতুর প্রথম তিন দিন ঋতুমতী রমণী, নয়নে অঞ্জন দিবে না। তৈলমর্দ্দন, স্নান, স্থানান্তর-গমন, দন্তধাবন এবং গ্রহনক্ষত্র দর্শন করিবে না। মধুপান, মাংসভোজন, গন্ধ-মাল্য ধারণ, দিবানিদ্রা, তাম্বুল ভক্ষণ, মুখ শুদ্ধি করা, গব্য দ্রব্যের আহার, বেশভূষা করা, রোদন করা, পীঠ ও খট্টাদিতে আরোহণ করা এবং অগ্নি স্পর্শ তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ (১)। এবং উক্ত তিন দিন রমণী পতি-সেবাদি করিবে না। লজ্জিত হইয়া গৃহে বসিয়া থাকিবে। কেহ যেন দেখিতে না পায়। পরিধানে একখানি মাত্র বস্ত্র থাকিবে। মৌনাবলম্বনে, দীনভাবে অধোমুখে থাকিবে। দিনান্তে একবার চারিটী ভাত মৃৎপাত্রে ভোজন করিবে। হস্ত-পদ-নেত্রের চাঞ্চল্য রাখিবে না। সাবধানে ভূতলে শয়ন করিবে। চারিদিনের দিন সূর্য্যোদয় হইলে স্নান করিবে (২)।

(১) অঞ্জনাভ্যঞ্জনে স্নানং প্রবাসং দন্তধাবনম্। ন কুর্য্যাৎ সার্ত্তবা নারী গ্রহাণাং দর্শনং তথা॥ (মদন পারিজাতধৃত দক্ষ বচন)। বর্জ্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ পাত্রে খর্পে চ ভোজনম্। গন্ধ মাল্য দিবা স্বাপং তাম্বুলঞ্চাস্যশোধনম্॥ দগ্ধে শরাবে ভুঞ্জীত পেয়ং নাঞ্জলিনা পিবেৎ। আহারং ক্ষৌরসানাঞ্চ পুষ্পালঙ্কারধারণম্। অঞ্জনং রোদনং গন্ধপীঠশয্যাদিরোহণম্। অগ্নি-সংস্পর্শনঞ্চৈব বর্জ্জয়েচ্চ দিন ত্রয়ম্॥ (ক্রিয়াম্বুধিধৃত অত্রি বচন)।

(২) রজোদর্শনতো দোষাৎ সর্ব্বমেব পরিত্যজেৎ। সর্ব্বৈরলোক্ষিতা শীঘ্রং লজ্জিতান্তর্গৃহে বসেৎ॥ একাম্বরাবৃতা দীনা স্নানালঙ্কারবর্জ্জিতা। মৌনিন্যধোমুখী চক্ষুঃপাণিপাদৈরচঞ্চলা॥ অশ্নীয়াৎ কেবলং ভক্তং নক্তং মৃণ্ময়ভাজনে, স্বপেদ্ভূমাবপ্রমত্তা ক্ষপেদেবমহস্ত্রয়ম্। স্নায়ীত চ ত্রিরাত্রান্তে সচেলমুদিতে রবৌ॥ (ব্যাস সংহিতা)॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

সহবাস ও তৎসময় নিরূপণ।

হিন্দুগণ "পরস্ত্রী মাতেব" পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ জ্ঞান করিয়া থাকেন। সুতরাং তাহাদিগের নিকট স্বীয় পরিণীতা ভার্য্যা ব্যতীত অন্য রমণীতে অভিগমন ভয়ানক পাপ বলিয়া পরিগণিত। সংসারে যত প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ, সাংঘাতিক মৃত্যু, ফৌজদারী আদালতে মোকদ্দমা প্রভৃতি অনর্থ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই পর-স্ত্রী-গমন-মূলক। শাস্ত্র পাঠে আমরা অবগত হই যে, পুরাকালে রাবণ ও কীচক প্রভৃতি মহাবল সম্পন্ন ব্যক্তিগণও এই হেতুই সবংশে নির্ব্বংশ হইয়াছিলেন। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ বলেন যে—

বেণুর্নলা কর্কট কাচরম্ভাঃ বিনাশকালে ফলমুদ্‌ভবন্তি।

এবং নরাঃ ভাগ্য বিনাশকালে দ্যূতঞ্চ মদ্যঞ্চ পরস্ত্রিয়ঞ্চ।

অর্থাৎ যেমন বাঁশ, নল, কাঁকড়া, কাচশুক্তি অর্থাৎ ঝিনুক ও কলাগাছ ইহারা বিনাশ কালে ফল প্রসব করে, তদ্রূপ ভাগ্য বিনাশ কালে মনুষ্যেরা দ্যূতে, মদ্যে ও পরস্ত্রীতে রত হইয়া থাকে।

অধুনা হিন্দুদিগের ব্রহ্মচর্য্য না থাকাতে সমাজে অসংযমীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইন্দ্রিয় লালসা পরিতৃপ্তির জন্য অনেক লোকে বেশ্যা সমাগম করিয়া থাকে। তাহারা ভ্রমেও ভাবে না বেশ্যার প্রীতি কখনও চিরস্থায়ী হয় না। বিদ্যুদ্দীপ্তি, জলরেখা, লোভ জন্য মিত্রতা ও পর দ্রোহার্জ্জিত সম্পত্তি যেমন ক্ষণস্থায়ী কুলটার প্রেম ও তদ্রূপ ক্ষণভঙ্গুর (১)। যত দিন লোকে রতিশূর বা ধনী থাকে তত দিন বেশ্যারাও তাহার চিত্তাকর্ষণ করিতে কিছুই ত্রুটি রাখে না, তারপর যখন পুরুষ অতীত বয়ঃ বা ধন হীন হয় অমনি ক্ষণ-বিলম্ব না করিয়া তাহাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করে। বেশ্যার যতই মনস্তুষ্টি সম্পাদন কর না কেন সে তোমার প্রতি প্রকৃতরূপে আকৃষ্ট হইবে না। প্রণয়োৎপাদন, ধনদান, স্তব, সেবা, অধিক কি প্রাণদান করিলেও বেশ্যা ক্ষণকালের নিমিত্ত ও পুরুষের বশীভূতা হইবার নহে (২)। তাহার মন

(১) বিদ্যুদ্দীপ্তির্জ্জলেরেখা লোভান্মৈত্রী যথা ভবেৎ।
পরদ্রোহাদ্ যথা সম্পৎ কুলটা প্রেম তৎ সমং॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৩২।১২।

(২) ন প্রীত্যা ন ধনেনৈব ন স্তবান্ন চ সেবয়া।
ন প্রাণদানতো বেশ্যা বশীভূতা ভবেৎ ক্ষণং॥ নারদ পঞ্চরাত্র ১।১৪।৯৫।

পর পুরুষে পড়িয়া থাকিবেই থাকিবে। যেমন অখিল শ্রেয় লাভেও মনের সন্তোষ জন্মে না, যেমন সমস্ত সমুদ্র জলেও বাড়বানলের পরিতোষ লাভ হয় না, এবং যেমন সমগ্র ধূলীরাশিতে পৃথিবীর পরিতৃপ্তি হয় না, সেইরূপ যাবতীয় পুরুষে কুলটার তৃপ্তি সাধন হয় না (১)। এতদতিরিক্ত বেশ্যা সহবাসে কত শত ভয়ানক রোগ পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে সংক্রামিত হইয়া দেহ ক্ষয়, স্বাস্থ্য নাশ, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিনাশ করিয়া থাকে। কুৎসিত সহবাসে উপদংশ, প্রমেহ, প্রমেহ জনিত জ্বর, বিবিধ রকমের শুক্ররোগ, শুক্রক্ষয়, ব্রণ প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া মানবকে অল্পজীবী ও চিরকালের জন্য উদ্যমহীন করিয়া তুলে। এই জন্যই পক্ককেশ ঋষিগণ সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত, পরস্ত্রী গমনরূপ মহাপাপ হইতে লোকদিগকে নিবৃত্ত করিবার মানসে পরস্ত্রী "মাতেব" বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

নিজ পরিণীতা স্ত্রীতে অভিগমনই শাস্ত্রের আজ্ঞা। এ অভিগমনও অপত্য উৎপাদনের জন্য। সৃষ্টি প্রবাহ অপ্রতিহত রাখিবার জন্যই জনন-ক্রিয়ার আবশ্যক। যাঁহারা সন্তানোৎপাদনে উদাসীন শাস্ত্রানুযায়ী তাঁহারা মহাপাতকগ্রস্ত। সংসার-ধর্ম্মপালন বিরত লোকদিগের ইহকাল ও পরকাল নষ্ট হইয়া থাকে। যাহা হউক এই গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিলে আমাদের মনে সর্ব্বাগ্রে এই প্রশ্ন উঠে যে কত বয়সে পুরুষ ও স্ত্রী সহবাসের উপযোগী হয়। শাস্ত্র বলেন যত দিন না স্ত্রী ও পুরুষ সামর্থ্য প্রাপ্ত হইবে তত দিন সহবাস করিবে না। উত্তমরূপ যৌবন সঞ্চার না হইলে বীর্য্যের পরিপক্কতা হয় না; এবং এরূপ অবস্থায় সহবাস করিলে সন্তান সন্ততিগণ ক্ষীণ, কৃশ, দুর্ব্বল, নির্ব্বীর্য্য ও অল্পায়ু হইয়া থাকে। এই ত গেল সন্তানদিগের কথা। স্ত্রীলোকের পক্ষে আমরা দেখিতে পাই যে অল্প বয়সে সহবাস করিলে তাহাদিগের পৃষ্ঠ জঙ্ঘাদেশ এবং যোনি দূষিত হইয়া শারীরিক পীড়ার উৎপাদক হইয়া উঠে (২)। এবং প্রসব কালে স্ত্রীলোকগণ বহু কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন। পুরুষও অল্প বয়সে স্ত্রী সহবাস করিলে যক্ষ্মাদি রোগগ্রস্ত হইয়া

---

(১) ন শ্রেয়সাং মনস্তৃপ্তং বাড়বাগ্নি র্ন পাথসাং।
বসুন্ধরা ন রজসাং ন পুংসাং কুলটা তথা॥ নারদ পঞ্চরাত্র ১।১৪।১০০।

(২) মৈথুনাদতিবালায়াঃ পৃষ্ঠজঙ্ঘোরুবঙ্ক্ষণম্।
রুজয়ন্দূষয়েদ্যোনিং বায়ুঃ প্রাক্‌চরণাত্তু সা॥ চরক চিং অং ৩০

থাকে। যখন অল্প বয়সে সহবাসে এত হানি হইয়া থাকে তখন সহবাসের উপযুক্ত বয়স জানিবার জন্য আমাদিগের স্বতঃই কৌতূহল জাগিয়া উঠে। বয়োনিরূপণ সম্বন্ধে সুশ্রুতাচার্য্যের মত এই :—

পঞ্চবিংশে ততো বর্ষে পুমান্ নারী তু ষোড়শে।
সমত্বাগতবীর্য্যৌ তৌ জানীয়াৎ কুশলোভিষক্।

পুরুষের পঞ্চবিংশবর্ষ বয়সে এবং স্ত্রীলোকের ষোড়শবর্ষ বয়সে বলবীর্য্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় বলিয়া সুবৈদ্যগণ জানিবেন। এই বয়সের নিম্নে সহবাস করিলে কিরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় তৎসম্বন্ধে সুশ্রুত বলিতেছেন :—

ঊনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভঃ কুক্ষিস্থঃ সবিপদ্যতে ॥
জাতো বা ন চিরং জীবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ ॥
অতিবৃদ্ধায়াং দীর্ঘরোগিণ্যাং অন্যেন বা বিকারেণ উপসৃষ্টায়াং গর্ভাধানং নৈব কুর্ব্বীত। পুরুষস্যেবম্বিধস্য তএব দোষাঃ সম্ভবন্তি ॥

ষোড়শবর্ষের ন্যূনবয়স্ক স্ত্রীতে, পঞ্চবিংশতির ন্যূনবয়স্ক পুরুষ সন্তান উৎপাদন করিলে, সেই সন্তান কুক্ষিতেই বিনষ্ট হয়; জন্মিলেও দীর্ঘজীবী হয় না; দীর্ঘজীবী হইলেও হীনবলেন্দ্রিয় হয়। এজন্য অত্যন্ত বালিকার গর্ভাধান করিবে না। অতিবৃদ্ধা দীর্ঘরোগিণী বা অন্যবিধ রোগে আক্রান্ত হইলেও তাহার গর্ভাধান করা বিধেয় নহে। স্ত্রীলোকের যে সকল অবস্থায় গর্ভাধান করা নিষিদ্ধ, পুরুষেরও তত্তাবৎ অবস্থায় গর্ভ উৎপাদন করা অবিধেয়। বাগ্‌ভটের মত এই :—

পূর্ণষোড়শবর্ষা স্ত্রী পূর্ণবিংশেন সঙ্গতা।
শুদ্ধে গর্ভাশয়ে মার্গে রক্তে শুক্রেঽনিলে হৃদি ॥
বীর্য্যবন্তং সুতং সূতে ততোন্যূনাব্দয়োঃ পুনঃ।
রোগ্যল্পায়ুরধন্যো বা গর্ভো ভবতি নৈব বা।

গর্ভাশয়, অপত্যপথ, আর্ত্তব, শুক্র, বায়ু এবং হৃদয় বিশুদ্ধ থাকিলে,

পূর্ণষোড়শবর্ষীয়া স্ত্রী, পূর্ণবিংশতিবর্ষ বয়স্ক পুরুষের সহিত সঙ্গত হইলে, যদি তাহাতে সন্তান উৎপন্ন হয়, তবে সেই সন্তান বীর্য্যবান্ হইবে কিন্তু তাহার ন্যূন বয়সে সন্তান জন্মিলে সে সন্তান রোগী অল্লায়ু এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে, কখন বা গর্ভই একেবারে হয় না।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে স্ত্রীলোকের বয়স সম্বন্ধে সুশ্রুত ও বাগ্‌ভটের কোন মত দ্বৈধ নাই ; মত ভেদ কেবল মাত্র পুরুষের বয়স লইয়া। সুশ্রুতাচার্য্যের মতে পুরুষের বয়স পঞ্চবিংশতি এবং বাগ্‌ভটের মতে পূর্ণবিংশতিবর্ষ হওয়া উচিত। এই যে মত ভেদ দৃষ্ট হইতেছে ইহার মধ্যে বাস্তবিক ধরিতে গেলে কোন মৌলিক বৈষম্য নাই। বাগ্‌ভটের মতে বয়সের ত্রিবিধ বিভাগ। যথা—বাল্য, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য। তন্মধ্যে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত বাল্য, তৎপরেই যৌবন। সুশ্রুতের মতে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত বাল্য, ষোড়শ বর্ষ হইতে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি, বিশ হইতে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত যৌবন, ত্রিশ হইতে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণতা এবং চল্লিশ হইতে সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত ঈষৎ পরিহানি। সপ্ততির পর হইতে বৃদ্ধ বয়স। অতএব দেখা যাইতেছে সুশ্রুতের মতে ষোড়শ বৎসরের পর হইতে দশ বৎসরকাল যাহা বৃদ্ধি সংজ্ঞায় পরিণত হইয়াছে তাহা বাস্তবিক বুঝিতে গেলে যৌবনের প্রথমাবস্থার নামান্তর মাত্র। সুতরাং উল্লিখিত মত বাদে অভিন্নতাই বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিতে হইবে। যাহারা ভোগ বিলাসে লালিত পালিত ও তজ্জন্য বর্দ্ধিতাবয়ব তাহাদিগের পক্ষে বিশ বৎসর বয়সে সহবাস অকল্যাণকর নহে। কিন্তু সাধারণতঃ পুরুষের বয়স পঞ্চবিংশতি ও স্ত্রীলোকের ষোড়শবর্ষ হওয়া উচিত। তৎপূর্ব্বে সহবাস অত্যন্ত অবৈধ এবং অকল্যাণকর। এক্ষণে আমরা আর এক আপত্তিতে আসিয়া উপনীত হই। মনুতে স্ত্রী ঋতুমতী হইলেই উপভোগ করিবার আদেশ আছে (১)। পরাশর বলেন যিনি নিকটে থাকিয়াও ঋতুস্নাতা ভার্য্যা উপভোগ না করেন, তিনি যে ঘোর ব্রহ্মহত্যা পাপে পতিত হয়েন, তাহাতে সন্দেহ নাই (২)। অথচ সুশ্রুত ২৪শ অঃ শোণিত

(১) ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ স্বদারনিরতঃ সদা।
পর্ব্ববর্জ্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদ্ব্রতো রতিকাম্যয়া॥ মনু

(২) ঋতুস্নাতাস্তু যো ভার্য্যাং সন্নিধৌ নোপগচ্ছতি।
ঘোরায়াং ব্রহ্মহত্যায়াং পততে নাত্র সংশয়ঃ॥

বর্ণনীয় সুত্রের মতে স্ত্রীলোকের দ্বাদশ বৎসরে বা দ্বাদশ বৎসরের পর রজোদর্শনের কাল। দ্বাদশ বর্ষের পরেই স্ত্রীলোকের ঋতু হইলে তাহাকে তাহার স্বামী উপভোগ না করিয়া ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত রাখিয়া দিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে কিরূপে রক্ষা পাইবে? উত্তরে এই বলা যাইতে পারে মনুতে যে ঋতুকালে স্ত্রীগমনের আদেশ আছে সে ঋতুকাল শব্দে প্রশস্ত ঋতুকাল অর্থাৎ যাহা প্রশস্ত গর্ভগ্রহণ যোগ্য কাল যথা মেধাতিথি—"ঋতুর্নাম স্ত্রীণাং শোণিতোপলক্ষিত-গর্ভগ্রহণ-যোগ্য-কাল বিশেষঃ।" সেই গর্ভ গ্রহণ যোগ্য কাল ষোড়শবর্ষ, ইহাতে মনুর সহিত আয়ুর্ব্বেদের কোন মত দ্বৈধ নাই। কারণ ষোড়শবর্ষের নিম্নে স্ত্রীলোকদিগের গর্ভে ক্ষীণ, দুর্ব্বল সন্তান জম্মে বা কথনও সন্তান জম্মে না। সুতরাং ষোড়শ বর্ষের নিম্ন বয়সকে প্রশস্ত গর্ভ গ্রহণ যোগ্য কাল বলা যাইতে পারে না। অপরতঃ পরাশরের মত। এই মতে ঋতুস্নাতা ভার্য্যার নিকটে থাকিয়াও যিনি সম্ভোগ করেন না তিনিই পাতকী। এতদুত্তরে এই বলা যাইতে পারে প্রশস্ত ঋতুকাল উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত স্ত্রীকে পতি সমীপবর্ত্তিনী না করিলেই পরাশরী মতে কোন পাপাশঙ্কা বর্ত্তমান থাকে না। বিবাহের পর হইতে ষোড়শ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত কন্যাকে পিতৃগৃহে রাখিয়া দিয়া তৎপরে দ্বিরাগমন করিলেই সকল ঝঞ্চাট মিটিয়া যায়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এ নিয়ম বিশেষরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা অতি সুন্দর নিয়ম।

বিংশ অধ্যায়।

সহবাসের কতিপয় নিয়ম।

প্রাচীন আর্য্যের মতে গর্ভ হইতেই জীবের সংস্কার কার্য্যের আরম্ভ। গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কারই জীবের ঐহিক ও পারত্রিক পক্ষে একমাত্র শ্রেয় এবং পিতা-মাতা ও আচার্য্যই যথার্থ সমাজ সংস্কারক। আর্য্য মনে করেন যে জীবের উন্নতির পক্ষে একমাত্র শ্রেয়ের পক্ষে গর্ভাধানই প্রথম ও প্রধান সংস্কার। গর্ভকে সংস্কৃত কর, রেতকে সংস্কৃত কর—হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ ও ধার্ম্মিক সন্তান সকল জন্ম গ্রহণ করুক, তাহা হইলেই সামাজিক উন্নতি,

জাতীয় উন্নতি, ধর্ম্মনীতি উন্নতি—সকল উন্নতিই আপনাপনি হইবেক। পরিপক্ক বীজে সতেজ বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হয়—পিতা মাতার দৈহিক ও মানসিক বৃত্তি গুলি সন্তানে সংক্রামিত হয় এ সকল কথা সকলেই জানেন—আধুনিক দেহতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরাও এ সকল কথার সারবত্তা স্বীকার করেন। অগ্রে জৈবিক উন্নতি, পশ্চাৎ বাহ্য সংস্কার। নতুবা মনুষ্যত্বকে বিসর্জ্জন দিয়া শুদ্ধমাত্র বাহ্য সংস্কার করিতে গেলে চলিবে কেন? বীরত্বে বঞ্চিত হইলে কেবল মাত্র কামানে কি করিবে? মূঢ় অবস্থায় জীবকে জন্ম দান করিয়া বুদ্ধি শক্তি উন্মেষের জন্য তাহাকে গণিত শাস্ত্র পড়াইলে কি ফল লাভ ঘটিবে? জীবে ধর্ম্ম প্রবৃত্তির বীজ যাহাতে উপ্ত হয় অগ্রে সেই চেষ্টা না করিয়া পরে তাহাকে ধার্ম্মিক করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। এই জন্য প্রাচীন আর্য্য সমাজে বাহ্য সংস্কারকের পদ অতি নিম্ন। আর্য্যের মতে পিতা মাতা ও আচার্য্যই প্রকৃত সংস্কারক। পিতা মাতা হইতেই সন্তান সকল যেরূপ বল বুদ্ধি ধর্ম্ম সংস্কার লইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে—জীবে চিরকাল সেই সকল শক্তি বলবতী থাকিবে। বাহ্য শিক্ষাদি উপায় সকল সেই সকল শক্তির সহায়তা করিবে পরন্তু সেই সকল শক্তি প্রদানে সক্ষম হইবেক না। যদি মনুষ্যকে যথার্থ সুখী, দীর্ঘজীবী, বুদ্ধিমান, ধনবান্ ও ধার্ম্মিক দেখিতে চাও, তবে মনুষ্য বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে বীর্য্যের পক্বতা ও পুষ্টি সাধন কর, সুক্ষেত্র অন্বেষণ কর এবং যথাকালে বীজ বপন কর। যথাকালে উর্ব্বর ক্ষেত্রে পরিপক্ক বীজ রোপিত হইলে তাহা হইতে সতেজ বৃক্ষ সকল ও সুস্বাদু ফল সকল লাভ করা যায়। যদি পুত্রকে পবিত্র, উন্নত ও শোভনতম দেখিতে চাও, তবে আপনাকে পবিত্র উন্নত ও শোভন কর, পশ্চাৎ পুত্রকামী হইও। স্মরণ রাখিও যথেচ্ছাচার প্রেরিত হইয়া, যে পিতা মাতা সন্তান উৎপাদন করেন তাঁহাদের সন্তানের মানসিক ও স্বাভাবিক আকর্ষণ সকল যথাভাবে অবস্থিত হইতে পারে না। এমন কি পিতা মাতা কি পদার্থ তাহা যেমন পশুগণের পরিগ্রহ নাই সেই অযথাজাত পুত্রের পিতৃ-আকর্ষণ ছিন্ন হওয়াতে সে পিতা মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, পিতা মাতার ঘোর বিদ্বেষী হইয়া উঠে। শুদ্ধ পুত্রের দোষ দিলে কি হইবে? পিতা মাতা স্ব স্ব কর্ত্তব্য বুঝিলে পুত্রও আপনার কর্ত্তব্য বুঝিতে পারে। যথা নিয়মে স্ত্রী গমন করিলে যে সন্তান উৎপন্ন হইবেক সে কেন না বলিষ্ঠ, দীর্ঘজীবী, ধার্ম্মিক ও পিতৃমাতৃপরায়ণ

হইবেক ? কামোন্মত্ত হইয়া স্ত্রীগমন করিলে পুত্রে কেন না সেই কাম প্রবৃত্তির অধিকতর সংক্রমণ হইবেক ? ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করা পুত্র জন্মের মূল কারণ হইলে পুত্রের নিকট কি প্রকারে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার ভাজন হইবে ? মানবের যাহা কিছু দেখিতেছ, তাহা কেবল মাত্র রেত লইয়া। এই রেতই জীবের প্রথম অধিষ্ঠান ভূমি। এই রেতের আশ্রয়ে এক জনের মনোবৃত্তি, অন্য জীবে সংক্রামিত হইতেছে—এক জনের রোগ সকল অপর দেহে প্রবিষ্ট হইতেছে। শুক্রেই ধর্ম্ম, শুক্রেই বুদ্ধি, শুক্রেই জ্ঞান, শুক্রেই শক্তি। এই শুক্রকে রক্ষা করিবার জন্য হিন্দুর ব্রহ্মচর্য্যের বিধান। পাছে কোন কুপ্রবৃত্তি এই রেতকে উৎক্ষিপ্ত করে সেই জন্য হিন্দুর সদাচার ধারণ ও ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার। এবং এই রেত নিষেক কালেও হিন্দুর দেশ কাল ও পাত্রের বিবেচনা।

হিন্দুর মতে রেত নিষেকের এক মাত্র পাত্রী স্বীয় পরিণীতা স্ত্রী। ইঁহার সহিতই সহবাস একমাত্র শাস্ত্রের আজ্ঞা। সে সহবাস ও আবার নিয়মাধীন। মানুষ মাত্রেরই নিত্য সহবাসের ইচ্ছা হয়। একেবারে সহবাস ত্যাগ করিলে মেহ রোগ ও মেদ বৃদ্ধি হইয়া শরীর শিথিল হইয়া যায় (১)। সেই জন্য দেহ রক্ষার নিমিত্ত সহবাসের নিতান্ত আবশ্যক। নিয়মিত সহবাসে পরমায়ু বৃদ্ধি, শরীর হৃষ্টপুষ্ট, বর্ণ উজ্জ্বল এবং বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং লোক শীঘ্র বৃদ্ধ হয় না (২)। ইহাই আয়ুর্ব্বেদের মত। কিন্তু পাছে সুখলিপ্সু ব্যক্তিগণ আপাত-সুখের অনুসরণ করিয়া ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক তাহাদিগের জীবনকে অশেষ অমঙ্গলের আকর করিয়া তুলে সেই আশঙ্কায় হিন্দুশাস্ত্র মানবগণকে "রমণাধিকৃতির্নাস্তি জননাধিকৃতিং বিনা" জননাধিকার ব্যতীত রমণাধিকার দেন নাই। মনুর মতে পুত্রার্থের জন্যই ভার্য্যার প্রয়োজন। সুতরাং সে ভার্য্যা কামোদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হইয়া জনন কার্য্যের জন্যই ব্যবহৃত হওয়াই উচিত। বহু অপত্যও আবার হিন্দু-শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে। "ন বাহুল্যমপত্যানাং সৃষ্টি শ্রেয়স্করং ভবেৎ" বহু অপত্য কখনও সৃষ্টির শ্রেয়স্কর হয় না। কারণ বহু অপত্য দারিদ্র্যের নিদান।

(১) শরীরে জায়তে নিত্যং দেহিনাং সুরতস্পৃহা।
অব্যায়ামেঽমেহমেদোবৃদ্ধিঃ শিথিলতা তনোঃ॥

(২) আয়ুষ্মন্তো মন্দজরা বপুর্ব্বর্ণবলান্বিতাঃ।
স্থিরোপচিত মাংসাশ্চ ভবন্তি স্ত্রীষু সংযতাঃ॥

অপত্য-বাহুল্যে গর্ব্ভধারিণীর শরীর ও মন অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই সব দেখিয়া শুনিয়াই বোধ হয় দীর্ঘদর্শী ঋষিগণ সহবাস সম্বন্ধে হিন্দুসমাজকে নিয়মাধীন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের আজ্ঞা এই যে ঋতুকালেই স্ত্রীগমন করিবে। নারীগণের স্বাভাবিক্ ঋতুকাল ষোড়শ অহোরাত্র। এই ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত রমণীগণের রজঃ নির্গত হইয়া থাকে, এতন্মধ্যে প্রথম তিন রাত্রি পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীগমন করাই শাস্ত্রের আদেশ (১) আর অবশিষ্ট ত্রয়োদশ দিবসের মধ্যে অমাবস্যাদি পঞ্চ পর্ব্ব ও অন্য নিষিদ্ধ রাত্রি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যুগ্ম রাত্রিতে স্ত্রীগমনে গর্ভোৎপত্তি হইলে পুত্র এবং অযুগ্ম রাত্রিতে কন্যার জন্ম হয় (২)। এক্ষণে পঞ্চ পর্ব্ব কি তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, আর রবিসংক্রান্তি এই পাঁচটী পর্ব্বদিন (৩)। স্ত্রী সহবাস করিতে হইলে এই পর্ব্ব দিন গুলি পরিত্যাগ করিবে এবং নক্ষত্রের মধ্যে, জ্যেষ্ঠা, অশ্লেষা, রেবতী, কৃত্তিকা, অশ্বিনী, মঘা, মূলা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ এই কয় নক্ষত্র বর্জ্জনীয় (৪)। যাহা হউক ঋতুক্ষরণ দিবস হইতে ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত গর্ভধারণের উপযুক্ত সময় (৫)। এই সময় অতিক্রান্ত হইলে গর্ভাশয়ের মুখ বন্ধ হইয়া যায় সুতরাং গর্ভ হয় না। সেই জন্যই বোধ হয় ঋতুকালে স্ত্রীগমন শাস্ত্রে বিধি রূপে পরিগণিত হইয়াছে। ধর্ম্মবক্তা আপস্তম্ব মুনির মতে রজস্বলা নারী দিগের চতুর্থ দিনে স্নান করাই প্রশস্ত এবং রজস্রাব নিবৃত্তি না হইলে তাহারা সংসর্গের উপযুক্ত হয় না (৬)। ইহার কারণ এই যে,

---

(১) স্ত্রীণামৃতুর্ভবতি ষোড়শ বাসরাণি।
তস্মাদৃতোঃ পরিহরেচ্চ নিশাশ্চতস্রঃ॥

(২) যুগ্মাসু রাত্রিষু নরা বিষমাসু নার্য্যঃ।
কুর্য্যান্নিষেকমথ তাস্বপি পর্ব্ববর্জং॥ জ্যোতিষতত্ত্বং॥

(৩) চতুর্দ্দশ্যষ্টমী চৈব অমাবস্যা চ পূর্ণিমা।
পর্ব্বাণ্যতানি রাজেন্দ্র রবিসংক্রান্তিরেব চ॥

(৪) জ্যেষ্ঠামূলামঘাশ্লেষারেবতী কৃত্তিকাশ্বিনী।
উত্তরাত্রিতয়ং ত্যক্ত্বা পর্ব্ববর্জ্জং ব্রজেদৃতৌ।

(৫) আর্ত্তবস্রাবদিবসাদৃতুঃ ষোড়শরাত্রয়ঃ।
গর্ভগ্রহণ যোগ্যস্তু স এব সময়ঃ স্মৃতঃ॥

(৬) স্নানং রজস্বলায়াস্তু চতুর্থেহনি শস্যতে।
গম্যা নিবৃত্তে রজসি ন নিবৃত্তে কথঞ্চন।

প্রথমতঃ যৎকালে রমণীগণ ঋতুমতী থাকে তখন তাহাদিগের শরীরে শোণিত প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়, সুতরাং তৎকালে পতি গমন করিলে পুরুষের শুক্র কদাচ অন্তঃপ্রবিষ্ট হইতে পারে না (১)। দ্বিতীয়তঃ যে রমণী ঋতুমতী অবস্থায় পতিগমন করে, তাহার শরীরস্থ শোণিত দূষিত হইয়া রোগের কারণ হইয়া উঠে (২)। এবং তৃতীয়তঃ যে নারী ঋতুমতী অবস্থায় পতি গমন করে, সে রক্তগুল্মাদি ভীষণ পীড়ায় অভিভূত হয় এবং তদ্‌গর্ভজাত সন্তান স্বল্পায়ু হইয়া থাকে (৩)। ঋতুক্ষরণ কালে স্ত্রী গমন করিলে অথবা অন্য কালেও অধিক সঙ্গম করিলে পুরুষের যন্ত্রণাদায়ক সপূয প্রমেহ রোগ হইতে পারে (৪)। চতুর্থ দিবস হইতে ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত যে স্ত্রী সেবনের বিধান আছে, তৎপক্ষেও যত পর পর দিবসে গর্ভাধান হইবে, ততই সন্তান দীর্ঘজীবী, নীরোগ, ঐশ্বর্য্যশালী, সৌভাগ্যবান্ এবং বলবান্ হইবে (৫)। ইহাই সুশ্রুতের মত। স্ত্রীগমন করিতে হইলে রমণীয় স্থানে এবং সুশ্রাব্য গীতাদি শ্রবণ করতঃ প্রফুল্ল মনে সহবাস করাই বিধি। আর নিকটে গুরুজন থাকিলে, কিম্বা লজ্জাজনক স্থানে অথবা কোন প্রকার কথায় মনোবেদনা প্রাপ্ত হইলে সহবাস করিবে না। পরিষ্কৃত হইয়া বেশ ভূষাদি ধারণপূর্ব্বক, বলকর আহারাদির পর পুত্রার্থী হইয়া সহবাস করিবে (৬)। কারণ পিতামাতা যেরূপ

(১) শোণিতং শরীরে তস্যা বেগেন বহতে ধ্রুবং।
গমনে চ বীজং পুংসো ন চান্তঃ প্রবিশেৎ ক্বচিৎ॥

(২) ঋতুকালে চ যা নারী করোতি পতিসঙ্গমং।
শোণিতং দূষিতং তস্যা ভবেদ্বৈ রোগকারণং॥

(৩) পীড্যতে সা মহাদেবি রক্তগুল্মাদি পীড়য়া।
অপত্যমপি স্বল্পায়ুরিদং ময়া প্রকীর্ত্তিতং॥

(4) * * * It (Gonorrhœa) may arise from acrid leucorrhœal discharge, the prevalence of the menstrual flow, want of cleanliness in the female * * * excessive sexual intercourse (Page 2 Berjeau's Homœopathic Treatment of Syphilis, Gonorrhœa, Spermatorrhœa re-edited by R. S. Gutteridge M. D.)

(৫) এবুত্তরোত্তরং বিদ্যাৎ আয়ুরারোগ্যমেব চ।
প্রজাসৌভাগ্যমৈশ্বর্য্যং বলঞ্চ দিবসেষু বৈ। সুশ্রুত।

(৬) বিহারস্তার্য্যায়াঃ কুর্য্যাদ্দেশে হৃতিশয় সংবৃতে।
রম্যে শ্রব্যাঙ্গনাগানে সুগন্ধে সুখমারুতে॥
দেশে গুরুজনাসন্নে বিকৃতেঽতিত্রপাকরে।
শ্রূয়মাণ ব্যথা হেতু বচনে চ রমেত ন॥

ভোজন, আচরণ এবং চেষ্টার সহিত মৈথুন করেন তাহাদের পুত্রও তৎতৎ চেষ্টাযুক্ত হইয়া উৎপন্ন হয় (১)। সহবাস সম্বন্ধে বাগ্‌ভট বলেন ;—

গ্রাম্যধর্ম্মে ত্যজেন্নারীমনুত্তানাং রজস্বলাং।
অপ্রিয়ামপ্রিয়াচারাং দুষ্টসঙ্কীর্ণমেহনাম্।
অতিস্থূলকৃশাং সূতাং গর্ভিণীমন্যযোষিতাম্।
বর্ণিনীমন্যযোনিঞ্চ গুরুদেবনৃপালয়ম্।
চৈত্যশ্মশানায়তন চত্বরাম্বুচতুষ্পথম্।
পর্ব্বাণ্যনঙ্গদিবসং শিরোহৃদয়তাড়নম্।
বালো বৃদ্ধোঽন্যবেগার্ত্তস্ত্যজেৎ রোগী চ মৈথুনম্।
ত্র্যহাদ্বসন্তশরদোঃ পক্ষাৎ বর্ষানিদাঘয়োঃ।
শ্রমক্লমোরুদৌর্ব্বল্যবলধাত্বিন্দ্রিয়ক্ষয়ঃ।
অকালমরণং চ স্যাৎ অন্যথা গচ্ছতঃ স্ত্রিয়ম্।

অনুত্তানা (চিৎ হইয়া না শুইয়া অন্য ভাবে থাকা) রজস্বলা, অপ্রিয়া এবং অপ্রিয়চারিণী স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিবে না। যে সকল স্ত্রীলোকের যোনিব্যাপৎ প্রভৃতি রোগ বশতঃ যোনি দূষিত কিম্বা যোনিদ্বার অতিশয় সূক্ষ্ম তাহাদিগকেও ব্যবহার করা উচিত নহে। অতিশয় স্থূলাঙ্গী বা কৃশাঙ্গী স্ত্রী ব্যবহার করা উচিত নহে। প্রসূতা গর্ভিণী, পরকীয় স্ত্রী বা ব্রহ্মচারিণীর সহিত সহবাস করিবে না। জলাশয় প্রভৃতিতে স্ত্রী সেবন করিবে না। সংক্রান্তি প্রভৃতি পর্ব্বদিনে কিম্বা দিবাভাগে স্ত্রী সেবন নিষিদ্ধ। স্ত্রী সেবন করিবার সময় মস্তক ও হৃদয় প্রভৃতিতে অভিঘাত করিবে না। মুখাদি অন্য প্রদেশে অথবা হস্ত সজ্ঘর্ষণদ্বারা শুক্রপাত করিবে না। অতিভুক্ত ক্ষুধিত দুশ্চিন্তাযুক্ত, পিপাসিত, বালক, বৃদ্ধ এবং রোগীর পক্ষে স্ত্রী সেবন সম্পূর্ণ

স্নাতশ্চন্দনলিপ্তাঙ্গঃ সুগন্ধঃ সুমনোঽন্বিতঃ।
ভুক্ত বৃষ্যঃ সুবসনঃ সুবেশঃ সমলঙ্কৃতঃ॥
তাম্বুল বদনঃ পত্ন্যামনুরক্তোঽধিকস্মরঃ।
পুত্রার্থী পুরুষো নারী মুপেয়াচ্ছয়নে শুভে॥

(১) আহারাচারচেষ্টাভির্যাদৃশীভিঃ সমন্বিতৌ।
স্ত্রীপুংসৌসমুপেয়াতাং তয়োঃ পুত্রোঽপিতাদৃশঃ।

নিষিদ্ধ। অপিচ শারীরিক কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসমান ভাবে থাকায় ব্যথিত হইলে কিম্বা, মলমূত্রাদির বেগ উপস্থিত হইলেও স্ত্রী সেবন করা বিধেয় নহে। বসন্ত এবং শরৎকালে তিন দিন অন্তর গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে পনর দিন অন্তর স্ত্রী সেবন করা বিধেয়। উল্লিখিত বিধান সমূহ অতিক্রমপূর্ব্বক স্ত্রী সেবন করিলে ভ্রম, ক্লান্তি, উরু দেশের অবসন্নতা, বল ও ধাতুক্ষয়, ইন্দ্রিয়ের অকর্ম্মণ্যতা, এমন কি অকালমৃত্যু পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে পারে। সন্ধিকালে, প্রত্যূষে, অর্দ্ধরাত্রে কিম্বা মধ্যদিনে সহবাস নিষিদ্ধ। "প্রত্যূষে অর্দ্ধরাত্রে চ বাত পিত্তে প্রকুপ্যতঃ" প্রত্যূষে ও অর্দ্ধরাত্রে সহবাস করিলে বাতপিত্তের প্রকোপ হয়। মধ্যাহ্নে* স্থিতস্য হানিং শুক্রস্য বায়োঃ কোপঞ্চ বিন্দতি" মধ্যাহ্ন কালে সহবাস করিলে শুক্রের হানি ও বায়ুর প্রকোপ হয়। এই গেল আয়ুর্ব্বেদের মত। এখনও যদি আমরা দাম্পত্যজীবনের—স্ত্রী সহবাসের উল্লিখিত বিশুদ্ধ নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া চলি. তাহা হইলে আমাদিগের উদ্যম, উৎসাহ, উত্তেজনা, শ্রমশীলতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা, আধ্যাত্মিক-প্রবৃত্তি সকল সম্যক্ স্ফুরিত হইবে ও আমাদের সন্তানগণ, গতিশীল জড়ে পরিণত না হইয়া নীরোগ শরীর ও আর্য্যজাতির নানাবিধ সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়া সমাজের প্রকৃত উন্নতি ও সুখ বর্দ্ধন করিতে পারিবে, তখন আমাদিগের জাতীয়-জীবনের নব প্রভাত উন্মেষিত হইবে।

একবিংশ অধ্যায়।

পত্নীর গর্ভগ্রহণে পতির কৃত্যাকৃত্য।

পত্নীর গর্ব্ভ হইলে পতির যে যে নিয়ম প্রতিপালন করিবার শাস্ত্রে বিধি আছে তাহা এই :—

পত্নীর গর্ভ ছয়মাস পূর্ণ হইলে পতি শিরোমুণ্ডন, স্ত্রীসহবাস, তীর্থগমন, শ্রাদ্ধান্ন ভোজন এবং অন্য যাহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ বলিয়া স্থিরীকৃত আছে, সে সমস্ত পরিত্যাগ করিবেন। ক্ষৌর, শবানুগমন, নখকর্ত্তন, শ্রাদ্ধান্নভোজন,

গৃহযাগাদিকরণ, দূরদেশগমন, বিবাহ, সমুদ্রজলে গমন (স্নান বা পোতারোহণ), এই কয়েকটী কার্য্য পরিত্যাগ করিবে, করিলে আয়ুঃক্ষয় হইবে (১)।

এই সকল নিয়ম পল্লীগ্রামস্থ ব্যক্তিরা অদ্যাপিও প্রতিপালন করিতেছেন এরূপ দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে যে স্ত্রী সংসর্গের নিষেধ কথা আছে তাহাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে পত্নী গর্ভবতী হইলে তাহার স্বামী তাহাকে আর গর্ভবতী অবস্থায় ব্যবহার করিবেন না পরন্তু প্রথমাবধি নহে। মহর্ষি অত্রি স্পষ্টই বলিয়াছেন যথা :—

"ষণ্মাসাৎ কাময়েন্মর্ত্ত্যো গর্ব্বিণীং স্ত্রিয়মেবহি।"

মনুষ্য ছয় মাস পর্য্যন্ত (কেহ বলেন পাঁচ মাস সমাপ্তি পর্য্যন্ত) গর্ব্বিণী রমণীকে প্রার্থনা করিবেন, তৎপরে আর নহে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

গর্ভ সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

শঙ্খ নাভির ন্যায় আকৃতি যোনিমণ্ডল, অর্থাৎ ত্রিআবর্ত্ত, সেই যোনির তৃতীয় আবর্ত্তে গর্ভাশয়, অর্থাৎ সন্তানের বাস স্থান (২)। প্রাচীন চিকিৎসা-শাস্ত্রকার সুশ্রুত জরায়ুর আকার বিষয়ে লিখিয়াছেন রোহিত মৎস্যের মুখ দেখিতে যেরূপ, তৃতীয় আবর্ত্ত সংস্থিত গর্ভশয্যাও সেইরূপ (৩)। রোহিত মৎস্য যেমন জলে বাস করে সেইরূপ গর্ভাশয়ও পক্কাশয় এবং পিত্তাশয়ের মধ্যে অবস্থিত এবং তাহাতে যে চক্রটী প্রথম তাহার নাম সমীরণা। এই

---

(১) বপনং মৈথুনং তীর্থং বর্জয়েৎ গুর্ব্বিণী-পতিঃ।
শ্রাদ্ধঞ্চ সপ্তমান্মাসাদূর্দ্ধ্বঞ্চান্যচ্চ বেদবিৎ॥
ক্ষৌরং শবানুগমনং নখকৃন্তনঞ্চ
শ্রাদ্ধঞ্চ বাস্তুকরণং হুতিদূরযানম্।
উদ্বাহমম্বুধিজলে গমনং তথৈব
মায়ুঃক্ষয়ো ভবতি গর্ভিণিকাপতীনাম্॥ [আশ্বলায়ন]

(২) শংখ্যনাভ্যাকৃতির্যোনি স্ত্র্যাবর্ত্তাচ প্রকীর্ত্তিতা।
তস্যাস্তৃতীয়েচাবর্ত্তেগর্ভশয্যা প্রকীর্ত্তিতা॥

(৩) যথা রোহিত মৎস্যস্য মুখং ভবতি রূপতঃ।
তৎ সংস্থানাং তৎস্বরূপাং গর্ভশয্যাং বিদুর্বুধাঃ॥ সুশ্রুত।

সমীরণায় বীর্য্য ও রজ পতিত হইলে নিষ্ফল হইয়া থাকে। দ্বিতীয় চক্রটীর নাম চন্দ্রমুখী, ইহাতে বীর্য্য ও রজ পতিত হইলে কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তৃতীয় আবর্ত্তের নাম গৌরীমুখী। ইহাতে পতিত বীর্য্য ও রজ পুত্রোৎপাদক হইয়া থাকে।

ঋতুকালে ১৬ দিন পর্য্যন্ত গর্ভাশয়ের মুখ খোলা থাকে এবং তাহার পরে বন্ধ হইয়া যায়। ঋতুকালে জরায়ু বাত, পিত্ত ও কফ দ্বারা আবৃত না থাকিলে জরায়ুমুখে জীব সঞ্চারক বীজ উপস্থিত হইবা মাত্র তাহা বিস্তৃত হইয়া যায়। সেই বীজ গর্ভাশয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক আর্ত্তবের সহিত মিশ্রিত হইয়া গর্ভ সঞ্চার করে। সত্ব যত বৃদ্ধি হইতে থাকে, সসত্ব জরায়ু ততই বিস্তৃত হইতে থাকে এবং দিন দিন গর্ভ যত বৃদ্ধি পায়, অমনি তাহার সঙ্গে জরায়ুর শিরা, মাংসপেশী ও অন্ত্রসকল স্থিতিস্থাপক হইয়া উঠে। ক্রমে ক্রমে জরায়ু বিস্তৃত হইয়া এত বৃহৎ হয় যে তাহার মধ্যে ২০ বুরুল পরিমাণ পূর্ণাবয়ব শিশু ও অবস্থান করিতে পারে।

গর্ভ গ্রহণ হইলে রমণীগণের ঋতু বন্ধ হইয়া যায়। ঋতু বন্ধ হইলেই যে রমণীরা গর্ভবতী হইয়াছে বুঝিতে হইবে তাহা নহে। অনেক সময়ে পীড়া বশতঃ ঋতু বন্ধ হয়। সুতরাং ঋতু বন্ধ হওয়া গর্ভের মুখ্য পরিচায়ক নহে। সদ্যোগৃহীত-গর্ভার লক্ষণ-স্থলে চরক বলিয়াছেন (১) লালাপ্রসেক (মুখ দিয়া জল উঠা) গাত্রের গুরুতা, অঙ্গ-সাদ, তন্দ্রা (নিদ্রার্ত্তার ন্যায় চেষ্টা) হর্ষ, হৃদয় ব্যথা, তৃপ্তি ও যোনির বীজ গ্রহণ সদ্যোগৃহীত-গর্ভার লক্ষণ, সুশ্রুত বলিয়াছেন,—"শ্রমবোধ, গ্লানি, পিপাসা, সক্থির অবসাদ, শুক্র-শোণিতের অববন্ধ ও যোনির স্ফুরণ সদ্যোগৃহীত গর্ভার লক্ষণ (২); আর স্তনদ্বয়ের মুখে কৃষ্ণতা, রোমরাজির উদ্গম, চক্ষু পক্ষ্মের সর্ব্বদা সংমীলন অকারণ বান্তবেগ, উত্তম গন্ধেও উদ্বেগ, মুখ হইতে জলস্রাব এবং অবসাদ এইগুলি গর্ভিণীর লক্ষণ (৩)। নূতন গর্ভিণী এই সকল অনুধাবন করিতে কিছু অশক্ত;—

(১) নিষ্ঠীবকা গৌরবমঙ্গ-সাদ-স্তন্দ্রাপ্রহর্ষৌ হৃদয়-ব্যথা চ।
তৃপ্তিশ্চ-বীজগ্রহণঞ্চ যোন্যাগর্ভস্য সদ্যোঽনুগতস্য লিঙ্গং ॥ চঃ শাঃ।

(২) তত্র সদ্যোগৃহীত-গর্ভায়া লিঙ্গানি,—শ্রমো গ্লানিঃ পিপাসা
সক্থি-সদনং শুক্র শোণিতাববন্ধ-স্ফুরণঞ্চ যোনেঃ। সুঃ শাঃ।

(৩) স্তনয়োঃ কৃষ্ণমুখতা রোম-রাজ্যুদ্গমস্তথা, অক্ষি-পক্ষ্মাণি চাপ্যস্যাঃ।
সংমীল্যন্তে বিশেষতঃ। অকামত শ্ছর্দয়তি গন্ধাদুদ্বিজতে শুভাৎ,
প্রসেকঃ সদনঞ্চাপি গর্ভিণ্যা লিঙ্গ-মুচ্যতে। (সুঃ শাঃ)

কিন্তু স্তনদ্বয়ের রূপান্তর তাহাদের পক্ষে জানিবার এক অতি সহজ উপায়। (১) বাগ্‌ভট অন্যান্য লক্ষণের সহিত বলিয়াছেন, গর্ভিণীর অম্লে ইচ্ছা, স্তনদ্বয় পীন, শ্বেতান্ত ও কৃষ্ণ চুচুক হয়। চরক বলেন,—(২) আর্ত্তবা দর্শনসাম্য আস্যস্রাব, অন্নে অনভিলাষ, বাস্তবেগ, অরুচি, অম্লে বিশেষ ইচ্ছা, নানারূপ ভাবে শ্রদ্ধা ও প্রণয়, গাত্রের গুরুতা, চক্ষের গ্লানি, স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার, ওষ্ঠ ও স্তন-মণ্ডলের অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণতা, পাদ-শোথ. লোম-রাজির ও যোনির সামান্য জালিত্ব এই গর্ভিণীর লক্ষণ কিন্তু এই সকল ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। সদ্যোগৃহীত গর্ভার পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণের অন্যতম বুঝিয়া, বুদ্ধিমতী রমণী সম্ভোগের পরই গর্ভোৎপাদন অনুভব করিয়াছেন, অনেক শুনা যায়। আর বুদ্ধিমতী হইলে, গর্ভে কি সন্তান হইবে, বলিতে পারেন। চরক বলেন (৩) যাহার কন্যা হইবে, তাহার বাম অঙ্গের চেষ্টা, পুরুষে অভিলাষ, স্ত্রী-বিষয়ে স্বপ্ন, স্ত্রী নামধেয় দ্রব্যে পান ও অশন-শীলতা ও চেষ্টা হয়, এবং বাম ভাগে গর্ভ-পেশীর ন্যায় অবর্ত্তুল আকারবৃদ্ধি ও বাম স্তনে দুগ্ধ হয়।—পুত্র হইবার হইলে, ইহার ঠিক বিপরীত লক্ষণ ঘটে, এবং গর্ভ বর্ত্তুলের আকার ধারণ করে (৪)! ভাব প্রকাশে লিখিত আছে (৬) দুই মাসের পরই কি সন্তান হইবে, স্পষ্ট জানা যায়; নপুংসক হইলে অন্যান্য সকল লক্ষণ মিশ্রিত ভাবে প্রকাশ পায়, এবং গর্ভবর্ত্তুল অর্দ্ধফলের ন্যায় বোধ হয়। গর্ভিণীর এই সকল লক্ষণ, বিশেষরূপে জানা থাকিলে, অনায়াসে কি সন্তান হইবে, বুঝিতে পারা যায়।

---

(১) অম্লেষ্টতা স্তনৌ পীনৌ শ্বেতান্তৌ কৃষ্ণ চুচুকৌ (বাগ্‌ভট)

(২) আর্ত্তবাদর্শন-সাম্যমাস্য-সংশ্রবণমনন্নাভিলাষঃ সুর্দ্দিবোরাচকোঽ-ম্লকাম্যতো চ বিশেষেণ শ্রদ্ধা-প্রণয়নঞ্চোচ্চাবচেষু ভাবেষু গুরুগাত্রত্বং চক্ষুষো গ্লানিঃ স্তনয়োঃ স্তন্যমোষ্ঠয়োঃ স্তন-মণ্ডলয়োশ্চ কার্ষ্ণ্যমত্যর্থং শ্বয়থুঃ পাদয়ো রীষল্লোমরাজ্যা যোন্যাশ্চ জালত্বমিতি গর্ভে পর্য্যাগতে রূপানি ভবন্তি। চরক

(৩) সব্যাঙ্গ-চেষ্টা পুরুষার্থিনী স্ত্রী,
স্ত্রী-স্বপ্ন-পানাশন-শীল-চেষ্টা,
সব্যাঙ্গ-গর্ভা ন চ বৃত্তগর্ভা
সব্য প্রদুগ্ধাস্ত্রিয়মেব সূতে
পুত্রস্বতো লিঙ্গ-বিপর্য্যয়েণ।

(৪) পুত্রগর্ভযুতায়াস্তু নার্য্যা মাসি দ্বিতীয়কে।
গর্ভো গর্ভাশয়ে লক্ষ্যঃ পিণ্ডাকারোঽপরং শৃণু।

জরায়ু মধ্যে ভ্রূণ কি প্রকারে বাস করে ও বর্দ্ধিত হয় তাহা অতীব চমৎকার। গর্ভসঞ্চারের পূর্ব্বে জরায়ু দীর্ঘে ২ বুরুল, প্রস্থে কিছু কম এবং পুরুতে কনিষ্ঠা অঙ্গুলীর অধিক নহে। ইহা দুইটী চর্ম্মে আবৃত এবং পেশী, ধমনী, স্নায়ু বিশিষ্ট। শরীর তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন গর্ভ সঞ্চারের পূর্ব্বে জরায়ুর মধ্যে বিন্দু মাত্র কোন বস্তু ধরিতে পারে এমন বোধ হয় না। কিন্তু ঈশ্বরের মহিমাগুণে জরায়ু এরূপ রবারের ন্যায় স্থিতিস্থাপক এবং আশ্চর্য্য কৌশলে নির্ম্মিত যে ইহাতে পূর্ণাবয়ব একটী জীব স্বচ্ছন্দে বাস করে। শুক্র ও শোণিত গর্ভাশয়ে মিলিত হইলে প্রথম দিনে বুদ্বুদাকার ভ্রূণের উৎপত্তি হয় এবং পঞ্চম দিবস পর্য্যন্ত তদবস্থায় থাকিয়া পরে অর্ব্বুদাকার ধারণ করে (১)। উক্ত অর্ব্বুদাকার হইতে সাত দিনে মাংসপেশী জন্মে, তাহার পরে দুই সপ্তাহে মাংস ও শোণিত দৃঢ়ীভূত হয় অর্থাৎ আর তরল অবস্থায় থাকে না (২)। তদনন্তর পঞ্চবিংশতি দিনে সেই ঘনীভূত মাংস পিণ্ড হইতে মাসকলাই সদৃশ শিরোদেশ, দুই হস্ত ও দুই পদ এই পঞ্চ স্থান বৃদ্ধি পাইতে থাকে (৩)। তাহার পর দুই মাস মধ্যে, ক্রমান্বয়ে গ্রীবা, শির, স্কন্ধ, পৃষ্ঠ, বক্ষ, উদর, হস্ত, পদ ও স্ত্রীপুরুষ চিহ্নিত অঙ্গবিশেষ কটিদেশ ও পার্শ্বদ্বয় জন্মে। এই সময় বাহুদ্বয় বুকের সহিত মিলিত ও হাত দুটী উচ্চ হইয়া থাকে; উরু পেটে মুড়িয়া থাকে এবং পা উরুর পশ্চাতে বেঁকিয়া থাকে—দেখিতে ঠিক কুষ্মাণ্ডের ন্যায়। তিন মাসে সমস্ত অঙ্গের

দক্ষিণাক্ষি মহত্বং স্যাৎ প্রাকক্ষীরং দক্ষিণে স্তনে
দক্ষিণোরুঃ সুপুষ্টঃ স্যাৎ প্রসন্ন মুখ-বর্ণতা,
পুন্নামধেয় দ্রব্যেষু স্বপ্নেষপি মনোরথঃ,
আম্রাদি ফলমাপ্নোতি স্বপ্নেষু কমলাদি চ।
কন্যা গর্ভবতী গর্ভে পেশী মাসি দ্বিতীয়কে,
পুত্র-গর্ভস্য লিঙ্গানি বিপরীতানি চেক্ষতে,
নপুংসকো যদা গর্ভে ভবেদ্গাস্তোঽর্ব্বুদাকৃতিঃ।
উন্নতে ভবতঃ পার্শ্বে পুরস্তাতুদুরং মহৎ॥
অর্ব্বুদং বর্ত্তুলং কলার্দ্ধতুল্যং (ভাব প্রকাশ)

(১) ততঃ শুক্রাসৃগেকত্বমেকাহাৎ কললং ভবেৎ।
পঞ্চরাত্রেণ কললমর্ব্বুদাকারতাং ব্রজেৎ॥ চরক।

(২) অর্ব্বুদং সপ্তরাত্রেণ মাংসপেশী ভবেত্ততঃ।
দ্বিসপ্তাহে ততঃ পেশী রক্ত মাংসদৃঢ়া ভবেৎ॥ ঐ

(৩) বীজস্তেবাঙ্কুরাঃ পেশ্যাঃ পঞ্চবিংশতি রাত্রিতঃ।
ভবন্তি মাষমাত্রেণ পঞ্চধা জায়তে পুনঃ॥ ঐ

অঙ্কুর হয়—আর কোন অঙ্গের অঙ্কুর হইতে বাকী থাকে না (১)। এই সময়ে ভ্রূণস্থ শিশু মুদ্রিত নেত্রে যেন ধ্যানে মগ্ন থাকে দেখা যায়। চতুর্থ মাসে জীবের পঞ্চভূত ও গুণের (সুখ দুঃখ স্বরূপ) সহিত সম্বন্ধ হইয়া থাকে। পঞ্চম মাসে হস্ত ও পদের অঙ্গুলি জন্মে (২)। ষষ্ঠ মাসে মুখ, নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু, চরণ, দেহের বর্ণ, হস্ত পদের নখ, দন্তের মাড়ি, নাড়ী, জিহ্বা এবং কর্ণদ্বারের ছিদ্রগুলি জন্মিয়া থাকে (৩)। তিন মাস হইতে ছয় মাস পর্য্যন্ত মনুষ্যশিশুকে দেখিতে ঠিক ইতর জন্তুর শাবক। ছ মাসের পূর্ব্বে মজ্জা অর্দ্ধ জলবৎ তরল থাকে, চুল হয় না। ছয় মাস হইলে অল্প কাল কাল ছোট পাতলা চুল জন্মিতে থাকে। তখনও চক্ষের পাতা মুদ্রিত থাকে। সপ্তম মাসে গর্ভস্থ ভ্রূণ মন ও চেতনা, নাড়ী, স্নায়ু, শিরা সম্পন্ন হয় এবং অষ্টম মাসে উক্ত বালকের স্মরণশক্তি জন্মে (৪)। অষ্টম মাস সম্পূর্ণ হইলে গর্ভস্থ বালকের হস্তপদাদি অঙ্গসকল এবং নখাদি প্রত্যঙ্গ সকল পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া অঙ্গ সকল স্পষ্টীভূত এবং মস্তকের কেশ সঞ্জাত হয় (৫)। অতএব অষ্টম মাসে গর্ভ পূর্ণাবয়ব ধারণ করে; তখন গর্ভস্থ শিশু মাতা হইতে এবং প্রসূতি গর্ভস্থ শিশু হইতে রসবাহিনী ধমনীসমূহ দ্বারা পরস্পর রস গ্রহণ করিয়া থাকে। এই সময়ে গর্ভিণী মুহুর্মুহু কষ্ট ও গ্লানিযুক্তা হয় (৬)। সাত মাসেই বালকের চক্ষু ফুটে এবং অষ্টম মাসে সুশ্রুতের

---

(১) গ্রীবাশিরশ্চ স্কন্ধশ্চ পৃষ্ঠোবক্ষস্তথোদরং।
পাণিপাদং তথামেঢ্রং কটিপার্শ্বং তথৈব চ॥
মাসদ্বয়েন সর্ব্বাণি ক্রমশশ্চ ভবন্তি হি।
ত্রিভির্মাসৈঃ প্রজায়ন্তে সর্ব্বাঙ্গাঙ্কুর সঞ্চয়ঃ॥

(২) আত্মভূতগুণস্যেতি চতুর্থে স্পর্শনং ভবেৎ।
মাসৈঃ পঞ্চভিরঙ্গুল্যঃ প্রজায়ন্তে যথাক্রমং॥

(৩) মুখং নাসা চ কর্ণে চ জায়ন্তে চাপি চক্ষুষী।
ষষ্ঠে চরণবর্ণস্তু নখাস্ত্বাঙ্কাপি সম্ভবঃ॥
দন্তশ্রেণীস্তথা নাভি রসনা চ প্রবর্ত্ততে।
কর্ণয়োশ্চ ভবেচ্ছিদ্রং ষণ্মাসাভ্যন্তরেঽপি চ॥

(৪) মনসা চেতসাযুক্তং নাড়ি স্নায়ুশিরা ততঃ।
সপ্তমে চাষ্টমে মাসি তথা সস্মৃতিমানপি॥

(৫) অঙ্গপ্রতঙ্গ সম্পূর্ণং শিরঃ কেশসমন্বিতং।
বিভক্তাবয়ব স্পষ্টঃ পূর্ণমাসাষ্টমেন তু॥

(৬) কলেবরস্য পূর্ণত্বাদষ্টমে মাসি বৈ পুনঃ।
রসবাহিধমনীভিঃ গর্ভমাত্রোঃ পরস্পরঃ॥

মতে বল বিধায়ক ওজনামা ধাতু বিশেষ স্থিরতা লাভ করে না, সুতরাং সে সময়ে জন্মিলে শিশু জীবিত থাকে না (১)। আট মাসে হাত পা একটু ছাড়াইয়া আড় হইয়া পড়ে এবং নয় মাসে ঊর্দ্ধে পা ও নিম্নে মাথা করিয়া শিশু নামিতে থাকে। নবম দশম একাদশ দ্বাদশ ইহার মধ্যে কোন এক মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ইহার অন্যথা হইলে বিকৃত হয় (২)।

ভ্রূণস্থ শিশুর ক্রমোন্নতি উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কি কারণে উহা সঙ্ঘটিত হয় তাহা বলা আবশ্যক। কি করিয়া গর্ভস্থ শিশুর জীবনোপায় হইয়া থাকে, গর্ভে বালক রোদন করে কি না, বিষ্ঠামূত্রাদি ত্যাগ করে কি না, কোন্ কোন্ বস্তু বালক পিতা মাতা হইতে প্রাপ্ত হয় ইহা জানিতে আমাদিগের মনে কৌতূহল জন্মে। শাস্ত্র বলেন গর্ভের নাভি নাড়ী রসবাহিনী রসবহন করেন। ঐ নাড়ী মাতৃরসবহা নাড়ীতে সংলগ্না থাকে বলিয়া তদ্দ্বারা গর্ভের বৃদ্ধি নিত্যই হয় (৩)। এইরূপে গর্ভস্থ শিশুর জীবনোপায় হইয়া থাকে। গর্ভস্থ বালক মাতার নিশ্বাস প্রশ্বাস সঞ্চালন নিদ্রা ইত্যাদি কায়িক চেষ্টা যাবৎ তাবৎ করে (৪)। গর্ভের নাভিমধ্যে তেজস্থান, সেই স্থানে বায়ু ধমন করে অর্থাৎ যেমন ভস্ত্রা (কর্ম্মকারের জাঁতা) দ্বারা তাওয়া যায়। দেহের উষ্মাদ্বারা গর্ভের বৃদ্ধি হয় (৫)। উষ্মার সহিত বায়ু এই গর্ভের বিস্তার করে, দেহ বর্দ্ধিত হয়, উর্দ্ধ অধঃ তির্য্যক্ স্রোত সকল বিস্তার যেমন করে তেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় (৬)। তবে দৃষ্টি এবং লোমকূপ

ওজঃ সংগৃহ্যতে শশ্বদত্রাপি চ মুহুর্মুহুঃ।
গর্ভিণী হৃষ্টযুক্তাপি গ্লানিযুক্তা ভবেত্তদা॥ চরক।

(১) অষ্টমেঽস্থিরীভবত্যোজঃ তত্র জাতশ্চেন্ন জীবেৎ
নিরোজস্ত্বাৎ * * *

(২) নবম দশমৈকাদশ দ্বাদশানামন্যতমস্মিন্ জায়তে।
অতোঽন্যথা বিকারী ভবতি॥ সুশ্রুত॥

(৩) গর্ভস্য নাভিনাড়ীতু নাড়ীরসবহাস্মৃতা।
সংলগ্না তেন গর্ভস্য বৃদ্ধির্ভবতি নিত্যশঃ॥

(৪) নিশ্বাসোচ্ছ্বাস সংক্ষোভ স্বপ্নসংভবান।
মাতা নিশ্বাসাদি কায়াশ্চেষ্টাঃ করোতি।
তাং গর্ভোপিকরোতীত্যর্থঃ।

(৫) গর্ভস্য নাভি মধ্যেতু জ্যোতিঃ স্থানং ধ্রুবং স্মৃতং।
তদাধমেতি বাতশ্চ দেহো ঘণাস্যবর্দ্ধতে॥

(৬) উষ্মণা সহিতশ্চাপি দারয়ত্যস্য মরুতঃ।
ঊর্দ্ধ তির্য্যগধস্তাচ্চ স্রোতাংসি চ যথা তথা॥

সকলের কদাচ বৃদ্ধি হয় না ইহা ধন্বন্তরির মত (১)। পক্কাশয়ের বায়ুর অল্পতা হেতু এবং অযোগ হেতু গর্ভস্থ বায়ু বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ করে না (২)। জরায়ু দ্বারা মুখাচ্ছন্ন এবং কফ বেষ্টিত কণ্ঠ বায়ুর পথ নিরোধ হেতু গর্ভস্থ রোদন করে না (৩)। বালকের কেশ, শ্মশ্রু, নখ, লোম, দন্ত, অস্থি, শিরা, স্নায়ু, ধমনী, এবং শুক্র এই সমুদয় অংশ পিতা হইতে উৎপন্ন হয় (৪) ত্বক্, রক্ত, মাংস, মেদ নাভি, হৃদয়, লোম, যকৃৎ, প্লীহা বস্তি, পুরীষাধান, আমাশয়, পক্কাশয়, পায়ু ক্ষুদ্রান্ত্র, স্থূলান্ত্র, বপা (হৃদয়স্থ মেদ) এবং বপাবহ এই সমুদয় অংশ মাতা হইতে উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয় জ্ঞান, সুখ দুঃখ, ঈশ্বরীয় জ্ঞান, আয়ু এই সব পদার্থ আত্মজ এবং বুদ্ধি বিদ্যা পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারের ফল।

কোন কোন রমণী আশু আর কোন কোন রমণী বিলম্বে গর্ভধারণ করিয়া থাকে। গর্ভের শুক্র শোণিত, আত্মা, আশয় অর্থাৎ ভ্রূণোৎপত্তি স্থান (জরায়ু ক্ষেত্র) এবং কাল এই সমুদায় যদি দোষ বর্জিত হয়, গর্ভিণীর আহার বিহার বিষয়ে যদি কোন দোষ না থাকে, তবে সেই অদুষ্ট শুক্র শোণিত সম্ভূত গর্ভ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন হইয়া যথাকালে সুখে প্রসূত হয়। আর সপ্রজা অর্থাৎ অবন্ধ্যা স্ত্রী ও যোনি বা জরায়ুর দোষ, মানসিক বিবিধ অশান্তি বা ক্লেশ, শুক্র বা শোণিত দুষ্টি, আহার বিহারাদির অত্যাচার, অকালযোগ কিম্বা ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা দৈহিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি কারণে কাল বিলম্বে গর্ভধারণ করে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে রমণীর ঋতু বন্ধ হইয়া তাহার উদর বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। দেখিলে বোধ হয় যেন গর্ভবতী। কিন্তু কিছুকাল পরে যখন অগ্নি বা সূর্য্যতাপে, অধিক শ্রম, ক্রোধ শোক কোন পীড়া, অথবা উষ্ণ অন্নপান দ্বারা সঞ্চিত শোণিত

(১) দৃষ্টিশ্চরোমকূপাশ্চ ন বর্দ্ধন্তে কদাচন।
ধ্রুবাণ্যে তানিমর্ত্যানা মিতি ধন্বন্তরের্মতং॥

(২) বাতাল্পত্বাদ যোগাচ্চ বায়োঃ পক্কাশয়স্যচ।
বাত মূত্র পুরীষাণি গর্ভস্থো নবিমুঞ্চতি॥

(৩) জরায়ুনা মুখেচ্ছন্নে কণ্ঠেচ কফবেষ্টিতে।
বায়োর্মার্গ নিরোধাচ্চ ন গর্ভস্থঃ প্ররোদিতি॥

(৪) কেশাঃ শ্মশ্রুচ লোমানি নখা দন্তাঃ শিরাস্তথা।
ধমন্যঃ স্নায়বঃ শুক্র মেতানি পিতৃজানিহি॥

পরিস্রুত হয় তখন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সকল মনে করে পিশাচ আদি দ্বারা গর্ভ অপহৃত হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ রমণীর আদৌ গর্ভ হয় নাই। রুক্ষান্ন পানাদি দ্বারা গর্ভাশয়স্থ বায়ু প্রকুপিত হইয়া অনেক সময় স্ত্রীলোকদিগের ঋতু শোণিত রোধ করে। এবম্ভূত নিরোধ দ্বারা পেট উচ্চ হইয়া উঠে। বীজ (মিলিত শুক্র ও রক্ত) হইতেই সন্তানের উৎপত্তি। ঐ বীজ রক্তাধিক হইলে কন্যা, শুক্রাধিক হইলে পুত্র রক্তাধিক বীজ বিভক্ত হইলে যমজ কন্যা এবং শুক্রাধিক বীজ দুই ভাগে বিভক্ত হইলে যমজ পুত্র জন্মে। এইরূপে বীজ বিভক্ত হইলে যদি এক ভাগে রক্তের আধিক্য অপর ভাগে শুক্রের আধিক্য থাকে, তবে যমজ, কন্যা ও পুত্র উৎপন্ন হয়। যখন বায়ু অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মিলিত শুক্র শোণিতকে নানা ভাগে বিভক্ত করে, তখনই উক্ত বিভাগানুসারে অদৃষ্ট বশতঃ কর্ম্মস্বরূপ অনেক অপত্য জন্ম গ্রহণ করে। গর্ভিণী যদি উৎকৃষ্ট আহারাদি প্রাপ্ত না হয়, অথচ যদি গর্ভিণীর কোন রূপে কোন ধাতুর অধিক স্রাব হয়, তবে গর্ভ শুষ্ক হয়, তাহার পর গর্ভ পুষ্ট হইলে সন্তান প্রসব হয়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

গর্ভিণী কৃত্যাকৃত্য।

গর্ভ সঞ্চার হইলে গর্ভিণীকে কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়। করিলে, উত্তম সন্তান জন্মে। ভাব প্রকাশ বলেন:—গর্ভিণী স্ত্রী প্রথম দিবসাবধি (চতুর্থ দিবসে ঋতু স্নান করিয়া ভর্ত্তৃ সমীপবর্ত্তিনী হওয়া অবধি) হৃষ্টা এবং অলঙ্কার ভূষিতা শুচি এবং শুক্লবস্ত্র পরিধানা হইয়া দেবতা গুরুব্রাহ্মণ পূজনে রতা হইবেন। মধুর এবং স্নিগ্ধ হৃদ্যদ্রব ও লঘু অগ্নিদীপনীয় দ্রব্য ও পরিপাককারী দ্রব্য গর্ভবতী স্ত্রীকে খাইতে দিবে। ব্যায়াম, লঙ্ঘন এবং মৈথুনসেবা অতিশয় স্নিগ্ধাদি সেবাও গর্ভিণী করিবে না। রাত্রি জাগরণ ও শোক ও যানাদির আরোহণ তথা রক্তমোক্ষণ বায়ু মূত্র বিষ্ঠার বেগ ধারণ কঠিনাহার এই সকল গর্ভবতী নারী ত্যাগ করিবেন। গর্ভিণীর দোষাভিঘাত যে যে ভাগ হইয়া প্রকৃষ্টরূপ পীড়া হয় সেই সেই ভাগ গর্ভস্থ

শিশুরও পীড়া হয়। মলিনা বিকৃতাকারা অঙ্গহীনা এতাদৃশী স্ত্রীকে স্পর্শ করিবেন না, দুর্গন্ধ ঘ্রাণ লইবেন না, নয়নের অপ্রিয় ব্যক্তি কিম্বা দ্রব্য মাত্রেরই দর্শন করিবেন না। কর্ণের অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিবেন না। পর্য্যুষিত অন্ন, শুষ্ক অন্ন এবং দুর্গন্ধ অন্ন ভোজন করিবেন না। চিতাকর্ম্ম ও শ্মশান এবং বৃক্ষ এইরূপ ভাবনা করিবেন না, এবং অযশস্করকর্ম্ম ত্যাগ করিবেন। এবং বহির্গমন ও শূন্য গৃহও ত্যাগ করিবেন। উচ্চ কথা কহিবেন না, যাহাতে গর্ভ বিনাশ হয় এতাদৃশ কর্ম্ম করিবেন না। তৈলাভ্যঙ্গ তৈল মর্দ্দন অতিশয় করিবেন না। অতি মৃদু অর্থাৎ কোমল পাতলা শয্যা করিবেন না; অতি উচ্চ শয্যাও করিবেন না; এই সকল নিয়ম এবং হর্ষজনক সাফল্যকর্ম্ম যত্নেতে গর্ভিণী করিবেন (১)। মাতার নাস্তিকতা [ঈশ্বরে অবিশ্বাস জন্য যথেচ্ছাচারিতা] দোষে গর্ভ বিকৃত প্রাপ্ত হয় (২) বলিয়া গর্ভিণীর চিত্ত বিশুদ্ধি ও ঈশ্বর পরায়ণতার জন্য দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণ পূজনের আদেশ সুশ্রুতে দেখা গিয়া থাকে। ধর্ম্ম শাস্ত্রেও এই আশয়ে পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন,

---

(১) গর্ভিণী প্রথমাদহ্নঃ প্রহৃষ্টা ভূষিতা শুচিঃ।
ভবেচ্ছুক্লাম্বরা দেব গুরু বিপ্রার্চ্চনেরতা॥
ভোজ্যন্তু মধুরপ্রায়ং স্নিগ্ধং হৃদ্যং দ্রবং লঘু।
সংস্কৃতং দীপনীয়ন্ত নিত্য মেবোপ যোজয়েৎ॥
গুর্ব্বিণী নতুকুর্ব্বীত ব্যায়াম মপতর্পণং।
ব্যবায়ঞ্চ ন সেবেত ন কুর্য্যাদতি তর্পণং॥
রাত্রৌ জাগরণং শোকং যানস্যারোহণং তথা।
রক্তমোক্ষং বেগরোধং ন কুর্য্যাদুৎকটাশনং॥
দোষাভিঘাতো গর্ভিণ্যা যোযোভাগঃ প্রপীড়্যতে।
সসভাগঃ শিশোস্তস্য গর্ভস্থস্য প্রপীড্যতে॥
মলিনাং বিকৃতাকারাং হীনাঙ্গীং ন স্পৃশেৎ স্ত্রিয়ং।
ন জিঘ্রেদপি দুর্গন্ধং ন পশ্যেন্নয়নাপ্রিয়ং॥
বচাংসি নাপি শৃণুয়াৎ কর্ণয়োরপ্রিয়াণি চ।
নান্নং পর্য্যুষিতং শুষ্কং ভুঞ্জীতকথিতঞ্চ যৎ॥
চৈত্যশ্মশান বৃক্ষাংশ্চভাবাং শ্চাপ্যযশস্করান্।
বহির্নিষ্ক্রামণং ক্রোধং শূন্যাগারঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥
নোচ্চৈব্রূয়াৎ নতৎ কুর্য্যাৎ যেন গর্ভো বিনশ্যতি।
তৈলাভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনেচনাত্যর্থং কারয়েদপি॥
ন মৃদ্বাস্তরণং কুর্য্যান্নাত্যুচ্চং শয়নাসনং।
এতাংস্তু নিয়মান্ হর্ষান্ যত্নাৎ কুর্ব্বীত গুর্ব্বিণী॥ (ভাব প্রকাশঃ)

(২) মাতা পিত্রোস্তু নাস্তিক্যা দশুভৈশ্চ পুরাকৃতৈঃ। বাতাদীনাঞ্চ কোপেন গর্ভো বিকৃতি মাপ্নুয়াৎ। সুশ্রুত।

প্রভৃতি সংস্কার বিধিবদ্ধ আছে। আয়ুর্ব্বেদের মতে ব্যায়াম, মৈথুন সেবা, রাত্রি জাগরণ, উৎকুক (উচ্চ খট্টাদি) বিষম, (উঁচু নীচু) এবং কঠিন আসনে উপবেশন বা বাত মূত্র পুরীষের বেগ রোধ, যানাদি আরোহণ, অভিঘাত জন্য প্রপীড়ন (লগুড়াদি দ্বারা প্রহার), অপ্রিয় শব্দ শ্রবণ এবং ভয় অকালে গর্ভপাতের কারণ। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবস্তু (লঙ্কা ও সুরা প্রভৃতি) সেবনে এবং প্রমিত (অতি অল্প) বা উপবাসে গর্ভস্থ সন্তান মরিয়া যায়। গর্ভবতী রমণী ক্রন্দন করিলে সন্তান বিকৃত দৃষ্টি, অতিশয় তৈল মাখিলে কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত, অত্যন্ত কথা কহিলে প্রলাপী, অতিশব্দ শ্রবণে বধির সন্তান জন্মিয়া থাকে, ইহা বৃদ্ধ সুশ্রুতের মত। মোট কথা এই, যে যে দ্রব্য কি আচার যে যে ব্যাধির নিদান বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই সেই বস্তু সেবন করিলে গর্ভবতীর সেই সেই রোগ-প্রবল সন্তান জন্ম গ্রহণ করে (১) ইহাই মহামুনি অগ্নিবেশ চরক সংহিতায় বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যে রমণী হস্ত পদ ইতস্ততঃ প্রসারিত করিয়া শয়ন করেন, যিনি রাত্রিতে বাহিরে ভ্রমণ করেন তাঁহার সন্তান উন্মত্ত অথবা অপস্মার রোগ (মৃগী) গ্রস্ত হয়। যিনি অত্যন্ত বিবাদ কলহ রত থাকেন, তাঁহার সন্তান বিশ্রী, অহ্লীক (তড় বড়িয়া) ও স্ত্রৈণ হওয়া সম্ভব। যিনি সর্ব্বদা সন্তাপে জড়িত থাকেন, তাঁহার সন্তান ভীতিযুক্ত, অপচিত (অপচয় গ্রস্ত) অথবা অল্পায়ু হওয়ার সম্ভব। যিনি সর্ব্বদা দুশ্চিন্তা করেন, তাঁহার সন্তান পরিতাপী ঈর্ষাপরায়ণ বা স্ত্রৈণ হইতে পারে, অথবা ঘোর পরিশ্রম পরায়ণ, পরাপকারী দুষ্কর্ম্মশীল হইবার সম্ভব। অমর্ষ দ্বারা ক্রোধী, বঞ্চক ও অসূয়াশীল হইতে পারে। সর্ব্বদা নিদ্রা গেলে তন্দ্রালু বুদ্ধিহীন ও পরিপাক শক্তি রহিত সন্তান জন্মে (২)।

উল্লিখিত মত বাদে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে রমণীগণের গর্ভ গ্রহণ হইলে তাহারা কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়কে সংযত রাখিবেন। ইহার কারণ

(১) যদ্‌যচ্চ যস্য যস্য ব্যাধে র্নিদান মুক্তং তত্তদা সেবমানান্তর্ব্বত্নী—তদ্বিকারো বহুল মপত্যং জনয়তি। চরক

(২) বিবৃত শায়িনী নক্তঞ্চারিণী যোন্মত্তং জনয়ত্য পস্মারিনং বা পুনঃ কলিকলহশীলা দুর্ব্বপুষ্মহ্রীকং স্ত্রৈণং বা শোকনিত্যা ভীতমপচিত মল্পায়ুষং বা অভিধ্যাত্রী পরীতাপিন মীর্ষুং স্ত্রৈণং বা—স্তেনাঘায়াসবহুল মতিদ্রোহিণমকর্ম্মশীলং বা অমর্ষণা চণ্ডমৌপধিকম সূয়ক্যাং বা স্বপ্ননিত্যা তন্দ্রালুমবুধপাগ্নিং বা ইত্যাদি॥ চরক শারীরস্থান অধ্যায় ৮।

এই যে, পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীজাতির ভাবিকা (অর্থাৎ যে শক্তির দ্বারা অন্য বস্তুত্বের যথাযথ ধারণা করিতে পারা যায়) বা ভাব গ্রাহিকা শক্তি অধিক প্রবল অথবা উহারা উক্ত উপাদানেই গঠিত। শারীরিক ইন্দ্রিয়াদি এবং মানসিক বৃত্তি সকল অত্যন্ত আগ্রহ পূর্ব্বক যে সকল বিষয়ের গ্রহণ বা ধারণা করিতে থাকে জীবের প্রকৃতি তদনুসারিণী দশা প্রাপ্ত হয়; সুতরাং ভাবিকা শক্তি প্রধানা রমণীগণ কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় বা মনোবৃত্তি দ্বারা যে সকল ব্যাপার ধারণা করিবেন, তাঁহাদের প্রকৃতি এবং অগত্যা গর্ভস্থ শিশুর প্রকৃতি তত্তদ্ভাবাপন্ন হইয়া যাইবে, এই জন্যই তত্ত্ববেত্তা মহোদয়গণ গর্ভিণীকে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিতে আদেশ ও উপদেশ দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ধর্ম্মবক্তা মনুরও যে মত (১) পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগেরও সেই মত (২)। মাতার ভাব গ্রাহিকা শক্তি সন্তানের উপর কিরূপ আধিপত্য করে তাহার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা মহাভারতে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। কথিত আছে, একদা অর্জ্জুন, অভিমন্যুর মাতা সুভদ্রার গর্ভাবস্থায়, কোন এক অভিপ্রায়ে ব্যূহ ভেদের বৃত্তান্ত বলেন। তাহার পরিণাম এরূপ হইয়াছিল যে মহাভারতের ভয়ানক সংগ্রাম কালে কুরু ব্যূহ ভেদ করিবার জন্য পাণ্ডব শিবিরে উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব হওয়াতে এক মাত্র অভিমন্যু বলেন তিনি ভেদন বিদ্যা অবগত আছেন, কিন্তু শেষ দ্বার কিরূপে ভেদ করিতে হয় তাহা অবগত নহেন। মহাভারত পাঠে আমরা অবগত হইয়া থাকি যে শেষ দ্বারের ভেদন সম্বন্ধে সুভদ্রা কিছুই শুনেন নাই সুতরাং সন্তান তাহা অবগত নহেন। এই আখ্যায়িকায় আমরা বুঝিতে পারি যে মাতার গর্ভাবস্থায় মনোগত ভাব সন্তানের উপর কিরূপ আধিপত্য করে। পূর্ব্বে স্ত্রীগণের গর্ভাবস্থায় তাহাদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করা হইত ও স্ত্রীগণ সেই সেই ভাব গ্রহণ করিয়া যে সকল সন্তান প্রসব করিতেন, সন্তানে সেই সেই ভাব আসিয়া বর্ত্তিত এবং সন্তানগণের স্ব স্ব কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে তৎ তৎ ভাবের প্রকৃষ্ট স্ফূরণ হইত। এইরূপ আচরিত হইত বলিয়াই ব্রাহ্মণগণ একদিন নৈতিক উৎকর্ষে, বুদ্ধিমত্তায় ও আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যে জগতের আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। ক্ষত্রিয়ারাও

---

(১) "যাদৃশং ভজতেহি স্ত্রী সুতং সুতে তথা বিধম"

(২) A strong persistent impression upon the mind of a mother, has appeared to produce a corresponding effect upon the dervelopment of the foetus in the utro (Dr. Carpenter's Physiology P. 943)

একদিন বীর প্রসবিনী ছিলেন। ক্ষত্রিয়ের বীরত্বে একদিন জগৎ স্তম্ভিত ছিল। মাহাত্মা টড রাজপুতানার প্রত্যেক স্থান ভারতীয় থার্ম্মোপলি এবং প্রত্যেক ক্ষত্রিয়কে ভারতীয় লিয়োনিডাস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (১)। এক দিন ভারতের বৈশ্যগণের বাণিজ্যপোত সকল সপ্ত সিন্ধু আলোড়িত করিয়া বেড়াইয়া ছিল। এক দিন শূদ্রেরাও কৃষি কার্য্যের চূড়ান্ত উন্নতি দেখাইতে সক্ষম হইয়াছিল। আমরাও বলি ব্রাহ্মণীরা গর্ভবতী হইলে তাহাদিগকে আত্মবেত্তা ঋষি মহর্ষিগণের ইতিহাস শ্রবণ করান ও সদা ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দিন। ক্ষত্রিয়ার গর্ভ গ্রহণে মহাভারতাদির বীর রস প্রধান আখ্যায়িকা শ্রবণ করান। বৈশ্যাগণকে বাণিজ্য ব্যবসার উপদেশ দিন এবং শূদ্রাগণকে কৃষি বিজ্ঞানের সকল বিষয় অবগত করান। সন্তানগণও জন্ম গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হউক তবেই উন্নতি হইবে। ইহাতে ক্ষতি নাই বরং লাভ আছে।

স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থায় মানসিক বৃত্তির প্রভাবে এমন কি অপর দেশীয় লোকের ন্যায় পুত্র জন্মিতে পারে। চরক বলেন "তত্র যাষা যেষাং যেষাং জনপদানাং মনুষ্যাণাং অনুরূপং পুত্রং আশাসীতে সা সা তেষাং তেষাং জন পদানাং আহার বিহরোপচায় পরিচ্ছদান অনুবিধীয়শ্চ ইতি বাক্যাস্যাৎ"—যে স্ত্রীলোক যে দেশীয় লোকের ন্যায় পুত্র ইচ্ছা করিবেন তাহাদিগকে (ঋতু স্নান অবধি পঞ্চম মাস পর্য্যন্ত) তদনুরূপ দেশবাসীর আকৃতি চিন্তা এবং তাহাদের আহার আচার প্রভৃতির অনুরূপ আহার আচার করিতে উপদেশ করিতে হইবে। এই উপায়ে পুত্রার্থিনী রমণীদের মন সেই সেই বিষয়ে নিবিষ্ট করাইয়া ইচ্ছানুরূপ বর্ণ ও আকৃতি বিশিষ্ট সন্তান উৎপাদন করাইতে পারা যায়।

গর্ভিণীদিগের নিয়মিত পরিশ্রম করা আবশ্যক। যাঁহারা আলস্যে কাল যাপন করেন, প্রসবের সময় তাঁহাদিগকে প্রায়ই কষ্ট পাইতে হয়। ঐ জন্য যাহাতে একটু নড়া চড়া হয় এরূপ কার্য্য করা বিধেয়। কিন্তু সপ্তম মাসের পর বেশী নড়া চড়া বা গাড়ী পাল্কিতে গমনাগমন নিষিদ্ধ কারণ তাহাতে

---

(১) There is not a petty state in Rajasthan that has not had its Thermopylae and scarcely a city that has not produced its Leonidas.—Tod's Rajasthan.

গর্ভপাতের সম্ভাবনা। গর্ভিণী কখনও দিবাভাগে নিদ্রা যাইবে না, ইহাতে পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। আর উত্তানভাবে শয়ন করিলে ভ্রূণের নাভি সমাশ্রিত নাড়ী তাহার কণ্ঠকে বেষ্টন করে—এ জন্যও সন্তানের অনিষ্ট সম্ভাবনা আছে (১)। যাহাদের প্রাতে গা বমি বমি করে তাহাদের শয্যা হইতে উঠিবার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করা বিধেয়। আহারের পরক্ষণেই বেশী পরিশ্রম করিবে না। গর্ভিণীর যাহাতে ঠাণ্ডা বা গরম না লাগিতে পায় তাহা করা কর্ত্তব্য। সহ্য হইলে নিত্য ঠাণ্ডা জলে স্নান, গলা, মুখ, বক্ষ উত্তমরূপে ধৌত করিতে পারেন। আর্দ্র বা মলিন বসন সম্পূর্ণ বর্জ্জনীয়। কোমর আঁটিয়া বস্ত্র পরিধান বা আঁটা পোষাক ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, কারণ প্রথমটীতে গর্ভপাতের আশঙ্কা থাকে এবং দ্বিতীয়টীতে অনেক সময় স্তনবৃন্ত ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। স্তনবৃন্ত ভিতরে প্রবিষ্ট হইলে প্রত্যহ অঙ্গুলি দ্বারা বৃন্ত টানিয়া তুলিয়া দিবে।

গর্ভাবস্থায় রমণীদিগের প্রস্রাব অধিক হইয়া থাকে। প্রস্রাব বন্ধ হইলে শরীরের বিষ নির্গত হইতে পারে না, এ অবস্থায় চক্ষু কিম্বা পদদ্বয় ফুলিয়া থাকে ও মাথার যন্ত্রণা হয়। এই উপসর্গে সাদা পুনর্নবা সিদ্ধ খাইতে দিবে। অনেক গর্ভিণীর ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হইয়া যোনিদ্বার হাজিয়া যায়, গব্য ঘৃতে নিম পাতা ভাজিয়া সেই ঘৃত যোনিমার্গে দিলে উপকার দর্শে। যদ্যপি প্রস্রাবের গোলযোগ হেতু পদদ্বয়ে শোথ হয়, তাহা হইলে পদদ্বয় ঝুলাইয়া না রাখা উচিত।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

গর্ভ বিকৃতি ও তন্নিবারণের উপায়।

গর্ভাবস্থায় রমণীগণকে অতি সাবধানে থাকিতে হয়। নতুবা গর্ভের নানারূপ বিকৃতি সাধিত হইয়া থাকে। সুশ্রুতের মতে সহবাসে, যান বাহনে পথশ্রমে হোচট খাইলে, পতনে, পীড়নে, ধাবনে, অভিঘাতে, বিপরীত

(১) উত্তান শায়িন্যাঃ পুনর্গর্ভস্য নাভ্যাশ্রয়া নাড়ী—কণ্ঠ মনু বেষ্টয়তি। চরক।

ভাবে শয়ন বা উপবেশন করিলে উপবাসে, মলমূত্রাদির বেগরোধে, রুক্ষ, কটু তিক্ত দ্রব্য, শাক, অতিশয় ক্ষার দ্রব্য ভোজনে অতিসারের প্রবলতায়, বমনে, বিরেচনে, দোলনে, অজীর্ণে বা গর্ভস্রাব করাইবার কোন কার্য্য করণ প্রভৃতিতে বৃন্ত-বন্ধনচ্যুত ফলের ন্যায় গর্ভের বন্ধন শিথিল হয় (১)। ভয় হইলেও গর্ভপাতের সম্ভাবনা (২)। গর্ভাবস্থায় পুষ্প দর্শন হইলে গর্ভস্রাব সংঘটিত হইয়া থাকে। গর্ভস্রাব হইবার পূর্ব্বে গর্ভাশয়, কটী, উরু ও বস্তিদেশ কন্ কন্ করে। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে যষ্টি মধুর ক্বাথ ও ঘৃত গরম শীতল জলে তুলা ভিজাইয়া যোনিদেশে দিয়া রাখিবে এবং রুগ্নার নাভির অধঃদেশে শত ধৌত বা সহস্র ধৌত সর্পির প্রলেপ দিবে। ইহাই চরকের মত। সুশ্রুত, মাসের সংখ্যানুসারে গর্ভস্রাবের প্রতিষেধক ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রথম মাসে গর্ভস্রাবের সম্ভাবনা হইলে, যষ্টিমধু, শাকবীজ, পয়স্যা ও দেবদারু; দ্বিতীয় মাসে অশ্মগুক (আমলকুচা) চারা, পয়স্যা লতা, উৎপল শ্যামলতা, চতুর্থ মাসে অনন্ত মুল, শ্যামলতা, রাস্না, পদ্মচারিণী ও যষ্টিমধু, পঞ্চ মাসে বৃহতী, কণ্টকারী, গাম্ভারী, যাহার দুগ্ধ আছে, তাহার শুঙ্গা ত্বচ্ ও ঘৃত; ষষ্ঠ মাসে চাকুলে, বেলেড়া, শজনা, গোক্ষুরি, ও গুলঞ্চ; সপ্তম মাসে গালিফল, মৃণাল, দ্রাক্ষা, কেশূর, যষ্টিমধু ও চিনি দুগ্ধের সহিত এই সকল দ্রব্য যেরূপে হউক, সেবন করিবে, অষ্টম মাসে বৃহতী, বিল্ব, পটোল ইক্ষু ও কণ্টকারি এই সকল দ্রব্যের মুলের সহিত পক্ব দুগ্ধ সেবন করিবে। নবম মাসে শুঁঠ, যষ্টিমধু ও দেবদারু দুগ্ধে পাক করিয়া ভক্ষণ করিবে এবং দশম মাসে শুঁঠ ও পয়স্যা সহযোগে দুগ্ধ পাক করিয়া পান করা বিধি (৩)। এই সকল সহজ উপায় জানা থাকিলে গর্ভস্রাব নিবারিত হইতে পারে।

(১) গ্রাম্যধর্ম্ম-যানবাহনাধ্বগমন-প্রস্খলন প্রপতন-প্রপীড়ন-ধাবমানাভিঘাত-বিষমশয়না-সনোপবাস-বেগাভিঘাতাতি-রুক্ষ-কটূ-তিক্ত-ভোজন গর্ভপাতন-প্রভৃতিভির্বিশেষৈর্বন্ধনান্মুচ্যতে গর্ভঃ ফলমিব বৃন্তবন্ধনদধিঘাত বিশেষৈঃ। সুশ্রুত।

(২) ভয়াভিঘাত-তীক্ষ্ণোষ্ণ-পানাশন-নিষেবনাৎ। গর্ভেঃ পতিতি রক্তস্য সশূলং দর্শনং ভবেৎ। (রুগ্বিনিশ্চয় সংগ্রহ)

(৩) অত উর্দ্ধং মাসানুমাসিকং বক্ষ্যাম :—"মধুকং শাক-বীজঞ্চ পয়স্যা সুরদারু চ। অশ্মন্তকস্তিলাঃ কৃষ্ণাস্তাম্রবল্লী-শতাবরী॥ বৃক্ষদানী পয়স্যা চ লতা চোৎপলসারি বা। অনন্তা সারিবা রাস্না পদ্মা মধুকমেব চ॥ বৃহত্যৌ কাশ্মরী চাপি ক্ষীরিশুঙ্গাস্ত্বচো ঘৃতং। পৃশ্নিপর্ণী বলাশ্রিগ্রু শ্বদংষ্ট্রা মধু-পর্ণিকা। শৃঙ্গাটকং বিসং দ্রাক্ষা কশের মধুকংসিতা বৎসৈতে সপ্তযোগাঃ

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

গর্ভিণীর আহার।

গর্ভিণী রমণীগণের আহারের অবিচারে যেমন গর্ভচ্যুতির সম্ভাবনা তেমনই আহারের দোষে অনেক সময় গর্ভস্থিত শিশুরও অনিষ্ট হইতে পারে। এক্ষণে কিরূপ আহারে কিরূপ অনিষ্ট সঙ্ঘটিত হইবার সম্ভাবনা তাহা বলা হইতেছে। চরক বলেন ঃ—মদ্য পানে পিপাসাশীল অস্থির, গোধা মাংস খাইলে শর্করা রোগগ্রস্ত বা অশ্মরী (পাতরী) রোগগ্রস্ত, বরাহ মাংস সেবনে রক্তাক্ষ স্বাতনশীল অত্যন্ত কর্কশ রোমযুক্ত, অত্যন্ত মৎস্য মাংস সেবনে মুদ্রিত নেত্র বা স্তব্ধ চক্ষু ঃ—মধু গুড় ক্ষীর প্রভৃতি অতি সেবনে প্রমেহী, মূক (বোবা) অত্যন্ত স্থূল, অধিক অম্ল সেবনে রক্ত পিত্তী চর্ম্ম রোগী বা চক্ষু রোগী, অত্যন্ত লবণ সেবনে শীঘ্রবলি পলিতযুক্ত বা খালিত্য রোগগ্রস্ত অত্যন্ত কটু (মরিচ পিপুল প্রভৃতি) সেবনে দুর্ব্বল অল্পশুক্রসম্পন্ন ও অপত্যোৎপাদনের শক্তিহীন, তিক্তাতি সেবনে শোষী দুর্ব্বল বা অপচয়শীল, কষায়াতি সেবনে ধূম্রবর্ণ আনাহ রোগ (কোষ্ঠবদ্ধ) যুক্ত অথবা উদাবর্ত্ত রুগ্ন সন্তান জন্মিতে পারে (১)। যখন গর্ভবতী রমণীর আহারের দোষে সন্তানের এরূপ অনিষ্টের সম্ভাবনা তখন গর্ভিণীর কিরূপ আহার করা উচিত তাহা জানিবার জন্য আমাদিগের স্বতঃই কৌতুহল জন্মে। সে সম্বন্ধেও আয়ুর্ব্বেদকার আমাদিগকে হতাশ করেন নাই। সুশ্রুত বলেন (২)। "গর্ভিণী প্রথম, দ্বিতীয় ও

স্যুরর্দ্ধশ্লোক সমাপনাঃ। যথা সপ্তাং প্রয়োক্তব্যা গর্ভস্রাবে পয়োযুতাঃ কপিথ বৃহতী বিল্ব পটোলেক্ষু নিদিগ্ধিকা। মুলানি ক্ষীরসিদ্ধানি পায়বেত্তিগষ্টমে। নবমে মধুকালণ্ডা পয়স্যা সারিবা পিবেৎ ক্ষীরং শুণ্টী পয়স্যাভাং সিদ্ধিং স্যাদ্দশমে হিতং। সক্ষীরা বা হিতা শুণ্ঠী মধুকং সুরদারু চ। এবমপ্যায়তে গর্ভ স্ত্রীব্রারুক্ চোপশাম্যতি। সুশ্রুত।

(১) * * মদ্যনিত্যা পিপাসালু মনবস্থিতং বা গোধামাংস প্রায়াশার্করিণং মশ্মরিণং শনৈর্মেহিন বা, বরাহমাংস প্রায়ারক্তাক্ষ ক্রথনমনতিপুরুষরোমাণং বা মৎস্য মাংস নিত্যা চিরনিমিষং স্তব্ধাক্ষং বা মধুরনিত্যা প্রমেহিনিং মূকমতি স্থূলং বা অম্ল নিত্যা রক্তপিত্তিনং ত্বগক্ষি রোগিনং বা লবননিত্যা শীপ্রবলিপলিতং খালিত্যরোগণিং বা কটুকনিত্যা দুর্ব্বলমাপশুক্রমনপত্যং বা তিক্ত নিত্যা শোষিণ মবলমপচিতং বা কষায়নিত্যা শ্যাবমানাহিতমুদাবর্ত্তিনং বা ইত্যাদি। চরক।

(২) বিশেষতস্তু গর্ভিনী প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়-মাসেষু মধুরশীতদ্রবাপ্রায়মাহার মুপসেবেত ; বিশেষতস্তু তৃতীয়ে ষষ্টিকৌদনং পয়সা ভোজয়েৎ—চতুর্থে দধ্না, পঞ্চমে পয়স্যা ষষ্ঠে সর্পিসা চেত্যেকে। চতুর্থে পয়োনবনীত সংসৃষ্টমাহারয়েৎ, জাঙ্গল মাংস সহিতং হৃদ্যমন্নং ভোজয়েৎ, পঞ্চমে ক্ষীর সর্পিঃ সংসৃষ্টং, ষষ্ঠে শ্ব দংষ্ট্রা সিদ্ধস্য সর্পিসো মাত্রাং পায়য়েদযবাগুং বা সপ্তমে সর্পিঃ পৃথক্পর্ণাদি সিদ্ধমেবমাপ্যার্য্যতে গর্ভঃ। সুশ্রুত।

তৃতীয়মাসে মধুর শীতল ও দ্রব-বাহুল্য দ্রব্য আহার করিবে। বিশেষত কেহ কেহ বলেন, তৃতীয় মাসে ষাটধান্যের তণ্ডুল দুগ্ধের সহিত, চতুর্থ মাসে দধির সহিত, পঞ্চম মাসে দুগ্ধের সহিত ও ষষ্ঠ মাসে ঘৃতের সহিত ভোজন করিবে। চতুর্থ মাসে দুগ্ধ ও নবনীত-সংযুক্ত আহার করিবে; জাঙ্গল মাংসের সহিত হৃদয়প্রিয় অন্ন ভোজন করিবে (এ স্থলে হৃদ্য অর্থাৎ হৃদয়প্রিয় বলার তাৎপর্য্য—যিনি মাংসে বীতশ্রদ্ধ, তাঁহার মাংস পথ্য ব্যবস্থা সঙ্গত নহে); পঞ্চম মাসে দুগ্ধ ও ঘৃত সংসৃষ্ট আহার, ষষ্ঠ মাসে গোক্ষুরীর সহিত সিদ্ধ ঘৃত যবাগূ (ষড়গুণ জলে দ্রব্যকে সিদ্ধ করিয়া যে মণ্ড প্রস্তুত হয়, তাহাকে যবাগূ কহে। [পঞ্চম ভাগাপেক্ষয়া ষড়গুণ জলে যবাগূ সিদ্ধিরিতি আয়ুর্ব্বেদ টীকাকার] যবাগূঃ ষড়গুণেঽম্ভসি) যবের মণ্ডই ব্যবস্থার অনুমোদিত। সপ্তম মাসে চাকুলে প্রভৃতির সহিত সিদ্ধ ঘৃত পান করিবে, এই সকল নিয়মে গর্ভ বর্দ্ধিত হয় (৩)। অষ্টম মাসে শ্বেত বেড়েলা, গোক্ষুরু, চাকুলে, শলুফা, মাংস, দুগ্ধ দধির মাত, তিল তৈল, সৈন্ধব লবণ, ময়নার ফল, মধু ও ঘৃত কুলের জলের সহিত পুরাতন পুরীষের শুদ্ধির ও বায়ুর অনুলোমের জন্য আস্থাপন করাইবে। তৎপরে যষ্টিমধু সহ সিদ্ধ দুগ্ধে তৈলের সহিত বিরেচন করাইবে, বায়ু অনুলোম হইলে সুখে প্রসব হয় ও কোন উপদ্রব ঘটে না। তৎপরে স্নিগ্ধ যবাগূ জাঙ্গল মাংসের ক্বাথ প্রসব-কাল পর্য্যন্ত ব্যবস্থা। ইহাতে গর্ভিনী স্নিগ্ধা ও বলবতী থাকে, এবং সুখে অনুপদ্রবে প্রসব করে। নবম মাসে সূতিকাগার প্রবেশ করান ব্যবস্থা; অর্থাৎ নবম মাস হইতেই প্রসবের কাল।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

নবম মাসে গর্ভিণীর কি করা উচিত।

প্রসবের কাল নবম বা দশম মাস। আয়ুর্ব্বেদ বলেন—তৎপরেও একাদশ

---

(৩) অষ্টমে বদরোদকেন বলাতিবলা শতপুষ্প পলল পয়োদ দধিমস্তু তৈল লবণ মদন ফল মধু ঘৃত মিশ্রেণাস্থাপয়েৎ পুরাণ-পুরীষ-শুদ্ধ্যর্থমনুলোমনার্থঞ্চ বায়োঃ। ততঃ পয়োমধুর কষায়সিদ্ধেণ তৈলেনানুবাসয়েদনুলোমে হি বায়ৌ সুখং প্রসূয়তে নিরুপদ্রবা চ ভবতি। অত ঊর্দ্ধং স্নিগ্ধাভি র্যবাগূভি জাঙ্গল রসৈশ্চোপক্রমেদা প্রসব কালাদেবমুপক্রান্তা স্নিগ্ধা বলবতী সুখমনুপদ্রবা প্রসূয়তে। নবমে মাসি সূতিকাগারমেনাং প্রবেশয়েৎ। সুশ্রুত।

দ্বাদশ মাসে প্রসব হওয়ায় স্বভাবের বিপর্য্যয় ঘটে (১)। নবম মাসে কি করিলে সুখে প্রসব হইতে পারে তদ্বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদ বলেন যে নবম মাসে মধুর-ঔষধ সিদ্ধ তৈল দ্বারা অনুবাসন করিবে। সেই সময়ে কোষ্ঠাশয় স্নেহ সিক্ত হইলে মল পরিষ্কার থাকিলে, বায়ু অনুলোম হয় এবং প্রসবের কোন ব্যাঘাত ঘটে না (২)। ইংরাজি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রও এ বিষয়ে এক মত। গর্ভিণী অন্য কোন ঔষধ সেবন না করিয়া যদি নবম মাসে উষ্ণ দুগ্ধের সহিত এরণ্ড তৈল পান করে, তাহা হইলে বিশেষ উপকার হয়। গর্ভাশয়ের বায়ুর কোন বিকৃতি-ভাব হয় না, এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। প্রসবকালীন সন্তানের বিকৃত ভাব হইয়া মূঢ় গর্ভরোগ জন্মিবার বায়ু বিকৃতিই মুখ্য কারণ (৩)। সুতিমারুতের বিকৃতি হইলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে প্রতিবন্ধক হয়। এরণ্ড তৈল বায়ু শান্তির অসাধারণ ঔষধ। এ ঔষধে বায়ুকে যেরূপ প্রকৃতিস্থ রাখে, সেইরূপ মলাশয় পরিষ্কার করে। এ সকল পর্য্যালোচনা করিয়া এরণ্ড তৈল ব্যবহার করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, সহজেই সিদ্ধান্ত হইবে। সুশ্রুতাচার্য্য এরণ্ড তৈলের গুণবর্ণন স্থলে বলিয়াছেন (৪)। এরণ্ড তৈল মধুর, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, অগ্নিকর কটু ও পশ্চাৎ কষায়-রস বিশিষ্ট, সূক্ষ্ম, স্রোতোবিশোধনকারক ত্বকের হিতকর, শুক্র বৃদ্ধিকারক, পাকে মধুর, ব্যবহারে শরীরের বলিপলিতাদি সহজে জন্মে না, যোনি এবং শুক্রের শোধনকারক, আরোগ্য, মেধা, কান্তি, স্মৃতি ও বলের উৎপাদক, বাতশ্লেষ্মা ও শরীরের অধোভাগের দোষ-নাশক। এই সকল গুণ পর্য্যালোচনা করিলে পূর্ণ গর্ভিণীর পক্ষে এরণ্ড তৈল যে সর্ব্বতোভাবে হিতকর, তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ প্রতীয়মান হইবে।

---

(১) নবমে দশমে মাসি নারী গর্ভং প্রসূয়তে।
একাদশে দ্বাদশে বা ততোঽন্যত্র বিকারতঃ। (ভাব প্রকাশ)

(২) নবমেতু খল্বেনাং মাসে মধুরৌষধ-সিদ্ধেন তৈলেনানুবাসয়েৎ (চরক)
ততঃ পয়োমধুর-কষায়-সিদ্ধেন তৈলেনানুবাসয়েৎ, অনুলোমে হি বায়ৌ সুখং প্রসূয়তে, নিরুপদ্রবা চ ভবতি। (সুশ্রুত)

(৩) মূঢ় করোতি পবনঃ খলু মূঢ় গর্ভং। (নিদান)

(৪) এরণ্ড তৈলং মধুরমুষ্ণং তীক্ষ্ণং দীপনং কটু কষায়ানুরসং সূক্ষ্মং স্রোতোবিশোধনত্বচ্যং বৃষ্যং মধুর-বিপাকং বয়ঃ স্থাপনং যোনি-শুক্র-বিশোধনমারোগ্য-মেধাকান্তি-স্মৃতি-বলকরং বাতকফহরমধোভাগদোষহরঞ্চ। (সুশ্রুত)

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

গর্ভ দোহদ বা সাধ।

গর্ভিণীকে সাধ দেওয়া আমাদের দেশের একটী আচার ও পদ্ধতি। ধর্ম্ম শাস্ত্রে যেমন ইহার বিধি দেখিতে পাওয়া যায় আয়ুর্ব্বেদেও এ বিষয়ে ভূয়ো ভূয়ঃ উপদেশ আমাদের নয়ন পথের পথিক হয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সাহিত্যেও ইহার উল্লেখ আছে। উত্তর-রাম-চরিতে লিখিত আছে—অষ্টাবক্র ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে আসিয়া রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন (১) "ভগবতী অরুন্ধতী এবং দেবী শান্তা ইহা বার বার বলিয়াছেন যে এই জানকীর যাহা কিছু গর্ভ দোহদ, তাহা অচিরে সম্পাদন করাইবেন।" রামচন্দ্র তদুত্তরে বলিলেন (২) যদি ইনি বলেন, তাহাই আমাদের দ্বারা করা হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে সাধ দেওয়া প্রথা আধুনিক নহে। যাহা হউক সাধ দেওয়ার মর্ম্ম কি? তাহা জানা আবশ্যক। হিন্দুর বিশ্বাস এই যে, নারী দৌহৃদ পাইয়া বীর্য্যবান্ চিরায়ু সন্তান প্রসব করে; এই হেতু নারীকে বাঞ্ছিত দ্রব্য সমর্পণ করা (৩) সাধের উদ্দেশ্য। দৌহৃদ অবজ্ঞা করিলে অর্থাৎ বাঞ্ছনীয় বস্তু গ্রহণ না করিলে তাহাতে সংকোচিতাঙ্গ কুণি অর্থাৎ কুষ্ঠইভঙ্গ, ষণ্ড অর্থাৎ নপুংসক, বামন, বিকৃত চক্ষু, অথবা চক্ষুহীন পুত্রকে নারী প্রসব করে (৪)। সুশ্রুতের ভাষাতে বলিতে গেলে আমাদিগকে বলিতে হয় যে গর্ভিণী ইন্দ্রিয় উপভোগার্থ যাহা যাহা চান এবং যে সকল ভোজন করিতে ইচ্ছা করেন গর্ভ বাধা ভয়েতে সেই সেই বাঞ্ছনীয় দ্রব্য আহরণ করিয়া বৈদ্য প্রদান করিবেন, কারণ বাঞ্ছনীয় দ্রব্য ভোক্ত্রী নারী গুণান্বিত পুত্র প্রসব করেন, অপ্রাপ্ত বাঞ্ছনীয় দ্রব্য নারীর গর্ভ সম্বন্ধে এবং আত্মাতে ভয় উৎপাদন করে। গর্ভিণীর যে যে ইন্দ্রিয়ের অভিলাষ

(১) ইদং ভগবত্যারুন্ধত্যা দেবীভিঃ শান্তয়া চ ভূয়োভূয়ঃ সন্দিষ্টং যঃ কশ্চিদ্গার্ভদোহ-দোহস্যাঃ সোঽচিরাৎ সম্পাদয়িতব্যঃ।

(২) ক্রিয়তে যদেষা কথয়তি। উত্তম রাম চরিত।

(৩) যতঃ স্ত্রী দৌহৃদং প্রাপ্য বীর্য্যবন্তং চিরায়ুষং। পুত্রং প্রসূয়তে তস্মাৎ তস্যৈ বাঞ্ছিত মর্পয়েৎ॥

(৪) দৌহৃদাবজ্ঞয়া কুব্জকুণিষণ্ডঞ্চ বামনং। বিকৃতাক্ষমনক্ষং বা পুত্রং নারী প্রসূয়তে॥

পূর্ণ না হয়, সন্তানের ও সেই সেই ইন্দ্রিয়ের পীড়া জন্মে (৫)। দৌহৃদ বিশেষের ফলাফল আমাদের শাস্ত্রে লিখিত আছে যথা :—যে স্ত্রীর রাজসন্দর্শনে ইচ্ছা হয় তিনি অর্থযুক্ত মহাভাগ্যবান্ কুমার প্রসব করেন (৬)। যাহার পট্টবস্ত্র এবং অলঙ্কারাদি ইচ্ছা হয় তিনি অলঙ্কারেচ্ছুক সুললিত সন্তান প্রসব করেন (৭)। আশ্রমেতে (তপস্বীর আশ্রমে) সংযত আত্মা যিনি বাঞ্ছা করেন তিনি ধর্ম্মশীল পুত্র প্রসব করেন। দেবতা প্রতিমাতে যাহার ইচ্ছা হয়, তিনি কুবের তুল্য পুত্র প্রসব করেন (৮)। সর্পাদি জাতির দর্শনেচ্ছাতে হিংসাশীলের উদ্ভব হয়, মহিষ মাংস ইচ্ছাতে রক্তলোচন লোমযুক্ত শূর প্রসব করেন। (৯) শূকর মাংসে ইচ্ছাতে শূর পুত্র প্রসবেন। মৃগমাংসে ইচ্ছাতে প্রশস্ত জঙ্ঘা বিশিষ্ট বিক্রান্ত অর্থাৎ বিক্রমযুক্ত এবং বনচারী পুত্র প্রসব করেন (১০) ইহা ব্যতীত অনুক্তেতে যে স্ত্রী ইচ্ছা বিধান করেন, তত্তচ্ছরীর এবং আচার ও শীলের তুল্য পুত্র প্রসব করেন (১১)। এক্ষণে দৌহৃদ দিবার আবশ্যক কি তাহা স্পষ্ট জানা গেল, কিন্তু দৌহৃদ শব্দের অর্থ কি? ইহার অর্থ দুই হৃদয় বিশিষ্টা অর্থাৎ চতুর্থ মাসে সন্তানের সকল অঙ্গ ব্যক্ত হয় এবং হৃদয় প্রকাশ ভাবেতে চেতনা প্রাপ্ত হয়। এই হেতু চতুর্থ মাসে গর্ভ্ভ নানা বস্তু বাঞ্ছা করে বলিয়া নারীকে দ্বিহৃদয়া বলে (১২)।

(৫) ইন্দ্রিয়ার্থাংস্তু যান্ যান্ সা ভোক্তুমিচ্ছতি গর্ভিণী। গর্ভ বাধাভয়াৰ্ত্তস্তান্ ভিষগাহৃত্য দাপয়েৎ। সা প্রাপ্তদৌহৃদা পুত্রং জনয়েত গুণান্বিতং অলব্ধদৌহৃদা গর্ভে লভেতাত্মনি বা ভয়ং। যেষু যেষিন্দ্রিয়ার্থেষু দৌহৃদে বৈ বিমাননা, প্রজায়েত সুতস্যার্ত্তস্তস্মিংস্তস্মিংস্তথেন্দ্রিয়ে॥

(৬) দৌহৃদ বিশেন মাহ। রাজ সন্দর্শনে যস্যা দৌহৃদং জায়তেস্ত্রিয়ঃ। অর্থবন্তং মহাভাগং কুমারং সা প্রসূয়তে॥

(৭) দুকুল পট্টকৌষেয় ভূষণাদিষু দৌহৃদং। অলঙ্কারৈষিণং পুত্রং ললিতং সা প্রসূয়তে।

(৮) আশ্রমে সংযতাত্মানং ধর্ম্মশীলং প্রসূয়তে। দেবতা প্রতিমায়ান্তু প্রসূতে পাষদোপমং॥

(৯) দর্শনে ব্যাল জাতীনাং হিংসাশীলং প্রসূয়তে। রক্তাক্ষং লোমশং শূরং মহিষামিষ দৌহৃদাৎ॥

(১০) বরাহ মাংসে স্ব প্রাতুং শূরঞ্চ জনয়েৎ সুতং। মৃগ মাংসেতুজংঘালং বিক্রান্তং বনচারিণং॥

(১১) অতোঽনুক্তেষু যা নারী দৌহৃদং বিদধাতিহি। শরীরাচারশীলৈঃ স সমানং জনয়িষ্যতি -

(১২) ততস্তু সর্ব্বাণ্যঙ্গানি চতুর্থেস্যুঃ স্ফুটানি হি। হৃদয় ব্যক্তি ভাবেন ব্যজ্যতে চেতনাপি চ। তস্মাচ্চতুর্থে গর্ভস্তু নানা বস্তুনি বাঞ্ছতি। তত্র দ্বিহৃদয়া যাস্তান্নারী দৌহৃদিনী মতা॥

অষ্টবিংশ অধ্যায়।

সূতিকাগৃহ ও জনয়িত্রীকৃত্য।

আমাদের দেশে সূতিকাগৃহ অতি জঘন্য স্থানে করা হইয়া থাকে। আলোকের সহিত এরূপ গৃহের প্রায়ই কোন সম্বন্ধ থাকে না। অনেক স্থলে আর্দ্রস্থানে সূতিকা গৃহ নির্ম্মিত হইতে দেখা গিয়াছে। এরূপ গৃহে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া অনেক সময়ে রোগপ্রপীড়িত এমন কি তাহার প্রাণান্ত পর্য্যন্ত হইয়াছে। সুধু যে সন্তানের অনিষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, প্রসূতির ও অনেক স্থলে জীবন সংশয় দেখা গিয়াছে। শাস্ত্রে সূতিকা গৃহ অষ্ট হস্ত আয়ত চতুর্হস্ত প্রসর মনোহর স্থান হইবার এবং তাহার পুর্ব্বদ্বার অথবা উত্তর দ্বার বিধান করিবার আদেশ দেখা যায় (১)। দ্বার সম্বন্ধে সুশ্রুতের মতে পূর্ব্ব বা দক্ষিণ দ্বার হওয়াই উচিত। মীমাংসা স্থলে আমরা বলি সুশ্রুতাচার্য্যেরই মত গ্রহণীয়। কারণ, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের মত, অন্যান্য ধর্ম্ম শাস্ত্র অপেক্ষা প্রশস্ত বলিতে হইবে। পুরাকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের সূতিকা গৃহ যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ ভূমির উপর নির্ম্মিত হইত। বিল্ব, বট, তিন্দুক ও ভল্লাতক এই চারি প্রকার কাষ্ঠে চারি জাতির যথাক্রমে সূতিকাগারে পর্য্যঙ্ক প্রস্তুত হইত। এবং সেই গৃহের ভিত্তিলেপন করা যাইত। বলা বাহুল্য যে সূতিকাগৃহ রক্ষা ও মঙ্গল সম্পন্ন হইত (২)। কেন যে সূতিকাগৃহ সম্বন্ধে উক্তরূপ ভিন্নতা রাখিতে হইত, তাহা বলিতে পারি না, তবে সুশ্রুতের উক্ত মতবাদে বোধ হয় যে, বহু পুরাকাল হইতে জাতিভেদ প্রথা চলিয়া আসিতেছে। প্রসব বেদনা আরম্ভ হইলে গর্ভিণী রমণী সূতিকাগৃহে থাকিবে। বারম্বার মূত্র এবং মল প্রবৃত্তি হইলে এবং "পানমুচি" ভাঙ্গিতে থাকিলে প্রসবের কাল উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অনন্তর নিকটীভূত প্রসবকাল-প্রাপ্ত স্ত্রী তৈলাভ্যঙ্গ

---

(১) অষ্টহস্তায়তং চারু চতুর্হস্তবিশালকং।
প্রাচীদ্বারমুদগ্‌দ্বারং বিদধ্যাৎ সূতিকা গৃহং॥

(২) ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাণাং শ্বেতরক্তপীত-কৃষ্ণেষু ভূমি-প্রদেশেষু বিল্বন্যগ্রোধ-তিন্দুক ভল্লাতক-নির্ম্মিতং সর্ব্বাগারং তন্ময়-পর্য্যঙ্কমুপলিপ্ত-ভিত্তিং সুবিভক্ত পরিচ্ছদং প্রাগ্‌দ্বারং দক্ষিণ-দ্বারকাষ্টহস্তায়তশ্চতুর্হস্ত বিস্তৃতং রক্ষা-মঙ্গল সম্পন্নং বিধেয়ং। সুশ্রুত।

গাত্রা, উষ্ণজল দ্বারা কৃতস্নানা হইয়া ঈষদুষ্ণ যবাগু আকণ্ঠ পান করিবে (৩)। অতঃপর মৃদুকৃতোপাধানে অর্থাৎ কোমল বালিসেতে বিস্তীর্ণ শয়নে অল্পে অল্পে সংকোচিত উরু হইয়া, উত্তানা হইয়া (উচ্চ হইয়া) ব্যথাযুক্তা নারী স্থিতি করিবেক (৪)। এই সময়ে চারিজন জনয়িত্রী অশঙ্কনীয়া, প্রসব সাধনে কুশলা এবং হিতা বৃদ্ধা প্রসবিনীর পরিচারকতা করিবেক; সেই স্ত্রীসকল বিশিষ্ট ছিন্ন নখা হইবেক (৫)। তাহারা সন্তানের পথকে সকলদিকে তৈল দ্বারা আর্দ্র করিয়া সেই জনয়িত্রীদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি প্রসূতিকে বেগ দিতে কহিবেক (৬)। নির্ব্ব্যথাযুক্ত সেই প্রসবিনীকে প্রবাহ করাইবেক, প্রবাহ অর্থাৎ বেগ প্রবাহে যদি ব্যথা হয় প্রথমে অল্পে অল্পে বেগ দেওয়াইবেক তৎপরে গাঢ় বেগ দেওয়াইবেক (৭)। তৎপরে যোনিদ্বার উপগত গর্ভ হইলে গাঢ়তর বেগ দেওয়াইবেক যাবৎ পর্য্যন্ত পৃথিবী তলে পুষ্প সহিত গর্ভপতিত না হয় (৮)। কিন্তু ইহা বিশেষ করিয়া জানিয়া রাখিবেক যে অকালে প্রবাহণ করিলে মূক অর্থাৎ বোবা; বধির ও কুব্জ; শ্বাসকাস, ক্ষয়যুক্ত বিচ্ছিন্ন শরীর বালক প্রসূত হয় (৯)।

---

(৩) তৈলেনাভ্যঙ্গ গাত্রাস্তাং সংস্নাতামুষ্ণবারিণা।
যবাগুং পায়য়েৎ কোষ্ণাং মাত্রয়া ঘৃত সংযুতাং॥

(৪) কৃতোপধানে মৃদুনি বিস্তীর্ণে শয়নে শনৈঃ।
আভুগ্ন সক্থিথচোত্তানা নারী তিষ্ঠেদ্ব্যথান্বিতা॥

(৫) চতস্রোঽশঙ্কনীয়াশ্চ সাধনে কুশলাঃ হিতাঃ।
বৃদ্ধাঃ পরিচরেয়ুস্তাং সম্যক্ ছিন্ন নখাঃ স্ত্রিয়ঃ॥

(৬) অপত্য মার্গং তৈলেন সমভ্যজ্য সমন্ততঃ।
একাতু তাসু সুভগে প্রবাহস্বেতি তাং বদেৎ॥

(৭) অব্যথা মা প্রবাহিষ্টাঃ প্রবাহেথা ব্যথা যদি।
প্রবাহেথাঃ শনৈঃ পূর্ব্বং প্রগাঢ়ঞ্চ ততঃ পরং॥

(৮) ততো গাঢ়তরং গর্ভে যোনিদ্বার মুপাগতে।
অপরা সহিতো গর্ভো যাবৎ পতিত ভূতলে॥

(৯) মূকং বা বধিরং কুব্জং শ্বাস কাশ ক্ষয়ান্বিতং।
সূতে প্রস্ত তনুং বাল মকালেতু প্রবাহণাৎ॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

জাতকৃত্য।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই ক্রন্দন করিয়া উঠে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। তাহা না করিলে বুঝিতে হইবে কোনরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। এমন অনেক দেখা গিয়াছে যে শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া মৃতকল্প হইয়া রহিয়াছে; শরীর নিস্পন্দ এবং ক্রন্দনও নাই। এরূপ অবস্থা ঘটিলে শিশুকে সজ্ঞান করিবার চেষ্টা করিবে। সে উপায় কি তাহা বিবৃত হইতেছে। শীতল অথবা উষ্ণ জল শিশুর অঙ্গে এবং চক্ষে মুখে বার বার প্রদান করিবে। তাহাতেও চৈতন্যোদয় না হইলে একখণ্ড বরফ লইয়া শিশুর মলদ্বারে স্থাপন করিবে। সেই শৈত্যের প্রভাবে শিশু ক্রন্দন করিয়া উঠিবে। তাহাতেও যদি না হয় তবে এক খণ্ড প্রজ্বলিত অঙ্গার শিশুর অঙ্গের কোন স্থলে স্পর্শ করাইবে, তৎস্পর্শে শিশু ক্রন্দন করিবে তাহাতে ও যদি কোন ফল না দর্শে তাহা হইলে শিশুর শয়ন অবস্থায় এক জন ক্রমাগত তাহার দুই পায়ে দুই হাতে ধারণ পূর্ব্বক এক বার ঊর্দ্ধে একবার অধোতে সঞ্চালন করিবে। এইরূপ করিতে করিতে ফুস্ফুস বা শ্বাস-ক্রিয়ানির্ব্বাহক শ্বাসযন্ত্র সঙ্কুচিত প্রসারিত হইয়া ক্রমে স্বাভাবিক শ্বাস ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবে। এই সমুদয় কৌশল ব্যর্থ হইলে বুঝিতে হইবে শিশু জীবিত নাই। কিন্তু স্পন্দনহীন মৃতকল্প শিশু ভূমিষ্ঠ হইলেই যে তাহাকে মৃতজ্ঞান করিতে হইবে তাহা নহে। উপর্য্যুক্ত উপায় সকলের পরীক্ষা না করিয়া শিশুকে মৃত বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে।

সজীব সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই জাতকর্ম্মনামক সংস্কার করিবে। মনু বলেন।

> প্রাঙ্‌নাভিবর্দ্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম্ম বিধীয়তে।
> মন্ত্রবৎ প্রাশনঞ্চাস্য হিরণ্য-মধু-সর্পিষাম্॥ মনু ২য় অ শ্লোক ২৯

বালক জন্মিবামাত্র নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে তাহার জাতকর্ম্মনামক সংস্কার করা বিধেয়; তৎকালে স্বগৃহ্যোক্ত মন্ত্রে তাহাকে স্বর্ণ, মধু ও ঘৃত ভোজন করাইতে হয়। সদ্যোজাত বালককে সুবর্ণ, মধু ও ঘৃত ভোজন করাইবার বিধি আজকাল প্রায় লোপ পাইয়াছে। কিন্তু এই সকল বস্তু প্রয়োগে এক অতীব উত্তম রাসায়নিক ক্রিয়া হইয়া থাকে। স্বর্ণ-গুণ-বর্ণনায় আয়ুর্ব্বেদ বলেন—

সুবর্ণং শীতলং বৃষ্যং বল্যং গুরু রসায়নম্ ॥
স্বাদুতিক্তঞ্চ তুবরং পাকে চ স্বাদু পিচ্ছিলম্ ॥
পবিত্রং বৃংহণং নেত্র্যং মেধাস্মৃতিমতি প্রদম্ ॥
হৃদ্যমায়ুষ্করং কান্তিবাগ্‌বিশুদ্ধিস্থিরত্বকৃৎ ।
বিষদ্বয়ক্ষয়োন্মাদত্রিদোষজ্বরশোষজিৎ ॥

সুবর্ণ।—শীতবীর্য্য, শুক্রকারক, বলকারক, গুরু, রসায়ন, মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, মধুরবিপাক, পিচ্ছিল, পবিত্র, পুষ্টিকারক, চক্ষুর হিতকর, মেধাজনক, স্মরণশক্তি ও বুদ্ধিপ্রদ, হৃদয়গ্রাহী, আয়ুষ্কর, কান্তিজনক, বাক্যের শুদ্ধি ও স্থিরতা সম্পাদক এবং ইহা স্থাবরবিষ, জঙ্গমবিষ, ক্ষয়, উন্মাদ, ত্রিদোষ, জ্বর ও শোষ রোগনাশক।

মধু।—বলবীর্য্যবৃদ্ধিকর, জীবিত্বকর, প্রীতিজনক, বাতঘ্ন, কফঘ্ন, ত্রিদোষ-নাশক ইত্যাদি। আয়ুর্ব্বেদ বলেন—মধু তু মধুরং কষায়ানুরসং রুক্ষং সীতমগ্নি-দীপনং বর্ণ্যং বল্যং লঘুলেখনং বাজী করণং সংগ্রাহি চক্ষুঃ প্রসাদনং ত্রিদোষঘ্নং ইত্যাদি।

ঘৃতং রসায়নং স্বাদু চাক্ষুষ্যং বহ্নিদীপনম্ ॥
শীতবীর্য্যং বিষালক্ষ্মীপাপপিত্তানিলাপহম্ ।
অল্পাভিষ্যন্দি কান্ত্যোজস্তেজোলাবণ্যবুদ্ধিকৃৎ ॥
স্বরস্মৃতিকরং মেধ্যমায়ুষ্যং বলকৃদ্ গুরু ।
উদাবর্ত্তজ্বরোন্মাদশূলানাহব্রণান্ হরেৎ ।
স্নিগ্ধং কফকরং রুক্ষং ক্ষয়বীসর্পরক্তনুৎ ॥

ঘৃত।—রসায়ন, মধুররস, চক্ষুর হিতকর, অগ্নিরদীপক, শীতবীর্য্য, অল্প অভিষ্যন্দি, কান্তিজনক, ওজোধাতুবর্দ্ধক, তেজস্কর, লাবণ্যবর্দ্ধক, বুদ্ধিজনক, স্বরবর্দ্ধক, স্মৃতিকারক, মেধাজনক, আয়ুস্কর, বলজনক, গুরু, স্নিগ্ধ কফকর, রুক্ষোঘ্ন, উন্মাদ, শূল, আনাহ, ব্রণ, বীসর্প ও রক্তদোষনাশক।

অতএব দেখা যাইতেছে যে স্বর্ণ, ঘৃত ও মধু, এই তিন দ্রব্যই জীবনী শক্তির প্রকৃষ্ট পোষক। শিশুর জন্মের অব্যবহিত পরেই বিকিরণ (Radiation) জন্য তাপের হ্রাস হয়, অতি সত্বর পুনরায় সেই পরিমাণ তাপ নবজাত শিশু দেহে উৎপাদন আবশ্যক। শাস্ত্রবিহিত ঘৃত, মধু, ও স্বর্ণ ভোজনে উহা সহজে

উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর ঐ ভেষজ খাদ্যের ফল হয়ত মানব জীবনে সর্ব্বতোমুখী হইতে পারে। উপরে যে স্বর্ণের কথা বলা হইয়াছে উহা জারিত স্বর্ণ বুঝিতে হইবে নতুবা কাঁচা স্বর্ণ সেবন করাইলে নানাবিধ রোগের সম্ভাবনা।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস ভালরূপ ফেলিতে থাকিলে অন্ততঃ ৬।৭ মিনিট অপেক্ষা করিয়া পরে নাড়ী কাটিতে হইবে। নাড়ী কাটিবার সময় ৩ অঙ্গুলি রাখিয়া একটী বন্ধন দিতে হয়। তাহার পর ৩ অঙ্গুলি ব্যবধানে আর একটি বন্ধন দিতে হয়। পরে উভয় বন্ধনের মধ্যভাগে ভোতা কাঁচি অথবা চেঁচাড়ী দ্বারা নাড়ী কাটিয়া ফেলিতে হয়। দুইটী বন্ধন দিবার কারণ এই যদ্যপি জরায়ু মধ্যে যমজ সন্তান থাকে তাহা হইলে এই বাঁধনটি না দিলে কাটা নাড়ীর দ্বারা ফুলের সমস্ত রক্ত বাহিরে আসিয়া সন্তানের মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা। যদ্যপি নাড়ী কাটার পরেও রক্ত পড়িতে থাকে তাহা হইলে বন্ধনটি একটু আঁটিয়া দিবে। অনেক মূর্খ দাই শিশুর নাড়ী ক্ষুদ্র করিয়া কাটে বলিয়া সূতিকাগৃহেই অকালে ভয়ানক ধনুষ্টঙ্কার রোগে তাহার প্রাণত্যাগ হয়। গোড়া ঘেঁসিয়া নাড়ী কাটিলে অনেক সময় নাভির উপর ঘা হইয়া থাকে। যদি নাড়ী পাকিয়া ঘা হয় তবে নেকড়া পোড়া ছাই ঘায়ের উপর লাগাইয়া দিবে। যাহাতে কাঁচা নাড়ী উঠিয়া না যায় সে বিষয়ে সতর্ক থাকিবে। ইহাতে রক্ত বাহির হইলে ছেলেকে বাঁচান ভার হইয়া উঠে। রক্ত পড়িলে তাহা বন্ধ করিবার জন্য একটু ভ্যারেণ্ডার আঠা লইয়া নাভির উপর লাগাইয়া দিতে হয়, কিম্বা ফট্‌কিরির গুঁড়া নাভিকুণ্ডের উপর দিয়া ন্যাকড়ার একটা গদির মতন করিয়া পেটী বাঁধিয়া দিলে রক্ত পড়া বন্ধ হইবে। উল্লিখিত উপায়ে নাড়ী কর্ত্তন করিয়া তদুপরি একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা চাপিয়া শিশুর উদরে জড়াইয়া রাখিবে। তাহা হইলে নাড়ীর কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে না। যতদিন নাড়ী শুকাইয়া পড়িয়া না যায়, তত দিন খুব সাবধানতার সহিত পেট বাঁধিবে। শিশু ভূমিষ্ঠের ৫।৬ দিবস মধ্যে নাড়ী শুকাইয়া আপনি পড়িবার সময়। নাড়ী শুকাইবার পূর্ব্বে কোনরূপ বিপর্য্যয় ঘটিলে ধনুষ্টঙ্কার হইবার সম্ভাবনা।

নাড়ী কাটা হইলে শিশুকে স্নান করাইবে এবং শরীর পরিষ্কার করিয়া দিবে। অনেকে শিশুর আহারের জন্য প্রথমে ব্যস্ত হন। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পর আহার অপেক্ষা মলত্যাগ শিশুর অধিক আবশ্যক। শিশু মলত্যাগ না করিলে তাহাকে মাতৃ স্তন্য পান করাইবে। তৎকালে মাতৃ স্তন্যে আঠার ন্যায় যে এক

প্রকার দুগ্ধ থাকে, তাহাই শিশুদিগের রেচকের কার্য্য করে। এই মাতৃ স্তন্যে এমনই একটী দ্রব্য আছে যাহা দ্বারা শিশুদিগের পেটে সঞ্চিত মল থাকিলে তাহা বাহির হইয়া যায়। এই মল পেটে থাকিলে অনেক শিশু মারা পড়ে। এই সময়ে গাভি দুগ্ধ পান করাইবার প্রয়োজন নাই। মাতৃদুগ্ধই শিশুর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী। প্রসবের দুই তিন দিন পর অবধি প্রকৃত দুগ্ধ সঞ্চার হয় বটে, কিন্তু তৎকালে যে এক প্রকার জলবৎ বা আঠাবৎ রেচক পদার্থ স্তনে থাকে, তাহাই সদ্যঃ প্রসূত শিশুর উপযোগী। কারণ রেচক গুণ থাকা বশতঃ শিশুর উদরে গিয়া জোলাপের কার্য্য করে এবং আহার ঔষধ উভয়ই হয়। অতএব সদ্যোজাত শিশুকে গাভিদুগ্ধ পান করান ভ্রম মাত্র। যদি প্রসূতির শরীর নিতান্ত অসুস্থ বা একেবারে স্তন শুষ্ক থাকে তবে গাভিদুগ্ধ জলমিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণ হইলে পান করাইবে। অর্দ্ধভাগ জল এবং অর্দ্ধভাগ দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত, কারণ স্তনদুগ্ধ অতি তরল। ঘন বা জলহীন দুগ্ধে শিশুর রোগ জন্মিতে পারে। যদি মাতার রক্তগত কোন দোষ থাকে যেমন ক্ষয়কাশ গণ্ডমালা ইত্যাদি, সাবধান! শিশুকে কখনও সে মাতার দুগ্ধ পান করাইবে না মাতৃদুগ্ধদায়িনী ধাত্রীর অনুসন্ধান করাইয়া তাহার দুগ্ধ শিশুকে প্রদান করিবে। কারণ স্তন্য দুগ্ধই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু যাহার দুগ্ধ শিশু পান করিবে, তাহার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। কোনরূপ রোগগ্রস্ত ধাত্রীর দুগ্ধ শিশুর পানযোগ্য নহে। ধাত্রী অভাবে গর্দ্দভদুগ্ধ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তদভাবে ছাগদুগ্ধ এবং তাহা না পাওয়া গেলে গাভিদুগ্ধ শিশুর পানোপযোগী; কিন্তু খাঁটি বা নির্জ্জল দুগ্ধ নহে।

ত্রিংশ অধ্যায়।

স্তন্যোৎপত্তি ও স্তন্য সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়।

মানব মাত্রেরই বিশ্বাস মাতৃরক্তই স্তন্যাকারে পরিণত হয়। শাস্ত্র ও তাহাই বলেন। স্বাভাবিক স্ত্রীলোকের (৪) চতুরঞ্জলি শোণিত অর্থাৎ আহারের গুণে (প্রায় /১৷০) সের রজঃ জন্মে কিন্তু চতুর্মাসগর্ভ হইলেই ঐ শোণিত

(২) অঞ্জলি দুগ্ধ হয় ইহাই শাস্ত্রের মত (১)। অর্থাৎ প্রথম বিন্দুপাত মাত্রতঃ শুক্রের সহিত স্ত্রীলোকের শোণিত প্রকৃতির সংযম হইতে থাকে, তদ্দিবসাবধি ঐ শোণিতে সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জন্মে, চতুর্থ মাসের পূর্ব্বাবধি নাভি নাড়ী দ্বার দিয়া শোণিত ভাগ সন্তানের উদরে প্রবিষ্ট হয় তাহাতেই বহিরভ্যন্তর শরীরের গঠন করে, যখন বহিরিন্দ্রিয় সংযোগ হয় অর্থাৎ নাসিকা কর্ণ মুখাদির ছিদ্র জন্মে, তখন জননীর নাভি দেশে মুখদিয়া অল্পে ২ ঐ শোণিত পান করিতে থাকে যথা (জনন্যা নাভি দেশেতু মুখং দত্ত্বা পিবত্যসৌ) ইতি সাংখ্যে। পঞ্চম মাসে অর্দ্ধেক ভাগ রজঃ দুগ্ধ হইয়া উদ্বহ বায়ুর সহকারে বাষ্পযোগে উর্দ্ধে গমন করতঃ স্তনদ্বয়ে আপুরিত হয়, কারণ প্রজাত পুত্র বাহিরে অন্য বস্তু আহার করে না, এবং রজোভাগ ও পান করিতে পায় না, একারণ বালকের আহারার্থে জগদীশ্বর শরীর যন্ত্রে কৌশল দ্বারা রজঃ পাকে দুগ্ধ করিয়াছেন. তাহার সম্যক্ কারণ বুদ্ধির অগম্য হইলেও শাস্ত্র বলেন (২) ক্ষীরা ও ক্ষীরাবতী নামে নাড়ী স্ত্রীলোকের নাভিনালে সংযুক্ত হইয়া স্তনমূল পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, তদ্দ্বারা উর্দ্ধে দুগ্ধকে লইয়া যায়। সেই নাড়ীদ্বয় বারুণী যন্ত্র নলের ন্যায়, তন্মূলে জঠরানলের নিকটে গান্ধকী (গান্ধকী নাম সানাড়ী জঠরানল সন্নিধৌ। তৎ প্রভাবাৎ নাড়ীকায়াং স্তন্যং ভবতি শোণিতং।) নামে যে নাড়ী অবস্থিত, তাহার প্রভাবে স্ত্রীলোকের শোণিত তৎক্ষণমাত্রে দুগ্ধে পরিণত হয়। যে অগ্নি প্রভাবে গান্ধকী নাড়ী হইতে বাষ্প উত্থিত হয়, সেই ধূম লাগিয়া রক্ত শ্বেতবর্ণ দুগ্ধাভ হয়, এবং বাষ্পযোগে উর্দ্ধগামী হইয়া ক্ষীরা ও ক্ষীরাবতী নাড়ী দ্বারা স্তনে গমন করে। লৌকিকেও শুনা যায় যে যন্ত্র পুষ্প যবা ও কবরীর রক্ততা গন্ধকের ধূম অপহরণ করতঃ শ্বেত বর্ণ করে এ নিমিত্তেই বোধ হয় তন্ত্রে স্ত্রীরজকে (স্বয়ম্ভু কুসুম) বলিয়াছেন, আরও প্রমাণ, স্ত্রীলোকের রজ হইলে লোকে পুষ্পবতী বলিয়া থাকে, এবং তদুপলক্ষে পুষ্পোৎসব করে, সুতরাং স্ত্রীলোকের রজকে যন্ত্রপুষ্প বলা যায়, বিশেষতঃ যন্ত্রপুষ্প ব্যতীত অন্য রক্তবর্ণকে গন্ধকের ধূমায় শ্বেত বর্ণ করে না, এই হেতু রজ দুগ্ধ হয়, তদ্ভিন্ন শরীরস্থ অন্য

(১) চত্বারোঞ্জলয়ঃ স্ত্রীণাং রজসঃ প্রকৃতিস্তথা।
দ্বাবঞ্জলী প্রজাতায়াঃ শুক্রস্যাপিহিঘোষিতঃ॥

(২) নাভিনালে যুক্তৌনাড়ী ক্ষীরা ক্ষীরাবতী তথা।
আগতৌ স্তনমূলান্তং স্তন্যমূর্দ্ধং নয়ত্য সাবিতি॥

রক্ত দুগ্ধ হয় না। জাতমাত্র বালকের মুখে স্তন টিপিয়া স্তন্য দিলেই পূর্ব্বাভ্যাস বলে টানিয়া দুগ্ধ পান করে, অর্থাৎ গর্ব্ভস্থ-কালে শোণিত পান করিত সেই রস বোধে স্তন্য পানে আসক্ত হয়।

মাতৃ স্তন্যই শিশুর এক মাত্র আহার। সুতরাং যাহাতে উহা দূষিত না হয় সে জন্য প্রসূতিকে সদা সর্ব্বদা সাবধানে থাকিতে হয়। জননীর গুরুআহার বা বিষমাহার দ্বারা অর্থাৎ বহু হউক কিম্বা অল্পই হউক অকালে ভোজন দ্বারা, অথবা বায়ু, পিত্ত, কফ প্রকোপকারী দ্রব্য ভক্ষণ দ্বারা শরীরের দোষ প্রকোপ হয়, তাহা হইতে দুষ্ট স্তন্য জন্মে (৩)। সেই দুগ্ধ পানে শিশুর পীড়া হইয়া থাকে (৪)। কোন্ কোন্ দোষদুষ্ট স্তন্য পান করিলে কোন্ কোন্ প্রকারের পীড়া জন্মে, তাহা আমাদিগের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। বায়ু দ্বারা দূষিত স্তন্য পান করিলে শিশু নানাবিধ বায়ু রোগে আক্রান্ত হয়। তাহার লক্ষণ যথা— ভিন্ন স্বর, শুষ্ক শরীর, বিষ্ঠা মূত্রাদি রুদ্ধ হইয়া যাওয়া (৫)। পিত্ত দুষ্ট স্তন্য দুগ্ধ পানে বালকের শরীর ঘর্ম্মযুক্ত ও অতিসার রোগাক্রান্ত হয়, আর চক্ষু, জিহ্বা, বিষ্ঠা মূত্র প্রভৃতি হরিদ্রা বর্ণ হয়; এবং অপরাপর পিত্তরোগ আসিয়া অধিকার করে। এতদ্ব্যতীত পিপাসা ও সমস্ত শরীর উষ্ণ হয় (৬)। শ্লেষ্মা দ্বারা দূষিত দুগ্ধ সেবনে শিশুর মুখ হইতে অনবরত লাল নির্গত হইতে থাকে। নানা প্রকার শ্লেষ্মারোগ অর্থাৎ কফ কাসী ইত্যাদি জন্মে। সর্ব্বদা নিদ্রাভিভূত থাকে। জড় অর্থাৎ বাকৃশক্তি ও গতি-শক্তি হীন হয়; শোথ হয়; চক্ষু বক্রে হয়; এবং সর্ব্বদা বমি করে (৭)। উল্লিখিত লক্ষণ গুলি শিশুতে প্রকাশ পাইলে বুঝিতে হইবে যে স্তন্য দুষ্ট হইয়াছে। এই সময় স্তন্য পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে বায়ু পিত্ত কফের মধ্যে কোনটীর দ্বারা দুগ্ধ দূষিত হইয়াছে।

---

(৩) ধাত্র্যাগুরুভিরাহারৈর্বিষমৈর্দোষলৈস্তথা।
দেহদোষাঃ প্রকুপ্যন্তি ততঃ স্তন্যং প্রকুপ্যতি॥

(৪) মিথ্যাহার বিহারিণ্যা দুষ্টা বাতাদয়ঃ স্ত্রিয়ঃ।
দূষয়ন্তি পয়স্তেন জায়ন্তেব্যাধয়ঃ শিশোঃ।
সুশ্রুত শারীরস্থান অধ্যায় ১০।

(৫) বাত দুষ্টং শিশুঃ স্তন্যং পিবন্ বাতগদাতুরঃ।
ক্ষামস্বরঃ কৃশাঙ্গঃ স্যাদ্বদ্ধবিণমূত্রমারুতঃ॥

(৬) বিস্বিন্নো ভিন্নমলো বালঃ কামলাপিত্তরোগবান্।
তৃষ্ণালুরুষ্ণসর্ব্বাঙ্গঃ পিত্ত দুষ্টং পয়ঃ পিবন্॥

(৭) শ্লেষ্মদুষ্টং পিবন্ ক্ষীরং লালালুঃ শ্লেষ্মরোগবান্।

বায়ু কর্ত্তৃক স্তন্য কষায়রস এবং জলপ্লাবিত অর্থাৎ জলবিসর্পণ হয়। পিত্ত দুষ্ট স্তন্য অম্লরস, জলে পীত প্রভা হয়, (৮)। কফদুষ্ট স্তন্য পিচ্ছিল, জলে নিমগ্ন হয়। দ্বিদোষদুষ্ট দ্বিচিহ্ন, ত্রিদোষদুষ্ট ত্রিচিহ্ন, হয় (৯)। দুগ্ধ দূষিত হইলে তাহার শোধন করা আবশ্যক। তজ্জন্য শাস্ত্র বলেন জননী দুগ্ধ বিশুদ্ধি নিমিত্ত মুদগযূষরূপ রস ভক্ষণ করিবেন এবং বামুনহাটী দেবদারু বচ আতইচ একত্র বাটিয়া ভক্ষণ করিবেন (১০)। আকনাদি মুরগামুল মুথা চিরতা, দেবদারু, শুণ্ঠী, ইন্দ্রযব, অনন্তমুল কটকী ইহাদিগের ক্বাথ পাচনের ন্যায় ভক্ষণ করিলে স্তন্য শুদ্ধি হইয়া থাকে(১১)। পলতা, নিম্ব, পিয়াল, দেবদারু, আকনাদি মুরগামুল, গুলঞ্চ, কটকী, শুণ্ঠি, এইসকল দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার ক্বাথ স্তন্য বিশুদ্ধি নিমিত্ত পান করিবার বিধি শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে (১২)। এইরূপ করিলে স্তন্য শুদ্ধ হয় সুতরাং সন্তানেরও কোন পীড়ার সম্ভাবনা থাকে না। বিশুদ্ধ স্তন্য কিরূপ হয় তাহা জানিবার নিদর্শন ও ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন। জলেতে স্তন্য যখন একত্র হয়, বিবর্ণ হয় না এবং সূত্রের মত না হয় এবং শুক্লবর্ণ অল্প শীতল হয়, সেই দুগ্ধ শুদ্ধ বুঝিতে হইবে। (১৩)

অনেক সময় প্রসূতা রমণীর দুগ্ধ অল্প হইয়া যায়। তাহার কারণ পুত্রের প্রতি বাৎসল্যাভাব, ভয়, শোক, ক্রোধ, লঙ্ঘন, এবং অন্যগর্ভধারণ (১৪)। এই জন্য ঐ সমস্ত হইতে প্রসূতি বিশেষ সাবধানে থাকিবেন। যদি স্তন্য অল্প হইয়া যায় তবে তাহার বৃদ্ধির নিমিত্ত শালি ষষ্টিকধান্য, গোধুম, মাংস, কালশাক

নিদ্রার্দ্দিতো জড়ঃ শূনো বক্রাক্ষশ্ছর্দ্দনঃ শিশুঃ ॥

(৮) কষায়ং সলিল প্লাবি স্তন্যং মারুত দূষণং।
পিত্তাদম্লং চকটুকং রাজ্যোস্তসিতু পীতিকাঃ ॥

(৯) কফ দুষ্টং যত্ত্ব তোয়ে নিমজ্জতি চ পিচ্ছিলং।
দ্বন্দ্বজন্ত দ্বিলিঙ্গং স্যাৎ ত্রিলিঙ্গং সান্নিপাতিকং ॥

(১০) ধাত্রী ক্ষীর বিশুদ্ধ্যর্থং মুদ্গযূষ রসাশিনী।
ভার্গীদারুবচাম্পিষ্টাঃ পিবেৎ সা তিবিষাস্তথা ॥

(১১) পাঠা মূর্ব্বাব্দ ভূনিম্ব দারু শুণ্ঠী কলিঙ্গকৈঃ।
সারিবা মৎস্যপিত্তাখ্যোঃ কাথঃ স্তন্য বিশোধনঃ ॥

(১২) পটোল নিম্বাসন দারু পাঠাং মূর্ব্বাং গুড়ূচীং কটু রোহিণীঞ্চ।
সনাগরাঞ্চ ক্বথিতাঞ্চ তোয়ে ধাত্রী পিবেৎ স্তন্য বিশুদ্ধ হেতোঃ।

(১৩) নীরে স্তন্যং যদেকীভাবদবিবর্ণ মতন্ত মৎ।
পাণ্ডুরং তনুশীতঞ্চ তদ্দুগ্ধং শুদ্ধ মাদিশেৎ ॥

(১৪) অবাৎসল্যাদ্ভয়াচ্ছোকাৎ ক্রোধাদপ্যপতর্পণাৎ।
স্ত্রীণাং স্তন্যং ভবেৎ স্বল্পং গর্ভান্তর বিধারণাৎ ॥

অর্থাৎ কালকাসুন্দা শাক, লাউ, নারিকেল, কেশুর, পানীফল, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, রশুন, এই সকল স্ত্রীলোকেরা ভক্ষণ করিবেন এবং সুমনা হইবেন; কলমধান্য অর্থাৎ পেসোয়ারি ধান্য তণ্ডুলের পায়স ভক্ষণ করিলে রমণী প্রচুরতর দুগ্ধভরেতে তুঙ্গস্তন যুগলা হয়েন (১৫)। ভূমিকুষ্মাণ্ডরস স্তন্য বৃদ্ধির নিমিত্ত পান করিতে পারা যায়। তাহার চূর্ণও দুগ্ধের সহিত পান করার বিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে (১৬)। কখনও কখনও স্তনে অতিরিক্ত দুগ্ধ আসে; এঅবস্থায় দাস্ত করান আবশ্যক। স্তনদ্বয় তুলা দ্বারা উচ্চ করিয়া অাঁটীয়া বাঁধিয়া রাখা কিম্বা দুগ্ধ গালিয়া ফেলা আবশ্যক, নচেৎ দুগ্ধ জমিয়া স্তন পাকিতে পারে। দুগ্ধ কমাইবার আবশ্যক হইলে স্তনের উপর মসূর ডাল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে দুগ্ধ শুকাইয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ বলেন শিশুকে দুগ্ধ পান করাইতে হইলে :—

তত্র মাতা প্রশস্তাঙ্গী চারুবস্ত্রা পুরোমুখী।
উপবিশ্যাসনে সম্যক্ দক্ষিণং স্তনমম্বুনা।
প্রক্ষাল্যেষৎ পরিস্রাব্য মন্ত্রাভ্যামভিমন্ত্রিতাং।
উদঙ্ মুখং শিশুং ক্রোড়ে শনৈরাধায় পায়য়েৎ।
আস্রাবিতং স্তনং বালঃ পিবেৎ স্তন্যেন ভুয়সা।
পূর্ণস্রোতা বমিশ্বাস কাসৈ র্ভবতি পীড়িতঃ।

মাতা প্রশস্তাঙ্গী হইয়া চারুবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া দক্ষিণ স্তন জল দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া এবং কথঞ্চিৎ দুগ্ধ গালিয়া ফেলিয়া * * * উত্তর মুখ শিশুকে আস্তে আস্তে ক্রোড়ে করিয়া পান করাইবে, তাহা না করিলে পূর্ণস্রোত স্তন্য পান দ্বারা শ্বাস কাসাদি রোগ জন্মে। ইহাতে ইহাই বুঝা যায় যে উভয় স্তনই সমান রূপে পান করান উচিত নতুবা এক স্তন অধিক পান করাইলে অন্য স্তনে দুগ্ধ জমিয়া পীড়া উপস্থিত হইতে পারে।

---

(১৫) শালিষষ্ঠীক গোধুমমাংস ক্ষুদ্র ক্ষয়াণি হি।
কালশাক মলাম্বু চ নারিকেলং কশেরুকং॥
শৃঙ্গাটকং বরীঞ্চাপি বিদারং কন্দমেব চ।
লশুনং দুগ্ধ বৃদ্ধৌ স্ত্রী পিবেত্ত সুমনা ভবেৎ॥
কলমস্য তণ্ডুলানাং কনকং যা ক্ষীর শেবিতং।
পিবতি সা ভবতি প্রচুরতর ক্ষীর ভরেণৈব তুঙ্গকুচ যুগলা॥

(১৬) বিদারী কন্দস্য রসং পিবেৎ স্তন্যস্য বৃদ্ধয়ে।
তচ্চূর্ণং তস্য বৃদ্ধ্যর্থংপিবেৎ বা ক্ষীর সংযুতং॥

কোন কোন প্রসূতি স্তন পান করাইতে ২ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, চক্ষে ধোঁয়া দেখেন, বুক দুড় দুড় করিতে থাকে, মাথায় যন্ত্রণা হয়; তখন বুঝিতে হইবে তাহার দুগ্ধ দেওয়া সহ্য হইতেছেনা। সে সময় স্তন দুগ্ধ বন্ধ করিয়া দিবে। রাত্রে শয়ান অবস্থায় শিশুকে কখন ও স্তনপান করাইবে না। কত সময়ে প্রসূতি নিদ্রিত হইয়া পড়েন, স্তনের ভারে ক্ষুদ্র শিশুর নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ হইতে দেখা যায়।

একত্রিংশ অধ্যায়।

শিশুদিগকে দুগ্ধ খাওয়াইবার নিয়ম।

আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকদিগের বিশ্বাস এই যে, শিশুগণ ক্ষুধা পাইলেই কাঁদিয়া থাকে। সুতরাং তাহাদিগের ক্ষুন্নিবারণের জন্য তৎক্ষণাৎ দুগ্ধ দেওয়া উচিত। তাঁহাদিগের এজ্ঞান নাই যে শিশুর ক্রন্দন অনেক সময়ে ক্ষুধার পরিচায়ক নাও হইতে পারে। অনেক সময়ে পীড়া বশতঃ শিশুরা কাঁদিয়া থাকে। এক মাস পর্য্যন্ত শিশুদিগের দুগ্ধ খাওয়াইবার কোন নিয়ম থাকে না; শিশু দুইমাসের হইলে দিবসে ৩ ঘণ্টা অন্তর ৪ বার ও রাত্রে ৩ বার মাত্র দুগ্ধ খাওয়াইতে হয়, তিন মাসের হইলে দিবসে ৩ ঘণ্টা অন্তর ৪ বার ও রাত্রে ২ বার; এই নিয়মে রাত্রের ভাগ ক্রমশঃ কমাইয়া আনিতে হয়। রাত্রি ১১ টার পর দুগ্ধ খাওয়ান উচিত নহে। যদ্যপি স্তন দুগ্ধ কম থাকে কিম্বা সহ্য না হয়, কি প্রসূতির কোন পীড়াবশতঃ স্তন দুগ্ধ বন্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে ঢোকা দুগ্ধ খাওয়াইবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। স্তন দুগ্ধ কম হইলে একেবারে স্তনদান বন্ধ করিবে না স্তনের দুগ্ধ ও ঢোকা দুগ্ধ দুইই দেওয়া কর্ত্তব্য। ঢোকাদুগ্ধ খাওয়াইতে হইলে প্রথম মাসে অর্দ্ধসের আন্দাজ দিতে হয়, দ্বিতীয় মাসে প্রতিবার এক ছটাক করিয়া দিবা রাত্রে তিন পোয়া হইতে একসের পর্য্যন্ত, তৃতীয় মাসে অর্দ্ধপোয়া হিসাবে দিবারাত্রে দেড়সের পর্য্যন্ত খাওয়াইতে হয়। তৎপর প্রতিবারে একপোয়া হিসাবে দিবারাত্রে দুইসের পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে। শিশুদিগকে খাঁটি দুগ্ধ দেওয়া উচিত নহে; প্রথম হইতে দ্বিতীয় মাস পর্য্যন্ত দুগ্ধের দ্বিগুণ জল দিতে হয়, তৃতীয় মাসে, সমভাগে, তৎপরবর্ত্তি মাসে ক্রমশঃ কমাইতে হয়; শিশু ছয়

মাসের হইলে খাঁটি দুগ্ধ দিতে পারা যায়। শিশুকে প্রতিদিন যে পরিমাণে খাদ্য দেওয়া যায়, বয়স এবং ক্ষুধাবৃদ্ধির সহিত তাহার পরিবর্ত্তন করিতে হয়। অতি ভোজনে শিশুর যকৃৎ আদি পীড়া হইয়া থাকে। ডাক্তার ক্রাউলকীর অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে যে, প্রথম দুই মাস কাল শিশুদিগের পরিপাক শক্তি বড়ই শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম মাসে অতি অল্পই বাড়িয়া থাকে। সুতরাং এই সময়ে শিশুর খাদ্যের পরিমাণ না বাড়াইয়া উহার পুষ্টিকারিতা বাড়াইবার দিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। ডাক্তার রচ তাঁহার সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে সন্নিবেশিত হইলঃ—

শিশুদিগকে খাওয়াইবার সাধারণ নিয়ম।

বয়স	যত সময় অন্তর খাওয়াইতে হয়	প্রত্যেক বারের গড় পরিমাণ	২৪ ঘণ্টা মধ্যে গড় পরিমাণ
প্রথম সপ্তাহে	২ ঘণ্টা	১ আউন্স	১০ আউন্স
এক হইতে ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত	২½ ঘণ্টা	১½ হইতে ২ আউন্স	১২ হইতে ১৬ আউন্স
ছয় হইতে দ্বাদশ সপ্তাহ এবং সম্ভবতঃ ৫ মাস পর্য্যন্ত	৩ ঘণ্টা	৩ হইতে ৪ আউন্স	১৮ হইতে ২৪ আউন্স
ষষ্ঠ মাসে	৩ ঘণ্টা	৬ আউন্স	৩৬ আউন্স
দশম মাসে	৩ ঘণ্টা	৮ আউন্স	৪০ আউন্স

প্রসূতি ও শিশুর শারীরিক অবস্থা দেখিয়া দুধ ছাড়ান উচিত। সাধারণতঃ ৯ নয় মাসের হইলে তাহাকে স্তন দুধ ছাড়ান আবশ্যক। যদি প্রসূতি দুর্ব্বল বা রোগাক্রান্ত হয়, তবে ৬ মাসের সময়ই দুধ ছাড়ান আবশ্যক হইয়া পড়ে। যদি শিশু দুর্ব্বল থাকে আরো কিছু দীর্ঘ কাল স্তন পান করান উচিত। কিন্তু অধিক স্তন পান করাইলে প্রসূতির কোন উপকার না হইয়া বরং অপকার হইতে পারে, এমন কি যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ধাত্রী রক্ষণ।

সন্তান পালনই মাতার ঈশ্বরপ্রদত্ত পবিত্র ব্রত। ধন্য সেই রমণী যিনি এই পবিত্র ব্রত হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। এবং শতগুণে ধন্যা তিনি যিনি ইহা উপলব্ধি করিয়া আপন কর্ত্তব্য পালনে যত্নশীল হইয়াছেন। স্বয়ং মাতার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ভিন্ন শিশুপালন হয় না। আলস্য বা বিলাসিতা বশতঃ অন্যের হস্তে শিশুপালনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা মাতার কখন উচিত নহে। শিশু পালনের ন্যায় কোন কার্য্য এত গুরুতর নহে। সুতরাং ইহাতে অবহেলা করার ন্যায় অপরাধও আর কিছুই নাই। যে সকল মহিলা সন্তান প্রসব করিয়া ইউরোপিয় প্রথা অনুসারে স্বীয় সন্তানকে স্তন্য দানে লালন পালন করিতে বিরত হইয়া সেই কার্য্যের জন্য বেতন দানে সামান্য শ্রেণীর স্ত্রীলোককে ধাত্রীরূপে নিযুক্ত করেন, সেই বিলাস পরায়ণা মহিলাদিগকে ধিক্ এরূপ বৃত্তি ও পিকবৃত্তিতে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। পিকবধূ অতর্কিত ভাবে বায়সকুলায়ে অণ্ড প্রসব করিয়া পলায়ন করে, বায়স মাতা নিজ অণ্ড জ্ঞানে উত্তাপ দান করিয়া থাকে, পরে সেই অণ্ড হইতে ছানা বাহির হইলে আপন শাবকের সঙ্গে কোকিলের শাবককেও আহার যোগাইয়া প্রতিপালন করে। শ্রমকাতরা সুখপ্রয়াসী পিক বধূর ন্যায় ইয়ুরোপের ধনী পরিবারের বিলাসিনী নারীগণ নিজে সন্তানগণকে প্রতিপালন করিতে ভার বোধ করিয়া তাহাদিগকে অন্যকোন ভাড়াটিয়া স্ত্রীলোকের হস্তে সমর্পণ করেন। এরূপ শ্রেণীর রমণীগণ কখনই জননী নামে বাচ্যা হইতে পারে না। প্রসূতির স্তনে দুগ্ধদান ঈশ্বরের ভ্রম নহে। যে মহৎ উদ্দেশ্যে স্ত্রীলোকের স্তনদ্বয় সৃজিত হইয়াছে তাহার স্বার্থকতা সম্পাদনে বিরত হইলে রমণীগণ জননী অভিধা প্রাপ্ত হইতে পারেন না। পিকবৃত্তি মাতার জন্য নির্দ্ধারিত হয় নাই। তারপর ভারতবর্ষীয় দাস দাসীগণ সকলেই অশিক্ষিত, মূর্খ ও স্থূল বুদ্ধি। তাহাদের সহস্রের মধ্যে একজনও সুনীতিমার্গের কোন সুসমাচার অবগত নহে। বরং তাহাদের মধ্যে অনেকের চরিত্র দূষিত, আচার ব্যবহার কদর্য্য ও অননুকরণীয়, ভাষা অসাধু, ভাব অতীব কলুষিত এবং প্রকৃতি নীচ। ভাবিবংশধরগণের ঈদৃশ কোমল প্রকৃতিদর্পণে যদি দাস দাসীগণের মলিন প্রকৃতির প্রতিকৃতি একবার

অঙ্কিত হইয়া যায় তাহা অপনয়ন করা যে কতদূর দুঃসাধ্য হইয়া উঠে তাহা বোধ করি অনেক পিতা মাতা নিজ নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। নীচ সংশ্রব বশতঃ অনেক বালককেই অনুচ্চার্য্য অসাধু ভাষায় গালিবর্ষণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়; রীতিনীতি, কার্য্যকলাপ কতক পরিমাণে নিম্ন শ্রেণীর কদাচারিগণের সদৃশ হইয়া উঠে। সেই জন্য ধাত্রী রক্ষা করিতে হইলে অতি সাবধানে তাহা করিতে হয়। শিশুকে কখন অসতী স্ত্রী বা দুরাত্মা পুরুষের ক্রোড়ে দিবে না কুলটা, কদাচারিণী ও কুদৃষ্টিপরায়ণা কামিনীগণের নিকট শিশুকে কখনই রক্ষা করিবে না। ধাত্রী রাখিতে হইলে তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রে যেরূপ বিধি আছে সেইমত করিলে কোনরূপ আশঙ্কা থাকে না। শাস্ত্র বলেনঃ—

সবর্ণাং মধ্য বয়সাং সচ্ছীলাং মুদিতাং সদা।
শুদ্ধদুগ্ধাং বহুক্ষীরাং সবৎসামতি বৎসলাম্।
স্বাধীনা মল্প সন্তুষ্টাং কুলীনাং সজ্জনাত্মজাং।
কৈতবেন পরিত্যক্তাং নিজ পুত্র দৃশাং শিশৌ॥

সমান বর্ণা অর্থাৎ স্বীয় স্বীয় জাতি এবং মধ্য বয়স্কা ও সুশীলা ও হর্ষযুক্তা সর্ব্বদা শুদ্ধ দুগ্ধ বিশিষ্টা, অনেক দুগ্ধযুক্তা, সপুত্রা, অতি দয়ান্বিতা, স্বাধীনা, অল্প সন্তুষ্টা, সৎকুলোদ্ভবা, সজ্জন দুহিতা, ছলত্যক্তা, এবং নিজ পুত্র তুল্যদৃষ্টা, এবম্প্রকার ধাত্রী রাখিবে।

কেন যে মাতা স্বীয় স্তন্য নিজ শিশু সন্তানকে দিবেন তাহার কারণ আমরা পূর্ব্বে দর্শাইয়াছি। এক্ষণে আমরা ইহা বলিতে চাই যে আমাদের বিশ্বাস এই, শিশু সন্তানেরা যাহার দুগ্ধ পান করে, তাহার ধাতু প্রাপ্ত হয়, এই জন্যই গর্ভের প্রকৃতি গর্ভ হইতে প্রসূত সন্তান সন্ততি পাইয়া থাকে, ঐ প্রকৃতিতে পিতার প্রকৃতি অর্থাৎ ঔরস প্রকৃতিও অল্প বা অধিক পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া যায়। এই জন্যই প্রবাদ আছে—

বাপ্ কো বেটা, সিপাই কো ঘোড়া।
কুচ নেহি হ্যায় তব থোড়া থোড়া॥

অর্থাৎ পিতার গুণে পুত্র ভাল মন্দ হয় এবং সিপাহীর দোষ গুণে ঘোড়া শিক্ষিত বা অশিক্ষিত হয়, যদি ঠিক ঐরূপ সম্পূর্ণ ভাবে না হয়, তবে নিশ্চয়ই কিছু কিছু পরিমাণে হইবেই হইবে। যদৃচ্ছামত যাহার তাহার স্তনের দুগ্ধ

শিশুদিগকে দেওয়া অবিধি। মহাভারতেও ইহার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কথিত আছে একদা কোন ঋষি কন্যা ঘটনা ক্রমে কোনও শূদ্রের গৃহে উপস্থিত হয়েন। ঋষি কন্যা অতি শিশু, এক ঋষি-পত্নীর অঙ্কদেশে শায়িত ছিলেন। শিশু ক্ষুধিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে ঐ ঋষি পত্নী তৎকালে বৃদ্ধাবস্থায় পরিণতা হওয়ায় স্তন হইতে, শিশুকে দুগ্ধ দিতে পারেন নাই। শূদ্রপত্নী যুবতী, সুতরাং শিশুর মুখে দুগ্ধ দিবার ইচ্ছা প্রকারান্তরে প্রকাশ করিল। "প্রকারান্তরে" বলিবার কারণ এই যে, তৎকালে ব্রাহ্মণ শূদ্রে অনেক প্রভেদ ছিল। এখনও রহিয়াছে, তবে ততদূর নাই। প্রবৃদ্ধ ঋষিপত্নী ইহাতে অনিচ্ছার লক্ষণ দেখাইয়া বলিলেন, "সাত্বিক রসে তামসিক রস মিশিলে সত্বগুণের হ্রাস হইয়া রজোগুণের সৃষ্টি হয়, সুতরাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়রূপে পরিণত হইয়া যায়।" এই কথা বলিয়া ঋষিপত্নী শূদ্র যুবতীর স্তনের দুগ্ধ ঋষি কন্যার মুখে দিতে নিষেধ করিলেন এবং তথা হইতে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। এই ঘটনার যে কোনও অর্থই থাকুক, ইহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, স্বজাতির স্তন দুগ্ধ ব্যতিরেকে অন্য জাতির কিম্বা অসচ্চরিত্রা, কুলটা, নীচ বৃত্তিধারিণী, পিশাচ প্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের স্তনের দুগ্ধ ভদ্র গৃহস্থের শিশু সন্তানদিগকে কখনই দেওয়া উচিত নহে। যদি শিশুকে প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষ করিতে হয়, যদি শিশু পালনরূপ ঈশ্বরদত্ত পবিত্র ব্রত সাধন দ্বারা কৃতার্থতা লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে মাতা স্বয়ং ইহার গভীর দায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া অতি সংযত ভাবে সন্তান পালনে মনোযোগী হইবেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

সন্তান পালন।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে এরূপ করিবে যেন তাহার "গাত্রে কোন আঘাত না লাগে এরূপে শিশুকে গ্রহণ করিবে, সহসা ইহাকে ধমকাইবে না বা জাগাইবে না। কি জানি ভয় পায়। অকস্মাৎ ধরিবে না, ঊর্দ্ধদিকে নিক্ষেপ করিবে না, কুব্জ হইবার ভয়ে বসাইবে না, সর্ব্ব প্রকারে তাড়না পরিত্যাগ করিয়া প্রিয় ব্যক্তি সকল যত্ন সহকারে শিশুর সেবা করিবে। শিশু এইরূপে

স্বচ্ছন্দে থাকিলে নীরোগ এবং সুপ্রসন্নমনা হয়। উষ্ণ বায়ু, বৃষ্টি, ধুলি, ধূম, জল উচ্চ নীচ স্থান অপবিত্র স্থান এ সকলে সন্তানকে কখন রাখিবে না (১)।

শিশুকে সর্ব্বদা ঠাণ্ডা হইতে রক্ষা করিবে। তজ্জন্য তাহাকে উপযুক্তরূপ বস্ত্রাচ্ছাদনে আবৃত করিয়া রাখিবে। শরীরের উপযুক্তরূপ উষ্ণতা রক্ষা করিতে পারিলে পীড়ার বড় একটা সম্ভাবনা থাকে না। স্বাভাবিক উষ্ণতার হ্রাস হইলেই শরীর ক্লিষ্ট ও রুগ্ন হয়। আমাদিগের পরিচ্ছদ কতক পরিমাণে আহারের কার্য্য করে। কেন না বস্ত্র যে পরিমাণে দেহের উষ্ণতা হ্রাস নিবারণ করিবে, উষ্ণতা উৎপাদক দ্রব্য আহার করিবার প্রয়োজন তত অল্প হইবে। এই জন্য সকল ঋতুতেই শরীর আবৃত রাখা উচিত। কোন ঋতুতেই শরীরকে এককালে অনাবৃত রাখা বিধেয় নহে। তারপর শিশুদিগের আহারের উপর মাতার বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। মাতার পথ্যাপথ্য জ্ঞান না থাকিলে সন্তানের পীড়া অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্র বলেন "নতু পথ্যবিহীনানাং ভেষজানাং শতৈরপি" পথ্যবিহীন হইলে শত ঔষধও কিছু করিতে পারে না, এ কথা অতি ঠিক কথা। একেতো ডাক্তার ডাকিতে ডাকিতে হাড় মাস জ্বালাতন, তাহাতে আবার কুমাতার কুপথ্যদান দোষে ঔষধ সমুদয় বিফল হইয়া যাইতেছে, ডাক্তার ডাকার শেষ নাই, ঔষধ আনার শেষ নাই পরিশেষে অধিক ঔষধ সেবনের দোষে শরীর জর জর, এক ব্যাধি হইতে অন্য ব্যাধির সমাগম, গৃহস্থের আর আরাম নাই, বিশ্রাম নাই। যে পরিবারে কোন্‌টি পথ্য কোন্‌টি অপথ্য জ্ঞান নাই, সে পরিবারের সন্তানগণ দীর্ঘ্যকাল স্বাস্থ্যের মুখ দর্শন করিবে ইহা অসম্ভব। লঘু আহার বা গুরু আহার উভয়ই দোষাবহ। কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে লঘু আহারের দোষ অধিক, শরীর তত্ত্ব বিশারদ কোন প্রধান পণ্ডিত বলিয়াছেন "কখনও কখনও গুরুতর আহার করাতে যে অপকার দর্শে তাহা সহজে সংশোধন করা যায়, কিন্তু অল্পাহারে যে অপচয় হইয়া থাকে তাহার প্রতিবিধান করা তত সহজ নহে।" * আর ইহাও

---

(১) বালং পুনর্গাত্রসুখং গৃহীয়ান্নচৈনং তর্জ্জয়েৎ, সহসা ন প্রতিবোধয়েদ্বিত্রাসভয়াৎ সহসা নাপহরেদুৎক্ষিপেদ্বা বাতাদিবিঘাতভয়াৎ নোপবেশয়েৎ কৌজ্য ভয়াত্তে নিত্যং চৈনমনু বর্ত্তেত প্রিয়শতৈরজিঘাংসুঃ। এব মনভিত মনাঃভি বর্দ্ধতে নিত্য মুদাগ্রসত্বম্পস্থে। নীরোগঃ সুপ্রসন্নমনাশ্চ ভবতিসন্ন। বাতাতপবিদ্যুৎ প্রভাপাদপলতা শূন্যাগার নিম্নস্থান গৃহচ্ছায়াদিভ্যো * * * বালংরক্ষেৎ। সুশ্রুত শারীরস্থানং ১০ অ।

* Cyclopoedia of practical medicine.

দেখা যায় যে, অধিক আহার করা শিশুদিগের প্রকৃতি সিদ্ধ নহে। বল প্রয়োগ না করিলে তাহাদিগকে কখনই অতি মাত্রায় আহার করাইতে পারা যায় না। বয়স্ক ব্যক্তিরাই সাধারণতঃ অমিতাচারী হইয়া থাকেন, অর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের মধ্যে অমিতাচার দোষ বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। শিশুকালে বালকদিগের এক প্রকার অক্লান্ত চঞ্চলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা তাহাদিগের শরীর সবল ও দৃঢ় হইবার এক প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু আক্ষেপ এই যে, যে শিশু লম্ফন, ধাবন, কুর্দ্দন, এবং কোন বস্তুতে আরোহণ করিবার চেষ্টা সর্ব্বদা করিয়া থাকে তাহাকে দুষ্ট বলিয়া তিরস্কার করা হয়। পিতা মাতা তাহার কু-অভ্যাস দূর করিবার যত্ন করিয়া থাকেন। তাহাকে নানা প্রকারে শাসন করিয়া তাহার অক্লান্ততা দূর করা হয়। কিন্তু শিশু সন্তানদিগকে এইরূপ শান্ত করিবার চেষ্টা করা অতিশয় অনিষ্টকর। ইহার দ্বারা তাহাদিগের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি বিনষ্ট হইয়া থাকে। উপযুক্তরূপ অঙ্গ সঞ্চালনাভাবে শরীর দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইয়া পড়ে। কঙ্কালাবশেষ শিশু সন্তানদিগকে দর্শন করিয়া কাহার না দয়ার উদ্রেক হয়। পিতা মাতা সন্তানের শারীরিক দুর্গতি দর্শন করিয়া মনঃক্লেশ প্রাপ্ত হন, তাহাদিগের শুশ্রূষায় নিজের শরীর ক্ষয় করিয়া থাকেন। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখেন না যে তাঁহাদিগেরই আত্ম অবিবেচনায় এই বিষম ফল উৎপন্ন হইতেছে। শৈশবকালে শিশুদিগের দ্বারা অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করানও একটি মহান্ অনর্থের হেতু বলিতে হইবে। শৈশবকালে অতিশয় মানসিক পরিশ্রম করাইলে মস্তিষ্কে অধিক রক্ত নীত হয়। সুতরাং অন্যান্য অংশে যে পরিমাণ রক্ত সঞ্চালিত হইত, তাহার মাত্রা হ্রাস হইয়া যায়। এই কারণে শরীরের উপযুক্তরূপ বৃদ্ধির ব্যাঘাত হইয়া থাকে। শৈশবাবস্থায় যখন শরীর দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি হইতে থাকে, তখন এইরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হওয়া অতিশয় অনিষ্টকর। শিশুর শরীর যে পর্য্যন্ত না সর্ব্বাংশে পূর্ণতা লাভ করে, ততদিন তাহাদিগকে গুরুতর মানসিক পরিশ্রম করান কখনই বিধেয় হইতে পারে না। কিন্তু তা বলিয়া যে শিশু সন্তানদিগের মানসিক বিকাশের জন্য কোন চেষ্টা করিবে না এ কথা আমরা বলি না। শিশু চরিত্র গঠন করা অতি সাধ্যায়ত্ত। সেই জন্য যে শুভক্ষণ হইতেই শিশুর চক্ষু কর্ণ নাসাদি ইন্দ্রিয়গণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করে অথবা বাহ্য জগৎ যে ক্ষণ হইতেই শিশুর লীলাভূমি হইয়া উঠে, সেই সময় হইতে পরম

যত্নের সামগ্রী শিশুকে সুসংগঠিত করিবার জন্য পিতা মাতাকে কায়মনোবাক্যে যত্ন করিতে হইবে। যাহাতে শিশুর শরীরের পুষ্টি আয়ুর বৃদ্ধি, হৃদয়ের প্রশস্ততা, মনের উচ্চ ভাবের বিকাশ, মস্তিষ্কের গভীর চিন্তাশীলতাদি গুণের যথোচিত উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে তদ্রূপ আহারীয় বস্তু, তদ্রূপ ঘ্রাণের সামগ্রী, তদ্রূপ শ্রোতব্য বিষয়, দ্রষ্টব্য পদার্থ, এবং লেপনাদি স্পর্শনীয় দ্রব্য তাহার সম্মুখে উপস্থিত করা কর্ত্তব্য। এই প্রকৃতি স্ফুরণের অঙ্কুর কাল হইতেই অত্যন্ত অবহিত চিত্তে তাহার শুশ্রূষা করিতে হইবে। সদ্যবস্থার কিছু মাত্র ন্যূনতা ও ত্রুটী হইলে শিশু প্রকৃতি বিকৃত ও অতি কদর্য্য দশাগ্রস্ত হইয়া কাল সহকারে জনক জননীর বিবিধ দুঃখের প্রধান হেতু ও সমাজের আবর্জ্জনা তুল্য হইয়া পড়িবে।

মার নিকট ছেলের সর্ব্ব প্রথম শিক্ষা। শৈশবে সন্তানের কোমল হৃদয়ে জননী যাহা অঙ্কিত করেন চির জীবন তাহার চিহ্ন থাকিয়া যায়। সন্তানের চরিত্র গঠন করিতে মাতার ন্যায় বিচক্ষণ পৃথিবীতে কেহই নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে সন্তানের চরিত্রকে দেব তুল্য করিতে পারেন। সম্রাট্ হইতে ক্ষুদ্রতম কৃষক পর্য্যন্ত মাতার শাসনাধীন। কেহ কোন দিন মাতার বিস্তৃত রাজ্যে শাসিত না হইয়া পৃথিবীতে নিজ নিজ পদ লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। এখানে যিনি যে প্রকারে অনুশাসিত হইয়াছেন, তিনি সেই প্রকার রীতি নীতি চরিত্র লইয়া পৃথিবীর বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। শৈশব ভাবী জীবনের বীজ, যাঁহার শাসনাধীনে সেই বীজ ভিন্ন ভিন্ন গঠন লাভ করে, পৃথিবী মধ্যে তাঁহার সর্ব্ব প্রধান কার্য্য এবং তাঁহার দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। এই জন্য কত সাবধান হইয়া মাতার চলা উচিত। যেমন ছেলের শরীরের ভাল মন্দের নিমিত্ত মাতা দায়ী, তেমনি তাহার মনের ভাল মন্দের জন্যও তিনি দায়ী। শিশুর সম্মুখে কাহাকেও একটি গালি দিলে সে তৎক্ষণাৎ সেইটী শিখিবে। কেবল এক দিনের জন্য নয়, কিন্তু চিরদিনের নিমিত্ত। মার একটু অবিবেচনার জন্য সন্তানের মনের কত ভাল ভাব চিরদিনের জন্য বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সন্তানগণকে হৃষ্ট পুষ্ট শরীর, সুসজ্জিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী করিবার জন্য পিতা মাতাগণকে যত যত্নশীল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে সচ্চরিত্র, নির্ম্মল প্রকৃতি ও সদাশয় করিবার জন্য তাদৃশ আকিঞ্চন দৃষ্ট হয় না। বর্ত্তমান

ভারতীয় জনক জননীগণ ভাবী সামাজিক বিপ্লবের সোপান রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নীতি শিক্ষা প্রচুর পরিমাণে সাধারণ সমাজে প্রচলিত হইলে বৃথা কলহ, বিবাদ বিসম্বাদ, অসভ্যতা, মূর্খতা, ধৃষ্টতা, ধূর্ত্ততা, কপটতা, প্রবঞ্চনাদি সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়, বিচারালয়ে এত মিথ্যা অভিযোগ ও তজ্জন্য অযথা অর্থব্যয়ও হয় না, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার, বেশ্যালয়ে গমন মদ্যাদি সেবন জন্য মহাপাপ ও সমাজে দারিদ্র্য দুঃখ বৃদ্ধি হয় না, সামান্য প্রভুত্ব লাভের জন্য নর শোণিতে রণস্থল প্লাবিতও হয় না, অধিক কি সমাজ নিতান্ত নিরুপদ্রব হইয়া উঠে। নীতি শিক্ষা দ্বারা শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারা যায়। পারিবারিক, সামাজিক ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমস্ত সুখ স্বচ্ছন্দতাই সুনীতি শিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে। প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্যগণের প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি কালে বর্ণানুসারে ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি ও বিবিধ সাধারণ নীতি শিক্ষা পাইয়া ভারতবাসিগণ তপোবল, ধর্ম্মবল, বিদ্যাবল, বাহুবল, চিত্তবল আদির গুণে জাতীয় প্রকৃতি লাভ করিয়া এতৎ পবিত্র ভূমিকে সভ্য সমাজের শিরোভূষণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীর দোষে ও পিতা মাতা আদি গুরুজনের তত্ত্বাবধান ও যত্নের অভাবে সুকুমার মতি বালকবর্গ স্বেচ্ছাচার ও যথেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া সমাজকে কলঙ্কিত ও বিষম উপদ্রবগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে। পিতা মাতা সন্তানের শৈশব হইতেই যদি নীতি শিক্ষার দিকে মনোযোগী হয়েন তবে তাঁহারা ও সন্তানগণ চিরসুখী হইতে পারেন ও সমাজও নিরুপদ্রব থাকে।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

মানব প্রকৃতি।

গর্ভাধান তত্ত্বে আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে জীবের উন্নতির পক্ষে একমাত্র শ্রেয়ের পক্ষে গর্ভাধানই প্রধান সংস্কার। অতএব পুত্রকামী হইতে হইলে পিতা মাতাদিগকে অগ্রে পবিত্র, উন্নত ও শোভন হইতে হইবে তবে সন্তান ও তৎ তৎ গুণাক্রান্ত হইবে। হিন্দুর বিশ্বাস যে রেতকে আশ্রয় করিয়া পিতা মাতার শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি সন্তান সন্ততিতে অর্শে এমন কি

তাঁহাদিগের পাপপুণ্যরূপ কর্ম্মফল সন্তান সন্ততিদিগকে ভোগ করিতে হয়। অমিতাহারী, মদ্যপায়ী, ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত ও কুপ্রবৃত্তিশালী যে ব্যক্তি স্বীয় কার্য্যদোষে জীবনীশক্তি ও মানসিক বল উভয়ই নষ্ট করিয়াছে, তাহার সন্তান সচরাচর তৎ পিতৃগুণাবলম্বী হইবে এবং পিতৃকার্য্য ও স্বীয় কার্য্যদোষে অচিরাৎ মানবলীলা সম্বরণ করিবে কিম্বা পীড়াগ্রস্ত অথবা অন্যরূপে বিপন্ন হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। চোরের পুত্র কদাচিৎ সাধু হয় ইত্যাকার ধারণা হিন্দুর বিশ্বাস ভূমিতে সুদূর অতীত হইতে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। হিন্দু বুঝেন যে পুত্র, পিতার শারীরিক ও মানসিক সত্তার প্রতি অংশ হইতে উৎপন্ন হয় সুতরাং সে পিতার আত্মা ব্যতীত আর অন্য কিছুই নহে (১)। অতএব সে যেমন জনকের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির উত্তরাধিকারী তেমনই আবার সুকৃত দুষ্কৃতের ফলভাগী। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের ও ধারণা ঠিক অনুরূপ (২)। পুত্র পিতার আত্মা বলিয়াই তাহার অন্য একটি নাম আত্মজ। ইউরোপীয় পণ্ডিত শিরোমণি প্লুটার্কের মত এই যে, জাত জীব জনকেরই সত্তা, সুতরাং উভয়ের ধাতুর অভেদ নিবন্ধন পিতার কর্ম্মজনিত পাপ পুণ্য পুত্রকে আশ্রয় করিয়া তাহাকে তৎফলভাগী করিয়া তুলে (৩)। কারণ তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে এমন একটি প্রচ্ছন্ন সত্তা বিদ্যমান আছে যাহা জাত জীবকে জনকের কর্ম্ম ফলের অনুগত করিবেই করিবে (৪)। পিতা মাতার দৈহিক গঠন সন্তানে অর্শে তাহা আমারা অনেক প্রত্যক্ষ করিয়াছি। শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, মৃগীরোগ, উন্মাদ রোগ সম্বন্ধে এই নিয়ম যে অলঙ্ঘনীয় তাহা কাহারও অবিদিত নাই। প্রায়

---

(১) অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধি জায়সে।
আত্মাবৈ পুত্রনামাসি সঞ্জীব শরদঃ শতম্ ॥সামবেদ ॥

(২) The Buddhists believe as well as the modern philosophers that each generation is the heir to the consequences of the virtues and sins of the preceding generation.

(৩) That which is engendered is made of the very substance of the generating being, so that he bears in him something which is very justly punished or recompensed for him, for this something is he:—Plutarch (as quoted in "The Criminal" by Havelock Ellis. Page. 91)

(৪) There is between the generating being and the generated a sort of hidden identity, capable of justly committing the second to all the consequences of an action committed by the first.—Plutarch (as quoted by Havelock Ellis vide page 91 of "The Criminal".)

চিরস্থায়ী রোগমাত্রই বীজানুগামী। অস্থির রোগ, মাংসের রোগ, চক্ষের রোগ, পাকস্থলীর রোগ, বায়ুস্থলীর রোগ, যে অঙ্গের রোগ হউক না কেন, চিরস্থায়ী হইলেই প্রায় সন্তানের হইয়া থাকে। তন্মধ্যে চক্ষের রোগ বিশেষরূপে বীজানুবর্ত্তি। দূর দৃষ্টি, নিকট দৃষ্টি, বক্র দৃষ্টি এ সকল পুত্রে যায়। রাত্র্যন্ধ, দিবান্ধ, বর্ণান্ধ, সম্বন্ধেও এই নিয়ম। সুধু যে ইহাতেই শেষ তাহা নহে। পিতার অভ্যাস, শিক্ষা, প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তির ও সন্তান উত্তরাধিকারী। আমরা এক একটি করিয়া এইগুলির উদাহরণ, যাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ভূয়োদর্শন দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিতেছি। পিতার ন্যায় সন্তানের হস্তাক্ষর হওয়া যে কিরূপ অভ্যাসের কাজ তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু যে স্থলে সন্তান পিতার নিকট আদৌ শিক্ষিত হয় নাই সে স্থলে পিতার ন্যায় পুত্রের অনুরূপ হস্তাক্ষর দেখিলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় যে পিতৃ অভ্যাস ও ন্যূনাধিক পরিমাণে বীজানুগামী। মহাপণ্ডিত ডারউইন সাহেব বলেন যে পিতা পুত্রের একইরূপ হস্তাক্ষর অনেকেই দেখিয়াছেন। ইহাতে বিস্ময়ের কারণ এই যে সন্তান জনকের হস্তাক্ষর কখনও দেখে নাই। এরূপ অদ্ভুত পূর্ব্ব ব্যাপারের উদাহরণ অবশ্য অতি বিরল বটে, কিন্তু তথাপি যে পৈতৃক লিপিসাদৃশ্য সন্তানে যায় তাহা মানব চক্ষের অগোচর নহে। হফেকার বলেন যে ইংরাজের সন্তানগণ ফরাসি দেশে লিখিতে শিখিলেও তাহারা পৈতৃক লিখন প্রণালীরই অনুগমন করে (১)। অভ্যাস সম্বন্ধে ডারউইন সাহেব আরও এক তত্ত্ব আমাদিগের নয়ন পথের পথিক করিয়াছেন। তিনি বলেন এক ব্যক্তি অভ্যাস বশতঃ বাম উরুর উপর দক্ষিণ পদ বিন্যাস করিয়া উত্তান হইয়া শয়ন করিত ; তাহার কন্যাটিও অতি শৈশব অবস্থায় পিতৃ

(১) On what curious combination of corporeal structure mental character and training, hand-writing depends ! Yet every one must have noted the occasional close similarity of the hand-writing in father and son, although the father had not taught his son. A great collector of autographs assured me that in his collection there were several signatures of father and son hardly distinguishable except by their dates. Hofacker in Germany remarks on the inheritance of hand-writing ; and it has even been asserted that English boys when taught to write in France naturally cling to their English manner of writing * * * (Darwin on the Variation of Animals etc. vol. i. 449)

অভ্যাসটি প্রাপ্ত হইয়াছিল। যখন কন্যাটির জ্ঞানের উন্মেষ আদৌ হয় নাই তখন এ অভ্যাসটী তাহাকে কে শিখাইয়াছিল? ইহার এক মাত্র উত্তর হইতে পারে বীজানুসারী পৈতৃক প্রকৃতি (১)। এইত গেল অভ্যাসের কথা। শিক্ষা সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম বলিতে হইবে। ইহার প্রমাণস্থলে আমরা একটী কুক্কুরের কথা বলিতেছি যদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে শিক্ষা প্রভৃতিও রেতকে আশ্রয় করিয়া সন্তানে অর্শে। কুক্কুরকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতে বোধ হয় অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। কেহ বা তাহাকে মৃগয়া করিতে শিখান আর কেহ বা স্বীয় ২ রুচি অনুসারে তাহাকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। পণ্ডিত হারবার্ট স্পেনসার বলেন একবার একটী কুক্কুরীকে ভিক্ষা করিতে শিখান হইয়াছিল, যখনই তাহার কিছু লইবার ইচ্ছা হইত, শিক্ষিতমত ভিক্ষা না করিলে তাহা পাইত না। কুক্কুরীর কয়েকটি শাবক জন্মে, তন্মধ্যে একটিকে দেড় মাস বয়সের সময় তাহার গর্ভধারিণীর নিকট হইতে লইয়া স্বতন্ত্র স্থানে রাখা হয়। পরে শাবকটি সাতমাস কি আট মাস বয়সের সময় তাহার গর্ভধারিণীর ন্যায় ভিক্ষা শিখিয়াছিল (২)। শাবকের এই জ্ঞানটি মাতৃশিক্ষাজনিত এবং মাতৃবীজ হইতে প্রাপ্ত। এই যে দুইটি পরিচয় দেওয়া গেল ইহা দ্বারা আমাদের একটি প্রাচীন প্রথার হেতু নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আমাদিগের এই প্রথা ছিল যে, কোন উপজীবিকা অবলম্বন করিতে হইলে যুবারা পৈতৃক উপজীবিকা অবলম্বন করিত, পৈতৃক ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসায় গ্রহণ করিত না, সমাজও তাহা গ্রহণ করিতে দিত না। কেন না পিতৃব্যবসায় অতি সহজে শিক্ষা হয়। সমাজ দুই কারণে এই নিয়ম বদ্ধ করিয়াছিল, প্রথম বৈজিক কারণ দ্বিতীয় সংসর্গ কারণ। রেত দ্বারা পিতৃগুণ সন্তানে আশ্রয় করে ও

(১) Several instances could be given of the inheritance of peculiar manners; as in the case, often quoted, of the father who generally slept on his back with his right leg crossed over the left, and whose daughter, whilst an infant in the cradle followed exactly the same habit though an attempt was made to cure her. (Darwin's Variation of Animals vol i. 459)

(২) Mr. Lewes had a puppy taken from its mother at six weeks old, who, although never taught 'to beg' (an accomplishment his mother had been taught), spontaneously took to begging everything he wanted when about 7 or 8 months old; he would beg for food, beg to be let out of the room, and one day was found at a rabbit hatch begging for rabbits" (Herbert Spencer on the Principles of Biology).

সংসর্গ হেতু সেই গুণের বিকাশ হইয়া থাকে। প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি সম্বন্ধেও সেই নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। যাহার প্রকৃতি কোপন, তাহার সন্তানেও তৎ প্রকৃতির বিকাশ দেখা যায়। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু পণ্ডিত যদুনন্দনকে আমরা অত্যন্ত ক্রোধী পুরুষ বলিয়াই জানি। একদিন কৌতূহল পরবশ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম পণ্ডিতজী আপনি এত ক্রোধী কেন ? উত্তরে তিনি বলিলেন যে "তাঁহার পিতৃ প্রকৃতিও অনুরূপ ছিল, যাহা অস্থি মজ্জায় জড়িত তাহা অপরিহার্য্য।" পণ্ডিতজীর সহিত বার্ত্তালাপে জানিতে পারিলাম যে তিনি ভৃগুবংশোদ্ভব। পরশুরাম যে কিরূপ কোপন প্রকৃতির ছিলেন তাহা সকলেই জানেন। সুতরাং তাঁহার বংশোদ্ভবেরা যে অনুরূপ প্রকৃতির হইবে তাহার আর বিচিত্র কি ? এখন প্রবৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। চোরের পুত্র চোর ইহা চিরপ্রথিত। সু বা কু প্রবৃত্তি বংশ পরম্পরা চলিয়া থাকে। আমেরিকার জনসন ও জিউক বংশ ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। জনসন বংশে দেখা যায় পিতামহ এক জন প্রসিদ্ধ মেকীমুদ্রা কারক ছিল। তাহার পরবর্ত্তি পুরুষগণ পুলিশের প্রখর দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। তৃতীয় পুরুষে সাতটী ভাই ভগ্নীর মধ্যে সেই বংশগত কুপ্রবৃত্তির পরাকাষ্ঠা নয়ন পথের পথিক হয় (১)। দ্বিতীয়তঃ আমেরিকার জিউকবংশ। এই বংশ বদমায়েস দলভুক্ত ছিল। এই বংশের পাঁচটি ভগ্নী হইতে পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত যে সকল পুত্র কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল তাহাদিগের সংখ্যা ৭০৯, বস্তুতঃ ধরিতে গেলে ১২০০। এই প্রকাণ্ড পরিবারের মধ্যে ভাল লোক অতি সামান্যই ছিল। বলিতে কি বংশটাই চোর, ডাকাত এবং বেশ্যার বংশ। এই বংশে যত পুরুষের উদ্ভব হইয়াছিল তন্মধ্যে ২০ জনও নিপুণ কর্ম্মী হয় নাই এবং এই কুড়ির মধ্যেও ১০ জন কারাগারে কর্ম্ম শিখিয়াছিল। × × × ষষ্ঠপুরুষ পর্য্যন্ত বিবাহোপযোগী কন্যাগণের মধ্যে

---

(১) Sometimes the criminal tradition is carried on through many generations and with great skill, a kind of professional caste being formed. The Johnson family of counterfeiters in America is an example of this. The grandfather was a famous counterfeiter in his day ; the next generation were well known to the police ; in the third generation criminal audacity and skill appear to have reached a very high degree in seven brothers and sisters, one of them, especially, being considered one of the most expert counterfeiters of the day ; he has spent a large part of his life in various prisons. (The "Criminal" by Havelock Ellis. Page 100)

ব্যভিচারীর সংখ্যা শতকরা ৫২ জন। ইহা অপেক্ষা বৈজিক প্রকৃতির প্রভাব আর কি হইতে পারে (১)? পিতার কার্য্য কলাপ ও সন্তানে আসিতে দেখা যায়। মহা পণ্ডিত এ্যারিস্‌টট্‌ল্ (Aristotle) এমন একটী লোকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যদ্দারা পিতার কার্য্য কলাপ ও বীজানুসারী মানিতে হয়। তিনি বলেন যে একটি লোকের একটি সন্তান ছিল, যখন ছেলেটী তাহার পিতার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে বাটীর দ্বারদেশ পর্য্যন্ত লইয়া আইসে, তখন তাহার পিতা চিৎকার করিয়া সন্তানকে বলিল বৎস! আর নয় আমিও আমার পিতাকে এই পর্য্যন্তই টানিয়া লইয়া আসিয়াছিলাম (২)। যখন দেখা যাইতেছে যে পিতার গঠন সৌসাদৃশ্য, মানসিক বৃত্তি, এমন কি অভ্যাস. প্রকৃতি, প্রবৃত্তি এবং কার্য্য কলাপ বীজানুসারী হইয়া সন্তানে অর্শে তখন সন্তান যে পিতৃ প্রকৃতির উত্তরাধিকারী তাহা আমাদিগকে মানিতেই হইবে। এতদ্ব্যতীত জীবগণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ পুণ্যানুসারে স্বাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণত্রয়ের তারতম্যানুযায়ী মাতৃ গর্ভে দেহ গঠনকালে যে প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় তাহাও তাহাদিগের আর এক প্রকৃতি বলিতে হইবে। জীবগণ

(১) The so-called "Jukes" family of America is the largest criminal family known and its history which has been carefully studied is full of instruction. * * * Two of his sons married two out of five or less illegitimate sisters; these sisters were the "Jukes". The descendants of these five sisters have been traced with varying completeness through five subsequent generations. The number of individuals thus traced reaches 709; the real aggregate is probably 1200. This vast family, while it has included a certain proportion of honest workers, has been on the whole a family of criminals and prostitutes, of vagabonds and paupers. Of all the men not twenty were skilled workmen, and ten of these learnt their trade in prison; 180 received out-door relief to the extent of an aggregate of 800 years; or making allowances for the omissions in the record, 2300 years. * * * The average prostitution among the marriageable women down to the sixth generation was 52.40 per cent. There is no more instructive study in criminal heredity than that of the Jukes family. ("The Criminal" by Havelock Ellis. Page 102).*

(২) We know also the story in Aristotle of the man who, when his son dragged him by his hair to the door, exclaimed—"Enough, enough, my son, I did not drag my father beyond this" ("The Criminal" by Havelock Ellis. Page 91).

এই দুই প্রকার প্রকৃতি বা স্বভাব আশ্রয় করিয়া ইহলোকে অবতীর্ণ হয়। এতদ্ব্যতীত ইহজীবনের অভ্যাস বলে তাহারা আর একটী তৃতীয় প্রকৃতি লাভ করে। যাহা স্বভাব তাহা মানবের অপরিহার্য্য। অভ্যাস লব্ধ যে প্রকৃতি, তাহা স্বভাব পদবাচ্য না হইলেও লোক বোধার্থ অনেকে স্বভাবের সহিত একার্থ করিয়া বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ বাহ্য হেতুর অনধীন যে সংস্কার অর্থাৎ যাহা জীবের অকৃত্রিম ভাব তাহাই স্বভাব পদবাচ্য। আর জীবের যাহা চিরাভ্যাস লব্ধ অর্থাৎ যাহা কৃত্রিম ভাব তাহাই অভ্যাস বা নিসর্গ (১)। যাহা স্বভাব, তাহা শিরায় শিরায় শোণিতের কণিকার সহিত অভিন্ন ভাবে অবস্থিতি করে। তাহার পরিবর্ত্তন নাই। যতদিন এ জীবন থাকিবে ততদিন কাহার সাধ্য তাহাকে পরিবর্ত্তন করে। যাহা ইহকালজ তাহা ইহ জীবনের কারণ দ্বারা উৎপাটিত হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার ফলে যে প্রকৃতি, পিতা মাতার শুক্র শোণিতের সহিত আমাদিগের জীবনকে আশ্রয় করে তাহার বিঘাতন অসম্ভব। ইহাই মানবের প্রকৃত স্বভাব। এই জন্যই দর্পণকার ইহাকে "অজন্য" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ব্ব দেহের কর্ম্মানুসারে মনুষ্যের স্বভাব সংগঠিত হয় ইহা হিন্দু শাস্ত্রের সুন্দর বিচার। যাহার কর্ম্ম, তাহারই ফল ভোগ করিতে হইবে, তা ইহজন্মেই হউক আর জন্মান্তরেই হউক। ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণে আছে ঃ—

বচনেষু চ বুদ্ধৌ চ স্বভাবে চ চরিত্রতঃ।
আচারে ব্যবহারে চ জ্ঞায়তে হৃদয়ং নৃণাং॥
লোকাঃ কর্ম্মবশীভূতাস্তৎ কর্ম্ম যৎকৃতং পুরা।
স্বকর্ম্মণাং ফলং ভুঙ্‌ক্তে জন্তুর্জ্জন্মনি জন্মনি॥

* * * *

স্বয়ঞ্চ কর্ম্মজনকস্তৎ কর্ম্ম দৈবকারণং।
স্বভাবো জায়তে নৃণামাত্মনঃ পূর্ব্বকর্ম্মণা॥
স এবাত্মা সর্ব্বসেব্যঃ সর্ব্বেষাঞ্চ ফলপ্রদঃ।
স চ সৃজতি দৈবঞ্চ স্বভাবং কর্ম্ম এব চ॥

---

(১) বহির্হেত্বনপেক্ষী তু স্বভাবোঽথ প্রকীর্ত্তিতঃ।
নিসর্গশ্চ স্বভাবশ্চ ইত্যেষ ভবতি দ্বিধা॥
নিসর্গঃ সুদৃঢ়াভ্যাসজন্যঃ সংস্কার উচ্যতে।
অজন্যস্তু স্বতঃ সিদ্ধঃ স্বরূপোভাব উচ্যতে॥ উজ্জ্বল দর্পণকার॥

তাৎপর্য্য ঃ—বাক্যে, বুদ্ধিতে, স্বভাবে, চরিত্রে আচারে ও ব্যবহারে মনুষ্যের হৃদয় চেনা যায়। মনুষ্য কর্ম্মের বশীভূত। যেরূপ কর্ম্ম করিবে, সেইরূপ তাহার স্বভাবাদি গঠিত হইবে। সে কর্ম্ম ইহকাল কৃত নয়, পুরাকৃত। সেই পূর্ব্ব জন্ম কৃত কর্ম্মের ফল এক জন্মের ভোগে না ফুরাইলে জন্ম জন্ম ভোগ করিতে হয়। মনুষ্য স্বয়ং কর্ম্মের কর্ত্তা। মনুষ্য সে কর্ম্ম করে কেন? তাহার কারণ দৈব। সে দৈব কি? আপনারই পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম ফল। তাহার নাম স্বভাব। আত্মার ন্যায় সমস্ত জীবে সম্বন্ধ। সকলেই সেই স্বভাবের সেবা করিয়া থাকে। স্বভাবও সেবানুযায়ী শুভাশুভ ফল প্রদান করে। স্বভাব বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্ম কর্ত্তা এবং ভবিষ্যজন্মেরও দৈব ও স্বভাবের স্রষ্টা।

অতএব আমরা দেখিতেছি যে প্রাক্তন জন্মকৃত সুকৃত দুষ্কৃতের সংস্কারই স্বভাবরূপে পরিণত হয়। ইহা জীবনী শক্তির ন্যায় শরীর আশ্রয় করিয়া থাকে। কেহই স্বভাবকে পরিত্যাগ করিতে পারে না; সেই জন্যই বোধ হয় চাণক্য বলিয়াছেন ঃ—

স্বভাবো যাদৃশো যস্য ন জহাতি কদাচন।
অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি॥

যাহার যে স্বভাব, সে স্বভাব ত্যাগ করিতে পারে না। শত শত বার ধৌত করিলেও অঙ্গারের মলিনতা দূর হয় না।

কিন্তু কয়লায় অগ্নি সংক্রান্ত হইলে যেমন তাহার মলিনতা দূর হইয়া অগ্নির প্রভায় উদ্‌ভাসিত হয় সেইরূপ গুরুলব্ধ জ্ঞানের জ্যোতিতে আমাদের মলিন স্বভাব তিরোহিত হয় মাত্র, আমাদের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয় না। তাই ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ, তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেত।" অর্থাৎ গুরুপদেশে ব্রহ্ম জ্ঞান জন্মে। ব্রহ্ম জ্ঞান জন্মিলে মনুষ্য মনুষ্যত্ব হইতে মুক্ত হয়। কিন্তু সে শরীরে মুক্ত হইতে পারে না। শরীর পরিত্যক্ত হইলে জীব জীব-স্বভাব হইতে মুক্তি লাভ করে।